উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সমীক্ষা নভেম্বরে
গোটা দেশে জনগণনা হবে ২০২৭-এ। তার আগে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় পরীক্ষামূলক সমীক্ষা হবে। এই সমীক্ষা চলবে ১০ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। » ৯

জুলাই সনদে সই নেই এনসিপি'র
বহু টানাপোড়েনের পর জুলাই সনদে বিএনপি, জামায়াতে সহ বাংলাদেশের ২৫টি রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করেছে। তবে যাদের দাবি মেনে সনদ সেই এনসিপিই এতে সই করেনি। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩২°	৩০°
সর্বনিম্ন	২০°	২১°	২১°	১৯°

সর্বোচ্চ অঙ্কে
টানা তিনদিনের উত্থানে এক বছরের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছাল সেনসেক্স ও নিফটি। যথাক্রমে ৮৪১৭২ এবং ২৫৭৮১.৫০ পয়েন্টে পৌঁছে নয়া রেকর্ড হয়েছে। » ৯

৩১ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 18 October 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 148

ডিউটিতে স্বামী, 'আত্মঘাতী' বধূ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার ছিল শিল্পী দে সরকার ও সজলকুমার দে'র বিবাহবার্ষিকী। তবে কাজে ব্যস্ত থাকায় সেদিন বাড়ি ফিরতে পারেননি সজল। শুক্রবার সকালে কর্মস্থলেই ফোনে জানতে পারলেন শিল্পীর (৪০) মৃত্যুর খবর। এদিন সকালে দমনপুর নর্থ পয়েন্ট এলাকায় শিল্পীদের বাড়িতেই মিলেছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ। মৃত বধূর বাড়ির লোকজন মনে করছেন, বিবাহবার্ষিকীতে স্বামী ছুটি না পাওয়ায় অভিমান হয়েছিল শিল্পীর। সেই অভিমানেই আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। দাবি পরিবারের। মানছেন স্বামীও।

সজল বলেন, 'ডিউটিতে ব্যস্ত ছিলাম। হাতির আক্রমণে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তার ফলে ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। তাই বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সেই রাতে আসা সম্ভব হয়নি। এদিন সকালে স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে জেলা হাসপাতালে ছুটে যাই। অভিমানেই আত্মঘাতী হয়েছে বলে মনে করছি।'

শিল্পীর স্বামী গরুমারা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার। সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার একাংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে জঙ্গলেরও। বন দপ্তরের কর্তারা পরিস্থিতি সামলাতে ব্যস্ত রয়েছেন। তার ওপর মুখ্যমন্ত্রী নিজে এসে কাজের তদারকি করছেন। ফলে সরকারি আধিকারিকদের ব্যস্ততা আরও বেড়েছে। সব মিলিয়ে কাজের চাপেই বিবাহবার্ষিকীর দিন বাড়ি ফিরতে পারেননি সজল। আর শুক্রবার সকালে শোয়ার ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় শিল্পীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন পরিজনরা। জংশন ফাঁড়ির পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে

বিবাহবার্ষিকীতে গরহাজির

যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সজল কর্মসূত্রে বাইরেই থাকতেন। বাড়িতে শিল্পী, তাঁর অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত এক কন্যা ও এক আত্মীয়া ছিলেন। কখন যে মা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, জানতেই পারেনি মেয়ে। সে এদিন সকালে স্কুলে চলেও যায়। সকাল ৮টার পর ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়।

এরপর বারোর পাতায়

পাহাড় সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতাকারী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : একটা করে ভোট আসে আর বিজেপি পাহাড়ের ভোট পেতে পৃথক রাজ্য অথবা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের তাস খেলে। এ অভিযোগ নতুন কিছু নয়। সামনেই বিধানসভা ভোট রয়েছে। তার আগে পাহাড় সমস্যা মেটানো নিয়ে কার্যত নতুন পথে হাঁটল কেন্দ্র। এবার দেশের একজন দুঁদে আইপিএস, একদা জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলানো প্রাক্তন অফিসারকে পাহাড় সমস্যা মেটাতে মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্বে নিয়ে আসা হল।

বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রাক্তন আইপিএস তথা জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পঙ্কজকুমার সিংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সের দীর্ঘদিনের দাবি খতিয়ে দেখা এবং কেন্দ্র ও এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষার কাজ করবেন পঙ্কজকুমার।

এরপর বারোর পাতায়

মহিলাদের দেখা যায় সোনার দোকানের কাউন্টারে, ক্রেতা আর বিক্রেতা হিসেবে। সেই চেনা ছক ভেঙেছেন আলিপুরদুয়ারের শান্তি আর পুনম। তাঁরা নিজের হাতে গয়না গড়েনও।

সোনার টুকরো দুই বোন

আমি নারী আমিই পারি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : শনিবার ধনতেরাস। আর কালীপুজোর একদিন আগে এই ত্রয়োদশীতে গয়নাগাঁটি কেনা এখন বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক ট্রেন্ডিং। তবে কেবল ধনতেরাস কেন, বিয়েবাড়ি হোক বা যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান, গয়না পরার প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ থাকেই মহিলাদের। কিন্তু গয়নার দোকানে মহিলা স্বর্ণকার দেখেছেন কয়জন? ব্যতিক্রম পুনম দাস ও শান্তিকুমারী দাস। চাপরেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ধারেয়াহাটের বাসিন্দা এই দুই বোনের গয়নার দোকান রয়েছে। তাঁরা নিজেরাই গয়না গড়েন, নিজেরাই বিক্রি করেন।

নিজের হাতে নিজস্ব ডিজাইনের গয়না গড়ছেন পুনম। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

একশো মিটারের মধ্যে দুই বোনের আলাদা আলাদা দোকান। সেই দোকান অবশ্য খুব বড় অথবা নামী ব্র্যান্ডের দোকানের মতো ঝাঁ চকচকে নয়। দু'বোনের দোকানেই তো কোনও কর্মচারীও নেই। গ্রামীণ এলাকায় লোকজনের হাতে তেমন টাকা থাকে না। পার্বণে বা কোনও সামাজিক উপলক্ষ্যে টুকটাক বিক্রিবাট্টা হয়। বলছিলেন তাঁরা। সোনার গয়নার তুলনায় তাই অপেক্ষাকৃত কম দামের রুপোর গয়নার অর্ডারই আসে বেশি। সংসার সামলে অর্ডার অনুযায়ী অলংকার তৈরি করা থেকে শুরু করে দোকানের যাবতীয় কাজ নিজেরাই করেন।

পুনম ও শান্তির বাবাও ছিলেন স্বর্ণকার। তাঁর কাছেই এই কাজে হাতেখড়ি দুজনের।

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

এসআইআর, মন্দির চর্চায় লঘু উত্তরের বিপর্যয়

গৌতম সরকার

থাকবেন কোথায় গধেয়ারকুঠির দুর্গতরা?

চিন্তা করবেন না। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হলে বিজেপি ক্ষমতায় এসে যাবে।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব কষ্ট দূর হবে বামনডাঙ্গা-টন্ডুর গৃহহারাদের?

শুভেন্দু অধিকারী বলে গেলেন, বদল হলে বদলাও হবে। সুদে-আসলে বদলা!

বিধ্বস্ত মিরিক পুনর্বাসন, পুনর্গঠন চায়। ঘরবাড়ি ধসে চাপা পড়ে আছে। যোগাযোগের সেতু ভেঙেছে। কী হবে এসবের?

দুশ্চিন্তার কারণ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিলেন, বাংলায় সবচেয়ে বড় শিব পাবে শিলিগুড়ি। মহাকাল মন্দির হবে।

এত বিরাট বিপর্যয়, মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার টাকা কোথায়? মুখ্যমন্ত্রী বললেন, কেন্দ্র এক টাকাও দেয়নি। কিন্তু রাজ্য শুরু করে দিয়েছে। ত্রাণ দিচ্ছে অঢেল। ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। মৃতদের পরিবারপিছু একজনকে চাকরি দেওয়া হল। ভালো কাজ করেছেন বলে সরকারি কর্মীরা পুরস্কৃত হলেন। উদ্ধারের কাজে দক্ষতা দেখানোয় পুরস্কৃত হচ্ছে কুনকিরাও।

কিন্তু দুর্যোগে বিধ্বস্ত মানুষকে মাথা গোঁজার স্থায়ী আশ্রয় দেওয়ার টাকা কোথায়? যাঁদের জমি নদী খেয়ে নিয়েছে, তাঁদের কী হবে? ভেঙেচুরে তছনছ রাস্তা, বাঁধ, সেতু, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি পুনর্গঠনের জন্য বরাদ্দ কোথায়? শুধু পাহাড়ের জন্য ৯৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)।

এরপর বারোর পাতায়

ধুলো উড়িয়ে।। *কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের কাছে রেতি নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় ডেরা বেঁধেছিল হাতির দল। ঘণ্টা তিনেক পরে বনকর্মীদের তাড়া খেয়ে নদীখাত দিয়েই জঙ্গলে ফেরে বুনোরা। শুক্রবার। ছবি : গোপাল মণ্ডল*

সোমবার থেকে জলদাপাড়ায় ধর্নার হুমকি

পর্যটনে পেটে টান

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৭ অক্টোবর : মাদারিহাটের রতন দাস পেশায় জলদাপাড়ার গাইড। পর্যটকদের নিয়ে প্রতি ট্রিপে তাঁর উপার্জন হয় ৩৫০ টাকা। কোনও কোনওদিন দুটো ট্রিপও হয়ে যায়। সেদিন রোজগার ৭০০ টাকা। ৫ অক্টোবর থেকে গত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে এই রোজগার পুরোপুরি বন্ধ। সংসার চলবে কী করে?

কেবল রতনের মতো গাইডরাই নয়, জলদাপাড়ার জিপসিচালক থেকে শুরু করে এলাকার ছোট-বড় গাড়িচালকরা, এমনকি সেখানকার হোটেল-রিসর্টের মালিক ও দোকানদাররাও চরম সমস্যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর থেকে জলদাপাড়ার মূল গেট দিয়ে পর্যটকদের প্রবেশ সেই যে বন্ধ হয়েছে, এখনও চালু হয়নি। ফলে কয়েকশো লোকের রুটিরুজি বন্ধ। তাই শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান এলাকার পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত লোকজন। তাঁরা জলদাপাড়ায় কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইড শুরু করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। রবিবারের মধ্যে তা শুরু না হলে, সোমবার থেকে তাঁরা জলদাপাড়া ঢোকার মূল গেটে ধর্নায় বসবেন।

শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি চিঠি জলদাপাড়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে বিভাগীয় বনাধিকারিককে দেওয়া হয়েছে। সেই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাসের হুঁশিয়ারি, রবিবারের মধ্যে সাফারি চালু না হলে যে আন্দোলন হবে তার দায় বন

জলদাপাড়া প্রবেশের মূল গেটের সামনে পর্যটন ব্যবসায়ীদের আন্দোলন।

দপ্তরকে নিতে হবে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ঝা অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন যে, ২-৩ দিনের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত কাঠের সাঁকো মেরামতের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কাঠের সাঁকো বলেই সংস্কারে সময় লাগছে। নবিকান্ত বলেন, 'আমরা ৫০ ফুট বিটের কাছে থাকা কাঠের সাঁকো গত ৭ অক্টোবর থেকেই মেরামতের কাজ শুরু করেছি।'

বনাধিকারিকের আশ্বাস সত্ত্বেও পর্যটন ব্যবসায়ীরা মানতে নারাজ। তাঁদেরই একজন সঞ্জয় দাসের অভিযোগ, বন দপ্তরের ঢিলেমির জন্য এখনও চালু হচ্ছে না সাফারি। একই অভিযোগ জানিয়েছেন স্বপ্না ভট্টাচার্য, উত্তম শর্মা, কল্যাণ গোপ, গোপাল সন্ন্যাসী, বিকাশ সাহা, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যরা। সকলেই ধর্নায় বসার হুমকি দিয়েছেন।

এরপর বারোর পাতায়

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)

Online tenders are being invited from reputed agencies for Supply of Trinocular Microscope, Bed Linens, Solid Door Deep Freezer, Establishment of Mushroom Spawn production unit and Renovation & Repair of 40 Mesh Potato net house. For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Registrar (Actg.)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩০৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৫১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৩৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৩/২০২৫/এমএলজি তারিখঃ ১৫-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল১৮২০২৫এমএলজি। কাজের নাম: ২৫টি লোডিং-২০০৮ স্ট্যান্ডার্ড/ভারপ্রাপ্ত অভিযন্তার নির্দেশনা অনুসারে আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড সহিত এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনের ১৭ টি সেতুর পিয়ার এবং এবিউটমেন্টের শক্তির নিরূপন। আনুমানিক টেন্ডার রাশি: ১,৪৮,৮৯,০৭৯.২০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা: ২,২৪,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.০৫ ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী - চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত পূর্ব রেলওয়ের ২০২৫ বর্ষের অক্টোবর মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সংশোধনী। বিইএসওয়াই, জামালপুর, হালিসহর, হাওড়া ও শিয়ালদহ-এর ২০২৫ বর্ষের অক্টোবর মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচিতে নিম্নরূপ কিছু আংশিক পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং ডিপো ও ডিভিশনগুলির অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিপো/ডিভিশন	অতিরিক্ত তারিখ
হালিসহর ডিপো	২৪.১০.২০২৫
হাওড়া ডিভিশন	৩০.১০.২০২৫
শিয়ালদহ ডিভিশন	৩০.১০.২০২৫
বিইএসওয়াই ডিপো	৩১.১০.২০২৫
জামালপুর ডিপো	৩১.১০.২০২৫

(STORES-42/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

স্মরণে

জীতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, মৃত্যুদিন-১৮/১০/২০০০ আজকে বাবা, এই নিষ্ঠুর দিনে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো। আশীর্বাদ ধন্য গোপাল। (C/118527)

Requirement Notice

BCW & TD Deptt, Cooch Behar invites application for contractual engagement of 5 nos. additional Inspector from retired Inspector/ Extensions Officer/ Head Clerk/ UD Clerk of State Government. Last date of submission of hard copy of application 14.11.2025 up to 5.00 P.M. For details visit the Website **https://coochbehar.gov.in** and Notice Board of the undersigned.

Sd/-
District Welfare Officer,
Backward Classes Welfare & Tribal Dev.,
Cooch Behar

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Abdul Kader, S/o. Kaulat Sekh, গ্রাম + পোস্ট - গঙ্গাপ্রসাদ, থানা - মোথাবাড়ি, জেলা - মালদা, Pin - 732207. 2002 সালের 47 মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের Part No. 187, Sl. 154, ভোটার কার্ড নং. - (WB/07/047/561435) আমার নাম Sekh Bhikhna ও আমার ছেলের Auyal Ali ও স্ত্রী Kohinur Bibi এদের ভোটার কার্ডে 2002 সালে 47 নং মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের 187 পার্টের, Sl. No. - 155 ও 156-তে (Epic No. FXV1834803 ও WB/07/047/561436)-তে Bhikhna Sekh থাকায় গত 13/10/2025 তারিখে মালদা E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sekh Bhikhna ও Bhikhna Sekh থেকে Md Abdul Kader করা হল। যাহা যথাক্রমে উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118697)

কর্মখালি

Courier Service-এ Delivery Man চাই। Cont. Siliguri- 9832061242. (C/118682)

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 96356-58503. (C/118361)

বিক্রয়

3 BHK ফ্ল্যাট ১ম তলা Sq. Ft. Rs. 4,100, তিনতলা Sq. Ft. Rs. 3,900 সঙ্গে লিফট বিক্রয়। খালপাড়া, শিবাজি রোড, শিলিগুড়ি। 98325-71721/98320-79581/98320-36163. (C/118362)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং- WB-63 20050919339(New), WB- 64/24355(Old) আমার নাম, বাবার নাম ও ঠিকানা ভুল থাকায় গত 14-10-25, J.M., 3rd কোর্ট, সদর, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Subhashish Chowdhury বাবা H.C. Chowdhury এবং Subhashis Chowdhury বাবা Late, Harendra Chandra Chowdhury-র পরিবর্তে Subhashis Choudhury বাবা Late, Harendra Chandra Choudhury সঠিকভাবে উল্লেখিত হল এবং আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং- WB- 63 20050919339(New) তে ঠিকানা B.S. Road, Natun Bazar, Cooch Behar, 736101 এর পরিবর্তে Ashram Road, 2nd Bye Lane, East Hazrapara, Ward No.- 14, P.S. Kotwali, P.O. & Dist.- Cooch Behar এ সঠিকভাবে উল্লেখিত হল। (C/118147)

অ্যাফিডেভিট

আমি Afsar Shaikh S/o Jamidar Sekh @ Jamidar গ্রাম হাতিচাপা, পোঃ পালগাছি, থানা-কালিয়াচক, জেলা-মালদহ, পিন-732127 আমার নতুন ভোটার কার্ডে (কার্ড নং-CKS2879765) আমার নাম ভুলবশত Absar Sekh হয়ে যায়। তাই গত 11/08/25 তারিখে মালদা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Absar Sekh থেকে Afsar Shaikh করা হইল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118594)

সিগনাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪৫, তারিখ: ১৫-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: রাধিকাপুর স্টেশনে ২টি নতুন লাইনের নির্মাণ ও পূর্ণাঙ্গ সিএসএল তৈরির জন্য অন্য ৩টি ছোট সিএসএল বিদ্যমান লাইন সম্প্রসারণের জন্য সিগনাল এবং টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৭৫,৯৬,৯১৪.৫৩ টাকা, বায়নার অর্থ: ১,৫১,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হারানো/প্রাপ্তি

I Nihar Dutta lost my ICSE Mahbert School Class-X, passing certificate and marksheet in Sevoke Road. If found Call 9986877408. (C/118678)

•

আমি প্রসেনজিৎ তামাং, পিতা: কাংচা তামাং, সুভাসিনি টি গার্ডেন, পো: হাসিমারা, থানা: জয়গাঁ, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার ST,(No: WB2001ST201601718) সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 8670040388. (C/118704)

অ্যাফিডেভিট

আমি Shishir Paul S/o Birendra Paul আমার old রেশন কার্ড এ আমার ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত- 11/08/2025, তারিখে EM কোর্ট Jalpaiguri Sadar-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Shishir Paul, Shishir Kr Paul এবং Shishir Kumar Paul বাবা Birendra Paul, Birendra Kr Paul এবং Birendra Kumar Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। মাঝাবাড়ি, জপলাইগুড়ি। (C/118686)

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA JALPAIGURI, WEST BENGAL

[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy] Govt. of India:

NOTICE INVITING TENDER

No.2-11/Tender/JNVJ/2025-26/F&A/ Dated-17.10.2025

The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2025-26 from the registered firms having GST registration and updated commercial Tax clearance certificates (except Food Grains and Grocery Items, water & Electricity Items, Motor Winding and Fan Repairing Works, Milk product+Milk Panner, Daily Use Item & Toilet Items, Students & Office Stationery Items The tender forms & other details will be available in the office of Principal, PM Shri School JNV. Nagrakata, Jalpaiguri on every working day from 19.10.2025 to 01.11.2025 up to 4.00 PM on cash payment. Further the same can also be downloaded from the official website of the Vidyalaya"navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Jalpaigudi/en/home/." If tender forms downloaded from the website, cost of tender form & security money can be directly deposited in the SBI saving Bank account No-37473753189 i.ro The Principal, JNV, Jalpaiguri, payable at SBI Nagrakata, IFSC Code No-SBIN0018783, Branch Code-18783. Those who deposit amount direct in the A/C, deposit slip should be attached along with Tender documents to be submitted by 01.11.2025 up to 04.00 PM through Courier/ Speed Post/ Registered post/ Drop in the Tender Box which is available in the office of the Principal PM Shri JNV. Nagrakata, Jalpaiguri. The tender will be opened on 03.11.2025 at 11.00 AM in presence of the P.A.C in the office of the Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Dist-Jalpaiguri. The right to cancel or accept the tender (fully or partially) will keep reserve with the Chairman, P.A.C.

S/No	Items/Particulars	Security Money in Rs.	Cost of Tender Forms
01	Food grains and Grocery items	5000	200
02	Milk products+Milk & Panner	5000	200
03	Students Daily Use items (Toilet items)	5000	200
04	Student & Office Stationery items	3000	200
05	Water and Electricity Items	10000	200
06	Motor Winding and Fan Repairing Work	2000	200

Sd/-
PRINCIPAL
PM SHRI SCHOOL J.N.V.
JALPAIGURI, WEST BENGAL

Government of West Bengal

Abridged Tender Notice

General Manager, District Industries Centre, Cooch Behar under the Directorate of MSME, Govt. of West Bengal, invites e-tender vide no: 550/DIC-COB/E-TENDER/2025-26 dated 17-10-2025 and Tender ID No. 2025_MSME_927737_1 from bonafide agency/firm etc.. Tender Documents and other relevant particulars in details may be seen from **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
General Manager,
District Industries Centre, Cooch Behar

E-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE MAYNAGURI MUNICIPALITY
MAYNAGURI, JALPAIGURI

Notice for Reference:
I. NIET No.:- WBMAD/e-Tender/07(2nd call)/of EO/MNM/JAL/2025-26, Vide Memo- 1910/MNM/2025 Dated: 17.10.2025
II. Tender ID: 2025_MAD_927870_1

1	Date of publishing NIeT Documents. (online) (Publishing Date)	17.10.2025 From 6:00 P.M. onwards.
2	Tender Document download start date and time. (online)	17.10.2025 From 6:00 P.M. onwards.
3	Start Date of Bid Submission. (Technical and Financial) (online)	18.10.2025 From 6:00 P.M. onwards.
4	Closing date and time of Bid submission (Technical and Financial) (online).	14.11.2025 Upto 6:00 PM
5	Date and time of opening of Technical Proposals (online).	17.11.2025 after 6:00 PM.

S/d- Chairman
Maynaguri Municipality

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ক্যাটারিং ইউনিট

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ০৯টি ক্যাটারিং ইউনিট (জিএমইউ) -এর জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-ক্যাটারিং-১; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১৮২৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ০৩-১১-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম. নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএলও-জিএমইউ-৪৬-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	দলগাঁও স্টেশনে পিএফ-২ তে।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-জিএলএমএ-জিএমইউ-৫১-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গুলমা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২ তে।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিএক্স-জিএমইউ-৪৯-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গোকসাডাঙ্গা স্টেশনে পিএফ-১ তে।
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এফকেএম-জিএমইউ-১০৩-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ফকিরাগ্রাম স্টেশনে পিএফ-১ তে।
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিবিবি-জিএমইউ-১০১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ধুবরি স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায়।
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-জিওজিএইচ-জিএমইউ-৫৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গোসাইগাঁও হাট স্টেশনে পিএফ-১ তে।
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-বিএনভি-জিএমইউ-৩২-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	বিন্নাগুড়ি স্টেশনে পিএফ-২-৩ তে।
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিডব্লিউটি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	দেওয়ান হাট স্টেশনে পিএফ-১ তে।
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে পিএফ-১ তে।

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ০৩-১১-২০২৫ তারিখে ১১:৫০ টা। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিভিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
এগিয়ে চলেছি মানুষের সেবায়

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Chakdaha | Bethuadahari I Sainthia | Mallarpur | Beldanga | Raghunathganj | Dhulian | Kaliachak | Sujapur | Gazole | Balurghat | Kaliyaganj | Raiganj | Raiganj (Grand) | Islampur | Siliguri | Malbazar | Jalpaiguri | Dhupguri | Falakata | Alipurduar | Mathabhanga

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar: Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422

ধানহাটি কালীবাড়িতে সম্প্রীতির পুজো

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৭ অক্টোবর : সব জায়গায় এখন জোরকদমে চলছে শ্যামাপুজোর প্রস্তুতি। কালীপুজো মূলত হিন্দুদের একটি উৎসব। তবে ডুয়ার্সের শামুকতলা জনপদে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ সব ধর্মের মানুষ বসবাস করেন। তাই এই জায়গাটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি তুলে ধরে। সেই সম্প্রীতির আবহ কালীপুজোর আয়োজনেও দেখা যায়। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা ধানহাটি কালীবাড়িতে মা কালী আবির্ভূত হন সম্প্রীতির দেবী রূপে।

মহম্মদ রাজু, রেয়াজ আহমেদ, সন্তোষ তিরকি, রাকেশ আগরওয়াল মেতে উঠেছেন শ্যামাপুজোর প্রস্তুতিতে। জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ভেদাভেদকে দূরে ঠেলে তাঁরা সবাই মিলে এই পুজোর আয়োজন করেন। আশপাশের এলাকা থেকে চাঁদা তোলার পাশাপাশি পুজোর আয়োজনে শামিল হন সব ধর্মের মানুষ। প্রতিমা গড়ার দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় শিল্পীরা।

শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজেন মিঞ্জ জানান, জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে শামুকতলা সম্প্রীতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। কালীপুজোয় সেই সম্প্রীতির ছবি ফুটে ওঠে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রণব ঘোষের কথায়, '১৯৬৭ সালে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন গোবিন্দ মজুমদার, বলরাম ঘোষ, রতন শর্মা, মেঘলাল সাহা সহ এলাকার অন্য বিশিষ্টজনরা মিলে। সেই সময় থেকে এই পুজোকে ঘিরে সম্প্রীতির অনন্য ছবি দেখা যায়। গত ৫৮ বছর ধরে এই সম্প্রীতি ধানহাটি কালীবাড়ির পুজোর ঐতিহ্য।'

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা রেয়াজ আহমেদের কথায়, 'পুজোর সময় অন্যদের সঙ্গে আমরা সবাই আনন্দে মেতে উঠি। এমনকি পুজার আয়োজনেও হাত মেলাই।' একই কথা জানান রাকেশ আগরওয়াল ও সঞ্জীব মজুমদার। রাকেশ বলেন, 'এই পুজোর মধ্যে দিয়ে আমরা সকলের কাছে সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না।' পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য পবন রাই জানান, পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

জখম তিন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : দ্রুতগতির মোটরবাইকের ধাক্কায় জখম হলেন এক মহিলা। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে ফালাকাটার শিশাগোড়ের বাবুপাড়া মোড়ে। এদিন ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কে বাবুপাড়া মোড়ের লিংক রোডে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থানীয় ঝর্ণা দাস। সেসময় ফালাকাটা থেকে পলাশবাড়িগামী একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা ঝর্ণাকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। নিয়ে যাওয়া হয় বাইকচালককেও। এদিনই শিশুবাড়ি চৌপথির কাছে একটি টোটো উলটে যায়। দুর্ঘটনায় আহত টোটোযাত্রী দেওগাঁওয়ের রহিমা খাতুনকে মধ্য রাঙ্গালিবাজনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন তাঁর চিকিৎসা চলছে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। রহিমার নাতি ইমরান হোসেন বলেন, 'চিকিৎসকরা তাঁর হাতটি কেটে বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন।' দুটি দুর্ঘটনা ঘটল ৩১সি জাতীয় সড়কেও। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি ধারসি সেতুর রেলিংয়ে উঠে পড়ে। আরেকটি গাড়ি পড়ে যায় কালকূট সেতুর নীচে।

রাজকীয়।। কলকাতার চিড়িয়াখানায় ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অনুপম চৌধুরী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পরিদর্শনে চেয়ারম্যান

নয়া বছরেই বর্জ্যপ্রকল্প

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ অক্টোবর : বাড়ির হোক বা রাস্তার। জঞ্জাল নিয়ে ফালাকাটার নাগরিকদের আর চিন্তা করতে হবে না। সব ঠিকঠাক থাকলে সামনের বছরের প্রথমদিকেই চালু হচ্ছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (এসডব্লিউএম) প্রকল্প। দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিকে এই কাজের জন্য ডেডলাইনও বেঁধে দিয়েছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। কাজ কতদূর এগোল, তা দেখতে শুক্রবার পরিদর্শনে যান চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি সহ পুরসভার কর্মীরা। কাজের গতিপ্রকৃতি, মান এবং কাজ কীভাবে করা হচ্ছে, সবটাই তাঁরা খতিয়ে দেখেন।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'পুরসভার বোর্ড গঠনের সময় আমরা নাগরিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, দ্রুত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প করা হবে। আমরা কথা রাখার পথে। আশা করছি, ২০২৬ সালের প্রথমদিকে এই প্রকল্পের পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।' তৃণমূলের জেলা সম্পাদক শুভব্রত দে-ও একই কথা বললেন। তাঁর মতে, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট প্রচারে এই প্রকল্প বড় হাতিয়ার দলের কাছে।

ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের খলিসামারিতে বুড়িতোর্ষা নদীর পাড়ে এসডব্লিউএম প্রকল্প গড়তে জমি চিহ্নিত করেছিল পুরসভা। ওই জমিই মার্চ মাসে স্থায়ীভাবে পুরসভার হাতে তুলে দেয় ভূমি দপ্তর। ২.৭ একর জমির কাগজপত্র পুরসভার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে সরকারিভাবে জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে খলিসামারির বাসিন্দাদের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল পুরসভা কর্তৃপক্ষের। পরে স্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করে সেই সমস্যার সমাধান করা হয়। এরপরেই ওই জমিতে সীমানা প্রাচীর এবং রাস্তার কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে সীমানা প্রাচীরের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। রাস্তার কাজও শুরু হতে চলেছে।

পুরসভা সূত্রে খবর, প্ল্যান্টের জন্য ওই সময় কলকাতায় টেন্ডার ডাকা হয়। সুডার থেকে প্রায় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার টেন্ডার বের করা হয়েছিল। পাশাপাশি প্রকল্পের জন্য গাড়ি, মেশিনপত্রও পাঠানো হয় পুরসভায়। এর জন্য আরও প্রায় ৩ কোটি টাকার টেন্ডার বের করা হয়েছিল। সবমিলিয়ে এই প্রকল্পের জন্য আট থেকে দশ কোটি টাকার টেন্ডার করা হয়েছে।

এসডব্লিউএম প্ল্যান্ট বসানোর জন্য ঘরের কাজও প্রায় শেষের দিকে। এরপর জায়গাটি সমান করা, রাস্তা তৈরির কাজ করলেই অনেকটা এগিয়ে যাবে। পুরসভা চাইছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ওই কাজ শেষ করে পরবর্তী প্ল্যান্ট বসানোর কাজ সারতে। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্ল্যান্টও বসে যাবে। তারপরই আলিপুরদুয়ার শহরের মতো ফালাকাটা পুর এলাকার ১৮টি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি থেকে শুরু হয়ে যাবে বর্জ্য সংগ্রহ।

ফালাকাটা

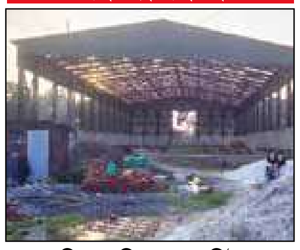

খলিসামারিতে এসডব্লিউএম প্রকল্পের কাজ চলছে।

কালীপুজোর আগে এসডব্লিউএম প্রকল্প নিয়ে এমন খবরে খুশি শহরের নাগরিকরা। শহরবাসী কৃষ্ণা দাসের কথায়, 'বাড়ির জঞ্জালও এতদিন ফেলার জায়গা ছিল না। নতুন বছরে সত্যি যদি বর্জ্য সংগ্রহ শুরু হয় তাহলে সবার মঙ্গল। পুরসভার উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।' একই কথা বললেন আরেক বাসিন্দা অধীর সরকারও। তিনি আশাবাদী, এরপর শহরের চেনা ছবিটা বদলাবে।

সুভাষিণীতে ক্ষতিগ্রস্ত জমি পরিদর্শন

হাসিমারা, ১৭ অক্টোবর : সাম্প্রতিক দুর্যোগে সুভাষিণী চা বাগানের প্রচুর চা গাছ নষ্ট হয়েছে। তাছাড়াও বাগানের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জমির ক্ষতি হয়েছে ডলোমাইট মিশ্রিত পলি পড়ে। বাগান কর্তৃপক্ষের আবেদন সাড়া দিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার বাগানের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন এডিএম (ল্যান্ড) নৃপেন্দ্র সিং। সঙ্গে ছিলেন কালচিনি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সন্দীপন মুখোপাধ্যায়।

ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক বলেন, 'প্রাথমিকভাবে ওই জমি পরিদর্শন করা হয়েছে। দীপাবলির পর বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত জমির যৌথ সমীক্ষা করা হবে।' জেলা প্রশাসনের এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন বাগানের ম্যানেজার শীর্ষেন্দু বিশ্বাস, চা বাগানের মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা।

এদিন বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে বাগানের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট পেশ করা হয়। শ্রম আধিকারিক বাগান কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত বিবরণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়াও জেলা শাসকের অধীনস্থ তৌজি সেকশনের তরফে বাগানের জমির ক্ষয়ক্ষতির খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

৫ অক্টোবর বাগান সংলগ্ন তোর্ষা নদীর বাঁধ ভেঙে বাগানের নদী লাইন প্লাবিত হয়। পাশাপাশি বাঁধ সংলগ্ন বাগানের প্রায় ৯২ হেক্টর জমিতে ডলোমাইট মিশ্রিত পলির স্তর জমে যায়। কয়েক লক্ষ চা গাছ সহ প্রচুর ছায়াগাছ দুর্যোগে নষ্ট হয় বাগানের। মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক বলছেন, 'প্রশাসনের কাছে আমরা বাগান বাঁচাতে পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছি। প্রাথমিক পর্যায়ে বাগান পরিদর্শনে এসেছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। প্রশাসন এই পরিস্থিতিতে বাগানের পাশে না থাকলে বাগানটি আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।'

বীজ বিতরণ

শালকুমারহাট ও ফালাকাটা, ১৭ অক্টোবর : ৫ অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট এলাকায় ক্ষতি হয় চাষাবাদের। শিসামারা নদীর জলের সঙ্গে ভেসে আসে প্রচুর পরিমাণে ডলোমাইট মিশ্রিত পলি। এবার কৃষকদের সহযোগিতায় শুরু হল বিশেষ কর্মসূচি। শুক্রবার এলাকায় পৌঁছে চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্য কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রবীর হাজরা। শুক্রবার থেকে চাষিদের ফসলের বীজ দেওয়া শুরু হয়েছে। এদিন চারটি গ্রামের প্রায় ৩০০ চাষিকে ভুট্টা, সর্ষে, মশুর ডালের বীজ দেওয়া হয়েছে। ক্ষতি হলেও আপাতত বিনামূল্যে এই বীজ পেয়ে কিছুটা হলেও চাষিরা খুশি।

কৃষি দপ্তরের রাজ্য ডেপুটি ডিরেক্টর প্রবীর হাজরার কথায়, 'এদিন চাষিদের যার যা পছন্দ সেই শস্যবীজ দেওয়া হয়। সুপারি বাগান পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও সব সময় কৃষি দপ্তরের তরফে চাষিদের পরামর্শ দেওয়া হবে।'নতুনপাড়ার চাষি সহদেব বর্মন বলেন, 'ডলোমাইটের পলিতে ধান চাষের ক্ষতি হয়। এদিন মশুর ডালের বীজ নিয়েছি। চাষ করব।'

ফালাকাটা ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফে শুক্রবার তালুকেরটারি, আলিনগর এবং জয়চাঁদপুরে শস্যবীজ প্রদান করা হয়। তিন জায়গায় উপস্থিত ছিলেন কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক তানিয়া বক্সী, ব্লকের সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক কানাই রায়, ব্লক টেকনলজি ম্যানেজার রূপম দত্ত। ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস জানান, এদিন একশোজন চাষিকে মশুর ডালের বীজ দেওয়া হয়েছে।

টুকরো খবর

অভিযান

বীরপাড়া ও ফালাকাটা, ১৭ অক্টোবর : আবগারি দপ্তরের বীরপাড়া ও কালচিনি সার্কেল, বীরপাড়া প্রিভেন্টিভ ইউনিট এবং জয়গাঁ এক্সাইজ স্টেশনের কর্মীরা শুক্রবার সকাল ছয়টা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত ফালাকাটার একাধিক গ্রামে অভিযান চালান। নেতৃত্ব দেন বীরপাড়ার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি। খাউচাঁদপাড়া, ৮ মাইল, ৬ মাইল, পশ্চিম শালকুমার, বালাসন, প্রমোদনগর, গোকুলনগর ইত্যাদি এলাকা থেকে এদিন ২৬০ লিটার চোলাই, ৪৫০০ লিটার চোলাই তৈরির সামগ্রী নষ্ট করে ফেলা হয়। বাজেয়াপ্ত হয়েছে চোলাই তৈরির কাজে ব্যবহৃত বাসনপত্রও।

গন্ডার উদ্ধার

মাদারিহাট, ১৭ অক্টোবর : জলে ভেসে যাওয়া আরও একটি গন্ডার শুক্রবার উদ্ধার করা হল সেই কোচবিহারের পাতলাখাওয়া জঙ্গল থেকে। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানালেন, এই মর্দা গন্ডারটির বয়স ২৫ বছর। এত বড় গন্ডার আগে কখনও উদ্ধার করা হয়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। ঘুমপাড়ানি গুলি করে গন্ডারটিকে ধরার পর জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিক্ষোভ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় রহস্যমৃত্যু হয় সাদ্দাম আলি নামে এক তরুণের। শুক্রবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের লোক সহ ওই এলাকার স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই মৃত্যুর উপযুক্ত তদন্ত করতে হবে।

পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : শহরের বেহাল রাস্তাগুলির অবস্থান খতিয়ে দেখতে নবান্ন থেকে একটি বিশেষ টিম শুক্রবার শহরে আসে। টিমটির তরফে ১৭ নম্বর ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করে বিভিন্ন রাস্তায় গিয়ে মাপজোখ এবং ছবি তোলা হয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের মারফত রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে অভিযোগ এবং আবেদন জমা পড়েছিল।

শিবির

কালচিনি, ১৭ অক্টোবর : কালচিনিতে শুক্রবার স্থানীয় টোটোচালকদের নিয়ে বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরের টোটোচালকদের বলা হয়েছে অনলাইনে টোটোর রেজিস্ট্রেশন করাতে। এছাড়াও চালকদের বলা হয়েছে, মালপত্র ছাড়া অন্য পণ্য পরিবহণ যাতে না করা হয়।

উদ্বোধন

শামুকতলা, ১৭ অক্টোবর : মহাকালগুড়ি মিশন এলাকায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হল শুক্রবার। চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার ৪ ডেসিমাল জমিতে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। ছিলেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রমুখ।

বৈঠক

কালচিনি, ১৭ অক্টোবর : কালচিনি থানায় ছটপুজো নিয়ে শুক্রবার ছটপুজোর আয়োজক কমিটির প্রতিনিধিদের কমিটির সঙ্গে বৈঠক করল কালচিনি থানার পুলিশ। এদিন ওই কমিটির প্রতিনিধিদের পুলিশের তরফে নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে পুজোর আয়োজন করতে বলা হয়েছে।

অধরা অভিযুক্ত ঠিকাদার

পঞ্চায়েত সচিবকে মার, কর্মবিরতি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৭ অক্টোবর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব জয়দীপ বিশ্বাসকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার সুলেমান গনির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। সেদিন রাতেই অভিযুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মাদারিহাট থানায় এফআইআর করেন পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি রুসদাঁ। ক্ষুব্ধ পঞ্চায়েতকর্মীরা বৃহস্পতিবার কর্মবিরতি করেন। শুক্রবারও কর্মবিরতি চলেছে। এদিন কর্মীরা লিখিতভাবে পঞ্চায়েত প্রধানকে জানান, নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কাজ করবেন না। ফলে অচলাবস্থা রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতে। এদিন পঞ্চায়েত অফিসে নানা কাজে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে স্থানীয়দের।

পঞ্চায়েত প্রধান জানান, একটি কাজের জন্য অফিসে জমা দেওয়া সিকিউরিটি মানি ফেরত পাওয়ার কথা ওই ঠিকাদারের। টাকা ফেরতের জন্য আগেই এফটিও করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটির আইএফএসসি কোড সংক্রান্ত কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ফলে ঠিকাদার এবং পঞ্চায়েতকর্মী মিলিয়ে মোট ২৯ জনের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয়নি। এনিয়ে সচিব এবং ওই ঠিকাদারের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, সচিবের ওপর চড়াও হন ঠিকাদার সুলেমান। হাত, এমনকি চেয়ার দিয়েও তাঁকে আঘাত করা হয়। ভেঙে দেওয়া হয় একটি ল্যাপটপও। প্রহৃত সচিব এদিন বললেন, 'আমি ওখানে কাজ করতে যাব না।' সুলেমানকে একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন সুইচড অফ থাকায় বক্তব্য মেলেনি।

তবে ঠিকাদারের বাবা নুর হোসেন ছেলের নামে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি এদিন জানান, তাঁর ছেলে আরেকটি বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করেছে। ওই মামলা তোলা না হলে প্রাপ্য সিকিউরিটি মানি ফেরত দেওয়া হবে না বলে হুমকি দিয়েছিলেন সচিব, অভিযোগ তাঁর। তিনি বলেন, 'তর্কাতর্কির সময় সচিবই আমার ছেলেকে চেয়ার দিয়ে আঘাত করেন। আমার ছেলেকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল। মাদারিহাট থানা অভিযোগ রিসিভ না করায় ই-মেলে অভিযোগ জানিয়েছি সচিবের বিরুদ্ধে।'

ওই অফিসে ৫ জন স্থায়ী কর্মী সহ মোট ১৪ জন কর্মরত। ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রত্যেকেই। তাঁদের মধ্যে নির্মাণ সহায়ক মলয় চৌধুরী বলেন, 'আমরা বাইরে থেকে এসে কাজ করি। বুধবারের ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। নিরাপত্তা না থাকলে কাজ করব কী করে?' পঞ্চায়েত প্রধান বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিডিও এবং মাদারিহাট থানায় জানিয়েছেন। তবে ওই ঠিকাদারের আচরণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রধান বললেন, 'একদিকে পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে। অন্যদিকে, পরিষেবা না পেয়েই ফিরে যেতে হচ্ছে স্থানীয়দের।'

এদিন ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড আপডেট করতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ পঞ্চায়েত অফিসে অপেক্ষা করেন দলদলির বন্ধন ওরাওঁ, রেশমা মিঞ্জরা। পরে সবাইকেই ফিরে যেতে হয়। তারপর পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার ফোন না ধরায় তাঁর মন্তব্য জানা যায়নি।

প্রধানের চেম্বারে রাঙ্গালিবাজনা পঞ্চায়েতের কর্মীরা। শুক্রবার।

নেপথ্যের গল্প

- পঞ্চায়েতের একটি কাজের জন্য দেওয়া সিকিউরিটি মানি ফেরত পাওয়ার কথা ঠিকাদারের
- ব্যাংকের সমস্যায় সেই টাকা জমা পড়েনি তাঁর অ্যাকাউন্টে
- বুধবার এ নিয়ে বচসা শুরু হয় পঞ্চায়েত সচিব এবং ঠিকাদারের মধ্যে

বারবিশা পুলিশ ফাঁড়ির কালীমূর্তি।

ফাঁড়িপাড়ায় শ্যামা আরাধনার দায়িত্বে মহিলারা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৭ অক্টোবর : উমার পর এবার শ্যামার আগমনের পালা। এখন জোরকদমে চলছে শ্যামাপুজোর প্রস্তুতি। বারবিশা পুলিশ ফাঁড়িপাড়ার কালীপুজোকে ঘিরে চলছে তোড়জোড়। স্থানীয় মহিলারা এই পুজোর দায়িত্ব সামলান। তাঁদের এই পুজো এবছর পঞ্চম বর্ষে পা ফেলতে চলেছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় বারবিশা পুলিশ ফাঁড়িতে ২০২১ সালে মন্দির স্থাপন এবং ২০২৪ সালে পাথরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বারবিশা পুলিশ ফাঁড়িতে ঢোকার মুখে উত্তর দিকে রয়েছে এই স্থায়ী কালী মন্দির। এই মন্দিরে নিত্যপুজোর পাশাপাশি ধুমধাম করে বাৎসরিক পুজোর আয়োজনে মেতে ওঠেন পাড়ার স্বপ্না পাল, মৌ পালরা।

উদ্যোক্তারা জানান, মানসিক প্রশান্তি পেতেই তাঁরা এই আরাধনা শুরু করেছিলেন। পুজো উদ্যোক্তা মাধবী দাস সরকার বলেন, 'আমাদের পুজোয় জাঁকজমক বা আড়ম্বর নেই। নিয়মনিষ্ঠাই এই পুজোর মূল বৈশিষ্ট্য। পুজোর সব আয়োজন নিজেদের হাতে করতে ভালো লাগে। পুজোর জোগাড় করার সময় আমি মানসিক তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করি।' তিনি জানান, পথচলতি সাধারণ মানুষ এবং দর্শনার্থীদের খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয়।

সিভিক ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রীতিনীতি মেনে শ্যামা মায়ের পুজো করেন উজ্জ্বল চক্রবর্তী। স্থায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে নিত্যপুজোর সঙ্গে তিনি যুক্ত। প্রতি অমাবস্যায় তিনি মায়ের পুজো করেন এবং ভোগ নিবেদন করেন। এবছর কালীপুজোয় চিত্তরঞ্জনপল্লির বাসিন্দা আলপনা চক্রবর্তীকে ভোগ রান্নার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুজোর পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

পুজোর কথাপ্রসঙ্গে সুস্মিতা দাস জানান, ঘর ও বাইরের কাজ সামলে সাধ্যমতো এই পুজোয় কাজ করি।

> আমাদের পুজোয় জাঁকজমক বা আড়ম্বর নেই। নিয়মনিষ্ঠাই এই পুজোর মূল বৈশিষ্ট্য। পুজোর সব আয়োজন নিজেদের হাতে করতে ভালো লাগে। পুজোর জোগাড় করার সময় আমি মানসিক তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করি।
>
> **মাধবী দাস সরকার**
> *উদ্যোক্তা*

পুজোর দিন পাড়ার অন্যদের সঙ্গে উপোস থেকে অঞ্জলি দিতে ভালো লাগে। পুজোর পর সবাই মিলে একসঙ্গে বসে প্রসাদ খেতেও ভালো লাগে। একই কথা জানান গীতাঞ্জলি সরকার, ঝুনু রায়।

দুর্গাপুজোয় কাজের চাপ অনেকটাই বেশি থাকে। কালীপুজোয় সেই চাপ একটু কম থাকে। ফলে নিজের পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে কালীপুজোয় আনন্দ ভাগ করে নিতে ভালো লাগে বলে জানান সিভিক ভলান্টিয়ার অণিমা রায়, অলোকা বর্মনরা। উদ্যোক্তারা জানান, প্রতিবছরের মতো এবছরও পুজোমণ্ডপের সামনে মিউজিক্যাল চেয়ার, আরতি, মোমবাতি জ্বালানো, শাঁখ বাজানো ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হবে।

দুর্গতদের সাহায্য

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আগে বন্ধ হয়েছে কালচিনির চিনচুলা চা বাগান। শুক্রবার দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে বাগানের আউট ডিভিশন গাঙ্গুটিয়া বাগানে প্রায় ১০০ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনপাড়া গ্রামে এসএফআইয়ের উদ্যোগে শুক্রবার স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের জলদাপাড়ায় বাসিন্দাদের ডিম খাওয়ানো হয়। ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন হাজার ডিম সেদ্ধ করে স্থানীয়দের দেওয়া হয়।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

কালচিনি, ১৭ অক্টোবর : এক রাতে দুই তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। বৃহস্পতিবার রাতে রাজাভাতখাওয়ার তরুণী নেবি ওরাওঁকে তাঁর ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান প্রতিবেশীরা। নেবিকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে কালচিনির গোরে লাইনে। মৃতের নাম লক্ষ্মী খাখা। কয়েক বছর আগে তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি বাবার বাড়িতে দুই সন্তান নিয়ে থাকতেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা।

মাইকে প্রচার

শালকুমারহাট, ১৭ অক্টোবর : জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের তরফে শুক্রবার শালকুমারহাটের নতুনপাড়া গ্রামে মাইকিং করা হয়। বৃহস্পতিবার এই গ্রামেরই বাসিন্দা সুদাস রায়কে জঙ্গলের সীমানায় চিতাবাঘ আক্রমণ করে। বন দপ্তর জানিয়েছে, সম্প্রতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কিছু বন্যপ্রাণী লোকালয়ের দিকে চলে আসে। তাই এখন কোনওভাবেই জঙ্গলে ঢোকা যাবে না। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কোথাও বন্যপ্রাণী দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে হবে বন দপ্তরকে।

রাস্তার শিলান্যাস

কুমারগ্রাম, ১৭ অক্টোবর : কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ চা বাগানে পুজো দিয়ে শুক্রবার নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার শিলান্যাস করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। সঙ্গে ছিলেন বাগানের ম্যানেজার উত্তম বৈষ্ণব। প্রকাশ জানালেন, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর এবং অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সংকোশ চা বাগান কারখানা থেকে ফাগুডোবা পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হচ্ছে। এই কাজের জন্য মোট ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পাঠার বদলে জোড়া ডাব বলি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৭ অক্টোবর : ভারত ভূখণ্ডের একেবারে শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দিরটায় একসময় কালীপুজোর রাতে ডজন ডজন পাঁঠাবলি হত। তবে মন্দিরের পরিচালকরা এই নিয়মে পরিবর্তন এনেছেন। গত ৭ বছর ধরে বীরপাড়া থানার মাকড়াপাড়া কালী মন্দিরে মহাশক্তির আরাধনায় পাঁঠার পরিবর্তে জোড়া ডাব বলি দেওয়া হয়। বাৎসরিক পুজো ঘিরে এখন ওই মন্দিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। এই পুজোর এবার ৭৫তম বর্ষ।

পাহাড়ের পাদদেশে একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে মন্দিরটা। ব্রিটিশ আমলে সমতলে হাটখোলা লাইনে (অধুনা কালীবাড়ি লাইন) বট গাছের তলায় ছিল টিনের একচালা মন্দির। কিন্তু হাতির হানায় প্রায়ই মন্দিরটি তছনছ হত। হাতির হানায় ভাঙত প্রতিমাও। শোনা যায়, বাগানের তৎকালীন ম্যানেজারকে দেবী স্বপ্নাদেশ দেন, ভালো জায়গায় শক্তপোক্ত মন্দির তৈরি করে দিতে। এরপর চা বাগান কর্তৃপক্ষ ১৯৫০ সালে সমতল থেকে কিছুটা দূরে পাহাড়ের ওপর মন্দির তৈরি করে দেন। পুরোহিত সন্দীপ চক্রবর্তীর কথায়, 'মাকড়াপাড়ায় কালীপুজো কোন সালে শুরু হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে, সেটা ছিল ব্রিটিশ জমানা। কিন্তু নতুন জায়গায় মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাৎসরিক পুজোর বর্ষ হিসেব করা হয়। ওই হিসেব অনুযায়ী, এবার পুজোর ৭৫তম বছর।'

নয়া মন্দিরের প্রথম পুরোহিত হন প্রয়াত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী। ২০১০ সাল থেকে এই মন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছেন বিশ্বেশ্বরের নাতি সন্দীপ। মাকড়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার দীপেশ করণ বলেন, 'এখনও চা বাগান কর্তৃপক্ষ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করে। এছাড়া স্থানীয়দের নিয়ে তৈরি কমিটি পুজো পরিচালনা সহ মন্দির দেখভালও করে। পুজোর ৭৫তম বছরে জাঁকজমক সহকারে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।'

মাকড়াপাড়া কালী মন্দির যুব কমিটির সভাপতি কিশোর কুর্মি বলেন, 'আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে পরোপকারী সংঘ নামে একটি সামাজিক সংগঠন। এবার আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করব।'

মাকড়াপাড়ার এই মন্দিরের দেবী খুব জাগ্রত বলে বিশ্বাস ভক্তদের। দূরদূরান্ত থেকে মাকড়াপাড়ায় পুজো দিতে আসেন অনেকেই। হেমা মালিনী থেকে শুরু করে ভোজপুরি ও তামিল চলচ্চিত্রাভিনেতা পঙ্কজ কেশরী, নেপালি সিনেমার ডিরেক্টর তুলসী ঘিমিরেরা এই মন্দিরে পুজো দিয়ে গিয়েছেন। গোমটু ভুটানে ঢোকার গেটের কাছে ওই মন্দিরটি এখন রং করে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। কালীপুজোর দিন এই মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ঢল নামবে। এই বছর পুজো উপলক্ষ্যে মন্দিরে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হবে। কোচবিহারের বাসিন্দা দুই ভক্ত আলোকসজ্জার ব্যয়ভার বহন করছেন বলে মন্দিরের পুরোহিত জানিয়েছেন।

ভুটান সীমান্তে মাকড়াপাড়া কালী মন্দির।

হেঁটেই জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে যাচ্ছেন পর্যটকরা। শুক্রবার।

জলদাপাড়া লজের পথে গাড়ি বন্ধ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৭ অক্টোবর : হলং নদীর ডাইভারশন দিয়ে পর্যটকদের তিন বা তার বেশি চাকাবিশিষ্ট যানবাহন নিয়ে চলাচল নিষিদ্ধ, শুক্রবার জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজারকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ঝা। তবে বাইকের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। বাধা নেই বন দপ্তরের গাড়ি চলাচলে।

এদিকে ওই চিঠি পেয়েই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহা। তাঁর বক্তব্য, ‘লজে প্রায়ই ভিভিআইপিরা আসছেন। পর্যটকদের নদীর পাড়ে গাড়ি রেখে প্রায় ৪০০ মিটার পায়ে হেঁটে লাগেজ টেনে আনতে হবে।’ তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়েছেন বলেও জানান।

নিরঞ্জন আরও জানান, বর্তমানে সাময়িকভাবে পর্যটকদের আনাগোনা বন্ধ থাকলেও আগামী সপ্তাহ থেকে ভিড় বাড়বে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘বয়স্ক পর্যটকদের কী হবে? তখন আমাদের কথা শুনতে হবে। আর কবে ভেঙে যাওয়া ব্রিজ তৈরি হবে সেটাও বলা মুশকিল। বন দপ্তরের গাড়ির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নেই।’

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত যদিও বলছেন, ‘বন দপ্তরের প্রতিটি কাজ জরুরি পরিষেবার মধ্যে পড়ে। বন্যপ্রাণীদের রক্ষার জন্য প্রাণী চিকিৎসক থেকে শুরু করে অন্য স্টাফদের গাড়ি ছাড়া যাতায়াত সম্ভব নয়। আর ওই ডাইভারশনটি মজবুতভাবে তৈরি করা যায়নি। তবে ট্যুরিস্ট লজের ক্ষেত্রে জরুরি পরিষেবার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল যাতায়াত করতে পারবে। বাইক চলাচলে নিষেধ নেই।’ তবে ভিভিআইপিদের ওই নিয়ম মেনে চলতে হবে বলে তিনি জানিয়ে দেন।

> ডাইভারশনটি মজবুতভাবে তৈরি করা যায়নি। তবে ট্যুরিস্ট লজের ক্ষেত্রে জরুরি পরিষেবার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল যাতায়াত করতে পারবে। বাইক চলাচলে নিষেধ নেই।
>
> **নবিকান্ত ঝা**, *সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান*

হলং নদীর ডাইভারশনের ওপারে রয়েছে জলদাপাড়া কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিট বুকিং কাউন্টার। আগামী সপ্তাহ থেকে সাফারি চালু হতে পারে বলে সূত্রের খবর। কিন্তু গাড়ি চলাচল বন্ধ হলে, বয়স্ক পর্যটকদের সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া বসার কোনও ব্যবস্থা নেই। নদীর ওপর আদৌ কবে ব্রিজ তৈরি হবে তা এখনই কেউ বলতে পারছেন না।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি

জটেশ্বর, ১৭ অক্টোবর : খাবারের লোভ দেখিয়ে দোকানে ডেকে নাবালিকার শ্লীলতাহানি। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযুক্ত ব্যক্তি নাবালিকার জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ। নাবালিকা চিৎকার শুরু করলে সে দোকান ছেড়ে পালিয়ে যায়। আশপাশের মানুষ ছুটে এলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। নাবালিকার মা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি জগজ্জ্যোতি রায় জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

বাজিমেলা শুরু

জয়গাঁ, ১৭ অক্টোবর : ভুটান সীমান্ত শহর জয়গাঁ গোপীমোহন ময়দানে প্রতিবছরের মতো এবছরও বসেছে বাজিমেলা। শুক্রবার বাজিমেলায় নিত্যনতুন বাজি নিয়ে হাজির হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এবছর সেখানে বারোটি স্টল বসেছে।

বাজি ব্যবসায়ী লালবাবু জয়সওয়াল বলেন, ‘সাইরেন চরকি, প্যারাশুট বাজি, তুবড়ি, এছাড়া আরও আকর্ষণীয় বাজি এসেছে।’ এদিন উদ্বোধন হতেই বাজিমেলায় ভিড় করেছেন ক্রেতারা। সবুজ বাতিরও চাহিদা রয়েছে।

১৫ দফা দাবি

বীরপাড়া, ১৭ অক্টোবর : বীরপাড়ায় যানজট কমাতে আরওবি তৈরি সহ ১৫ দফা দাবিতে শুক্রবার মাদারিহাটের বিডিওকে স্মারকলিপি দিল সিপিএমের মাদারিহাট এরিয়া কমিটি। পাশপাশি বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং কারবার বন্ধ করে সেটি অন্যত্র স্থানান্তরের দাবি তুললেন সংগঠনের সদস্যরা। অন্যদিকে, এসআইআর হলে যাতে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে অনুরোধ জানানো হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস

ফালাকাটা, ১৭ অক্টোবর : সিপিএমের ফালাকাটা এরিয়া কমিটির অফিসে শুক্রবার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ১০৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। দলের নেতা ও কর্মীদের উপস্থিতিতে নিতাই পাল পতাকা উত্তোলন করেন।

ফালাকাটায় চাঁদার জুলুম, ধৃত

ফালাকাটা, ১৭ অক্টোবর : এর আগে দুর্গাপুজোর সময় চাঁদা নিয়ে জোরজুলুমের অভিযোগ উঠেছিল। পুলিশের সতর্কতা সত্ত্বেও পরিস্থিতি যে বদলায়নি, তা বোঝা গেল কালীপুজো এগিয়ে আসতেই। জোর করে কালীপুজোর চাঁদা তোলার অভিযোগে বৃহস্পতিবার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ফালাকাটা থানার পুলিশ। যদিও পরে তাঁকে সতর্ক করে ব্যক্তিগত বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়। চাঁদার জুলুমবাজি রুখতে শুক্রবার সকালে বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক করেছে পুলিশ। এই বৈঠকেও এলাকার ক্লাবকর্তাদের চাঁদার জুলুম নিয়ে সতর্ক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের একটি কালীপুজো কমিটির এক সদস্য এক ব্যক্তির থেকে জোরজবরদস্তি চাঁদা চান। চাহিদামতো চাঁদা না মেলায় কমিটির এক তরুণ তাঁকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। ওই ব্যক্তি পুজো কমিটির নামে থানায় অভিযোগ করেন। এর পরেই পুলিশ পুজো কমিটির এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তি ফালাকাটা শহরের যে কালীপুজো কমিটির সদস্য, ওই ক্লাবের এক কর্তা অবশ্য সরাসরি চাঁদার জুলুমের অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, ‘একটি ভুল বোঝাবুঝি থেকে চাঁদা নিয়ে সামান্য সমস্যা হয়েছিল। আমরাও সদস্যকে বুঝিয়েছি। বিষয়টি সেখানেই মিটে গিয়েছে।’

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা দুর্গাপুজোর সময় থেকেই বলেছি, চাঁদার জুলুমবাজি কোনও মতেই মানা হবে না। সামান্য অভিযোগ পেলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এদিনের বৈঠকে স্পষ্ট বলা হয় চাঁদার জুলুমের অভিযোগ উঠলেই পুজোর অনুমোদন বাতিলের পাশাপাশি অন্য আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। এদিন পুলিশ জানিয়েছে, ক্লাবগুলিকে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি শহরের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নজর রাখা হবে কেউ যাতে ব্যবসায়ীদের উপর চাঁদার জুলুম না করেন।

এর আগে দুর্গাপুজোর সময়ও ২ মাইল এলাকার একটি ক্লাবের বিরুদ্ধে চাঁদা আদায় এবং জোর করে জমি দখল করে রাখার অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় ৩ জনের নামে থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেয়। ওই ঘটনার পরে পুলিশ সব ক্লাবদের নিয়ে বৈঠক করলেও কালীপুজোতে ফের চাঁদার জুলুমবাজির অভিযোগ ওঠায় চিন্তায় শহরবাসীর একাংশ।

ছবি : এআই

> আমরা দুর্গাপুজোর সময় থেকেই বলেছি, চাঁদার জুলুমবাজি কোনওমতেই মানা হবে না। সামান্য অভিযোগ পেলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **অভিষেক ভট্টাচার্য**, *আইসি, ফালাকাটা থানা*

আতঙ্কে শহরবাসী

- দুর্গাপুজোর সময়ও ২ মাইল এলাকার একটি ক্লাবের বিরুদ্ধে চাঁদা আদায় এবং জোর করে জমি দখল করে রাখার অভিযোগ উঠেছিল
- সেই সময় ৩ জনের নামে থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেয়
- কালীপুজোর আগে ফের একই অভিযোগ শহরে
- অভিযোগ পেলেই কঠোর ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন

লোন নিতে গিয়ে ‘প্রতারণা’র শিকার

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৭ অক্টোবর : ব্যাংকে লোন নিতে গিয়ে দুই লক্ষ টাকা প্রতারণার শিকার হন এক গ্রাহক। কামাখ্যাগুড়িতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দুই ম্যানেজার এবং এক এজেন্টের নামে গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শুক্রবার অভিযুক্ত এজেন্ট গোপাল দেবনাথকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেন, ‘ব্যাংকের লোন নিতে গিয়ে প্রতারিত হওয়ার ঘটনায় আমাদের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মধ্য পারোকাটার এক বাসিন্দা সুমন দেবনাথ। আমরা এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছি। তদন্ত চলছে। দুই ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

> ব্যাংকের লোন নিতে গিয়ে প্রতারিত হওয়ার ঘটনায় আমাদের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মধ্য পারোকাটার এক বাসিন্দা সুমন দেবনাথ। আমরা এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছি।
>
> **সঞ্জীব মোদক**, *ওসি, শামুকতলা রোড ফাঁড়ি*

প্রতারিত সুমনের কাপড়ের একটি ছোট ব্যবসা রয়েছে। সেই ব্যবসার উন্নতির জন্য তিনি দুই বছর আগে এমএসএমই’র প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর প্রকল্পের (পিএমইজিপি) আওতায় ১০ লক্ষ টাকা লোনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কামাখ্যাগুড়ি শাখায় আবেদন করেন। সেসময় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলেন অসীম পাল।

সুমনের কথায়, ‘ম্যানেজার আমাকে লোনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে গোপাল দেবনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। গোপাল আমার থেকে দুই ধাপে টাকা নেন। মাঝে লাইফ ইনসুরেন্সও করিয়ে নেন ম্যানেজার। কিন্তু লোন দেওয়া হয় না।’

পরের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পাশাং তামাং জানান, লোনের টাকা গোপাল দেবেন। কিন্তু সেই লোনের ২ লক্ষ টাকা এখনও হাতে পাননি সুমন। ম্যানেজার অসীম পালও এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি।

বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কালচিনি, ১৭ অক্টোবর : একাধিক দাবিতে শুক্রবার কালচিনির আটিয়াবাড়ি চা বাগানের বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনের শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের অভিযোগ, ওই ডিভিশনের শ্রমিক পরিবারের শিশুদের দেখাশোনার জন্য যে ক্রেশ রয়েছে সেখানে দুজন কর্মীর থাকার কথা থাকলেও বাগান কর্তৃপক্ষ মাত্র একজন কর্মীকে দায়িত্বে রেখেছে। ১০-১২ জন শিশুকে একজন কর্মীর পক্ষে দেখভাল করা সম্ভব নয়। অন্তত দুজনকে রাখার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

ওই ক্রেশে বৃহস্পতিবার এক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এরপর থেকেই ক্রেশে দুজন কর্মী নিয়োগের দাবি আরও জোরদার হয়। এদিন সকালে শ্রমিকরা যে পরিমাণ চা পাতা তুলেছিলেন তা ওজন করাননি। আউট ডিভিশনের কার্যালয়ে চা পাতা জমা রেখে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি ছিল যে, মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের এখানে এসে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিতে হবে। কিন্তু বিক্ষোভের খবর পেয়েও কেউ আসেননি। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান কমিটির সম্পাদক রাজ দেব বলেন, ‘আমরা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার দাবি জানিয়েছি। কিন্তু এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিক বা শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা করেনি।’ এছাড়াও শ্রমিকদের অভিযোগ, বাগানে ১২০ জন সাব-স্টাফ, সরদার পদের কর্মী থাকার কথা। সেখানে ৭০ জন সাব-স্টাফ ও সরদার পদের কর্মী রয়েছেন।

বাগান মালিকপক্ষের সংগঠন ডিবিআইটিএ-র যুগ্ম সচিব সুভাশিস মুখোপাধ্যায় জানান, চা বাগান চালানোর জন্য অধিক সংখ্যক কর্মী সব জায়গায় নিয়োগ করা সম্ভব নয়। মালিকপক্ষ সঠিকভাবেই বাগান পরিচালনা করছে বলে তাঁর দাবি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৮ সংখ্যা, শনিবার, ৩১ আশ্বিন ১৪৩২

ছন্নছাড়া মহাজোট

বিহারে বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছে এনডিএ। আসন বণ্টন নিয়ে শরিকি অসন্তোষ থাকলেও রাজ্যের সমস্ত আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে শাসক শিবির। লক্ষ্য, যেনতেনপ্রকারেণ বিহারে আবার এনডিএ-র সরকার তৈরি করা। আরজেডি, কংগ্রেস ও বামেদের মহাজোটও বিহারে পালাবদল ঘটাতে মরিয়া। কিন্তু প্রথম দফা ভোটের আগে মহাজোটের ছন্নছাড়া অবস্থায় বিরোধী শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের আত্মবিশ্বাস টলে যেতে পারে।

বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ৬ নভেম্বর ১২১টিতে নির্বাচন। ১১ নভেম্বর বাকি ১২২টিতে ভোট। অথচ বিরোধীদের মনোভাব দেখলে মনে হবে, নির্বাচনের হয়তো এখনও অনেক দেরি। প্রথম দফার মনোনয়নপত্র পেশের শেষ দিনের আগেও আসন বণ্টন নিয়ে টালবাহানায় মহাজোটের দৈন্যদশা প্রকট। কোন দল কত আসনে প্রার্থী দেবে, সেটা ঠিক করতে মহাজোটের শরিকদের সময়ের অপচয় দেখে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

মহাজোটের দুই প্রধান শরিক আরজেডি এবং কংগ্রেস বিহারে নিজেদের সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অথচ সেসব ভুলে তারা আসন নিয়ে দড়ি টানাটানিতে নেমেছে। গত অগাস্টে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা করেছিল মহাজোট। তাতে আরজেডি, বাম সহ মহাজোটের সমস্ত শরিক শামিল হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির সাংঘাতিক অভিযোগকে সামনে রেখে রাহুলের ওই অধিকার যাত্রা বিহারে বিপুল সাড়া ফেলেছিল সন্দেহ নেই।

ভোট চুরির অভিযোগ না মানলেও রাহুল-তেজস্বীকে জুতসই জবাব দিতে একের পর এক জনপ্রিয় কর্মসূচি ঘোষণার পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনায় বিহারে ২৫ লক্ষ মহিলাকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আরও কয়েকটি জনপ্রিয় প্রকল্প ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্দেশ্য, ভোট চুরি, অনুন্নয়ন, লাগামছাড়া দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা, কাজের সুযোগের অভাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে ভোটারদের নজর ঘোরানো। মহাজোটের হাতে বিহারবাসীর মন জেতার যাবতীয় রসদ মজুত থাকা সত্ত্বেও ভয়াবহ অহংবোধ, একগুঁয়েমি, আসন রফায় বিলম্ব তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করছে।

কংগ্রেস কিছুতেই ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না। বিহারে কংগ্রেসের আম-ছালা অনেক দিন আগেই হাতছাড়া হয়েছে। রাহুলের নেতৃত্বে সেই দৈন্যদশা সামান্য কাটিয়ে উঠলেও পুরোনো জমিদারি মেজাজ যায়নি। তাই বারবার ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও পুরোনো অবস্থান ছাড়তে পারছে না কংগ্রেস। অপরদিকে, আরজেডি'র আচার-আচরণ সবসময় বড় শরিকের মতো থাকছে না।

জোটধর্ম মানতে হলে অনেক ক্ষেত্রে সুর নরম করতে হয়। কিন্তু বিহারে মহাজোটের বড়, ছোট, মেজো, সেজো- কোনও শরিকই সুর নরম করতে রাজি নয়। তাই এতদিন বিহারে পরিবর্তনের স্বপ্ন তুলে ধরে এখন ভোটের ঠিক আগে মহাজোট যেন খেই হারিয়ে ফেলছে। ম্যাচ খেলতে নামার আগেই গা-ছাড়া মনোভাব জাঁকিয়ে বসেছে। অথচ শুধু সমাজমাধ্যমে হইচই করলেই বিজেপি-জেডিইউয়ের মতো শক্তিকে হারানো বিহারের মাটিতে সম্ভব নয়।

বিহারে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠলেও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। সেটা বিজেপিও জানে। তাই তাঁকে সামনে রেখেই ভোটযুদ্ধে নেমেছে এনডিএ। তাঁর দাবি মেনে বিজেপি ও জেডিইউ সমসংখ্যক আসনে লড়ছে। চিরাগ পাসোয়ান, জিতনরাম মাঝি, উপেন্দ্র কুশওয়াহারা অতিরিক্ত আসন চেয়ে বারবার দরবার করলেও শেষমেশ তাঁদের দাবিকে একপ্রকার উপেক্ষাই করা হয়েছে।

প্রায় ২০ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকলেও এবং বারবার শিবির বদলালেও নীতীশ বিহারে এখনও বিশেষ করে মহিলাদের কাছে সুশাসনবাবু হিসেবে পরিচিত। এমন শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে মহাজোটের আরও বেশি বিচক্ষণতা এবং সূক্ষ্ম কূটবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। তা না করে আসন নিয়ে দ্বন্দ্বে নিজেদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলছে আরজেডি, কংগ্রেস।

অমৃতধারা

'এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।' এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

বলো কোথায় আলো, কোথায় কালো

কালীপুজোর আবহে নারী সুরক্ষার প্রশ্ন ফিরল। ফিরল স্বাধীনতা-স্বেচ্ছাচারিতার ফারাকের প্রশ্ন।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

চুরাশি বছরের অনাদিবেন মফতভাই প্যাটেলকে থামানো যাচ্ছে না এখন। একজন মা, মাসি বা ঠাকুমা হিসেবেই হয়তো কথাগুলো বলছেন তিনি। তবে যা বলছেন, তা নিয়েই বড়সড়ো বিতর্ক হচ্ছে। হতে বাধ্য।

অনাদিবেনের পরিচয়টা আগে দিয়ে রাখা ভালো। নরেন্দ্র মোদির পরে তিনিই হন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। ৭৫ বছর হয়ে গিয়েছিল বলে নিজেই দায়িত্ব ছেড়ে দেন। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় হয়ে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল করে তাঁকে পাঠায় বিজেপি। সরোজিনী নাইডুর পরে উত্তরপ্রদেশের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল অনাদিবেন। তাঁর আগে কেউই এতদিন রাজ্যপাল থাকেননি সে রাজ্যে।

ভদ্রমহিলা প্রথমে বালিয়ায় বোমা ফাটিয়েছিলেন। পরে বারাণসীতে বোমা। তারপর আলিগড়ে। শেষ পাঁচদিনে দু'বার।

বারাণসীতে তিনি মেয়েদের লিভ ইন সম্পর্কে যাওয়ার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন, 'কখনও লিভ ইন সম্পর্কে থেকো না। এই সম্পর্ক থেকে দূরে থেকো। নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত খুব সযত্নে নাও। মনে রেখো কীভাবে মেয়েদের ৫০ টুকরো করে দেওয়া হয়েছিল।'

দু'দিন পরে আলিগড়ে যেটা বলেছেন, তা আসলে লাভ জিহাদের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হওয়া! তাঁর মন্তব্য, 'অনেক সময় অনেক লোক নাম বদলে তোমাদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তারপরে কাজ হাসিল করে তোমাদের রাস্তায় ফেলে চলে যাবে।'

লিভ ইন সম্পর্কের বিরুদ্ধে অনাদিবেনের তোপ দাগা প্রথম নয়। এর আগে বালিয়াতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই বলেছিলেন, 'লিভ ইন সম্পর্কের কী পরিণতি, তা এখন অনাথ আশ্রমে গেলেই বোঝা যায়। অনেক পনেরো থেকে কুড়ি বছর বয়সি মেয়েকে দেখা যাবে এক বছরের শিশু কোলে দাঁড়িয়ে।'

আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন আগেই মেয়েদের বেশি রাতে বাইরে থাকা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। দুর্গাপুরের মেডিকেল কলেজের ধর্ষিতা ছাত্রী সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাত সাড়ে বারোটার পরেও কেন মেয়েটি বাইরে ছিল?

অনাদিবেন এবং মমতা, একজন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কোথাও অনেকটা মিল রয়েছে, আবার কোথাও প্রচুর অমিল। মমতা লিভ ইন বা লাভ জিহাদের দিকে কোনওদিনই যাননি, এবারও নয়। দুজনের বক্তব্যে মিল মেয়েদের সতর্ক করার ক্ষেত্রে।

মমতা যে প্রশ্নটা তুলেছেন, তার দুটো দিক আছে। দীর্ঘ মন্তব্যে তিনি বলেছিলেন, 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলির উচিত পড়ুয়াদের, বিশেষত ছোট মেয়েদের রাতে বাইরে বেরোতে না দেওয়া। তাদের নিজেদেরও সুরক্ষিত থাকতে হবে।' তাঁর পরবর্তী মন্তব্যে ছিল আক্ষেপেরই সুর, 'বিভিন্ন রাজ্যের যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পড়তে আসেন, তাঁদেরও আমি অনুরোধ করব, রাত্রিবেলা না বেরোতে। কারণ, পুলিশ তো জানতে পারে না, কে কখন রাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজেরও একটা দায়িত্ব আছে। পুলিশ তো বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে না। কেউ যদি রাত সাড়ে ১২টায় বেরিয়ে কোথাও যায়... ঘটনাটা নিন্দনীয়। আমি ঘটনাটাকে সমর্থন করছি না। যে যেখানে খুশি যেতে পারে। সেটা তার অধিকার। কিন্তু যারা হস্টেলে থাকে, তাদের একটা নিয়ম আছে।'

এক যুগ আগে অনেকটা একইরকমভাবে সেই প্রশ্নটা তোলা হয়েছিল রাজধানীতে এক প্যারামেডিকেল ছাত্রী ধর্ষিত হওয়ার সময়। কেন মেয়েটি পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এত রাতে বেরিয়েছিল?

মেয়ে হলেই যে সে রাতে বেরোতে পারবে না, এ তো কখনও হতে পারে না। এই আকাশ তার, এই বাতাস তার, এই মাটিও তার। তার সমবয়সি কোনও ছেলে যদি রাতে বেরোতে পারে, মেয়েটিরও পারা উচিত। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীদের উচিত এদের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। একেবারে চিরাচরিত মা-ঠাকুমার মতো কথা না বলে সেই কাজটাই করা বেশি জরুরি।

অবশ্যই তার পরেও থেকে যাচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্ন। মমতা যে কথাটা বলেছেন, সেটা কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন, তা দেখলে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। একজন তরুণী যদি সন্ধের পরে নিরাপত্তা খতিয়ে না দেখে তাঁর বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে জঙ্গলে চলে যান, তা হলে কি পুলিশের দায়িত্ব সেখানেও তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া? সব দেশের পরিস্থিতি যেমন সমান হয় না, সব শহর বা গ্রামেরও পরিস্থিতি এক হতে পারে না। কমবয়সি মেয়েদের এই পরিস্থিতিও বোঝা দরকার। রাজধানী নয়াদিল্লির রাজপথে যা চলতে পারে, দুর্গাপুরের জঙ্গলে সেই নীতি খাটবে না। অনাদিবেনও একই ধরনের কথা বলেছেন, 'মেয়েদের নিজের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি সতর্ক থাকা উচিত।'

এ কথা পরিষ্কার, অনাদিবেনের কথাবার্তার মধ্যে ফুটে উঠেছে বিজেপির লাইনের কিছু পর্যবেক্ষণ। সামাজিক বিয়েতেই জোর এবং লাভ জিহাদের বিপক্ষে জিহাদ ঘোষণা। এ সব তো যোগী-রাজ্যে বিজেপি নেতাদের মুখেই শুনে থাকি আমরা।

অনাদিবেন তো নিছক একজন মা-ঠাকুমা নন, গুজরাটের শিক্ষামন্ত্রীও ছিলেন একটা সময়। শিক্ষক হিসেবে সর্দার সরোবর বাঁধে স্কুল পিকনিকে গিয়ে নর্মদা নদীর জলে ভেসে যাওয়া দুই ছাত্রীকে বাঁচিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিজেপির কেশুভাই প্যাটেল ও নরেন্দ্র মোদি তখনই তাঁকে বিজেপিতে আসার প্রস্তাব দেন।

শুধু উচ্চশিক্ষা নেব, এই জেদ থেকে অনাদিবেন এমন এক স্কুলে ভর্তি হন, যেখানে মাত্র তিনজন ছাত্রী। শিক্ষামন্ত্রী থাকার সময় তিনি গুজরাটে এক প্রকল্প নিয়েছিলেন, যাতে স্কুলে ভর্তির সংখ্যা একশো শতাংশ বেড়ে যায়। যা রাজ্যে এখনও রেকর্ড। তিনি লাভ জিহাদ বা লিভ ইন সংক্রান্ত এসব কথা কী করে বলছেন, প্রশ্ন থাকবে।

মেয়েদের সচেতন করার ভাষায় মিশে থাকছে তাদের পায়ে শৃঙ্খল পরানোর ভাবনা। যা উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটের গ্রামীণ ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। মিলে যায় বিজেপির ভাবনার সঙ্গেও। কিন্তু অনাদিবেন যখন বলেন, 'অভিভাবকরা মেয়েরা রাত আটটার পরে বাড়ি ঢুকলেই প্রশ্ন করেন। অথচ ছেলেরা রাত বারোটার সময় বাড়ি ফিরলেও প্রশ্ন করেন না। এই মানসিকতা পালটানো দরকার।' তখন সেই কথাটা ফেলে দেওয়া যায় না।

কালীপুজোর কথা ভেবে ইতিমধ্যেই আলোয় আলোয় সাজতে শুরু করে দিয়েছে গোটা দেশ। দীপাবলি তো দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব। অথচ দেখুন এতদিনেও আমরা মেয়েদের জন্য রাতে আলো জ্বেলে রাখতে পারিনি। রাতের আকাশ দিয়ে এখন উড়ে গেলে ভারতের মানচিত্রে চোখে পড়বে হাজার হাজার আলো, বাড়তি আলো। অথচ মেয়েদের জন্য আমাদের রাত্রিবেলার আলো নিভে যাবে কেন? তাদের জন্যও থাকুক রাতের আকাশ, রাতের স্টেশন, রাতের রাজপথ।

দুর্গাপুরের জঙ্গলে এক ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণীর ওপর অত্যাচারের ঘটনায় রাজনীতির চর্চা অনেকটা থিতিয়ে আসছে তাঁর বয়ফ্রেন্ড ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায়। মেয়েটির বাবা ওড়িশার। তিনি বাংলায় এসে প্রথমে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এই রাজ্যের প্রশাসনের। দু'দিনের মধ্যে মমতাকে বলছেন মা দুর্গা।

তাঁর অভাবনীয় যন্ত্রণার কথা জেনে, তাঁকে সম্মান জানিয়ে এটুকু বলা যায়, এখন সব অভিভাবকেরই সময় এসেছে পরিস্থিতি ভালো করে খতিয়ে দেখে কথা বলার। চটজলদি মন্তব্য করার দিন শেষ। কেননা বহু ক্ষেত্রে অভিভাবকরাই আর সন্তানদের ভালো করে চেনেন না। তাঁরা জানেন না, সন্তান সারাদিন ঠিক কী করে। মাসকয়েক আগে দুর্গাপুরের হাইওয়েতেই একটি মেয়ের বক্তব্য ঘিরে তোলপাড় হল রাজ্য। পরে দেখা গেল, বয়ানই বানানো। তাঁর গাড়িকে কেউ তাড়া করেনি।

ওড়িশার মেয়েই পাকেচক্রে জড়িয়ে গিয়েছে বলে ওড়িশার দিকে চোখ রাখা যাক। এখানে বাংলা বনাম ওড়িশায় আইন নিয়ে আলোচনার কোনও ইচ্ছেই নেই। সে রাজ্যে পালাবদলের পরেই প্রবল উত্তাল মেয়েদের ওপর অত্যাচার নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি বিধানসভাতে গত এপ্রিলেই যা হিসেবে দিয়েছিলেন, তা ভয়ংকর চিন্তার। ভাবতে হবে, ওটাই দেশে মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ পরিসংখ্যান কি না।

মোহন বলেছিলেন, গত ৮ মাসে মেয়েদের বিরুদ্ধে ১৬০০ ক্রাইম হয়েছে। তার মধ্যে গণধর্ষণের ঘটনা ৫৪। ধর্ষণের ঘটনা এক বছরের মধ্যে ২৮২৬ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৫৪। ভাবুন তো!

এক নারী দিবসে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর একটা লেখাই শুরু হয়েছিল কলকাতার আরজি করে নারী ডাক্তারের ওপর অত্যাচারের ঘটনা দিয়ে। লেখার শিরোনাম ছিল—উইমেন্স সেফটি, এনাফ ইজ এনাফ। সেখানে একটা সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সৎ ও নিরপেক্ষ আত্মসমীক্ষা দরকার।'

এই আত্মসমীক্ষার মধ্যেই পড়বে নারীর স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের সীমারেখা তৈরির দক্ষতা। যা আদর্শ শিক্ষা না থাকলে আয়ত্তে আনা অসম্ভব। কয়েক বছর আগে মালদার এক হোমে ক্লাস ফাইভের ছাত্রীকে নিয়ে হিমসিম খেয়েছিল হোম কর্তৃপক্ষ। উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠালেও সে থাকত না। পরপর তিনবার তিনটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। শেষবার যখন হোমে এল, সে অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া বহু নাবালিকারই জায়গা হয়েছে রেড লাইট এলাকায়।

অনাদিবেন বা মমতা বা দ্রৌপদী তিনজনই জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে লড়াই করে প্রতিষ্ঠিত নারী। জাতীয় রাজনীতির অতিপরিচিত মুখ, দেখেছেন লক্ষ নারীর জীবন। নারী নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের অনেক পর্যবেক্ষণই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বিজেপি লাইন, তৃণমূল লাইন, কেন্দ্রীয় সরকারি লাইন, রাজ্য সরকারি লাইন নিয়ে না ভেবে তাঁদের কথার কিছু অংশ গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের মাঝে শিক্ষার আলো পড়লেই মা কালীর কালো রূপ আরও আলো ছড়াবে।

আজ

১৯২৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কৃষক নেত্রী ইলা মিত্র।

১৯৪০

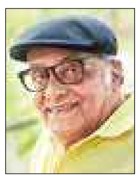

অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে গিয়ে বসে থাকলেন, বিরোধী দলনেতাও ত্রাণ নিয়ে ছুটলেন। উত্তরবঙ্গের বন্যায় সবাই ছুটছেন। অথচ তিন মাস ধরে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাভাঙনে কেউ নজর দেননি। আমরা নির্বোধ। তাই সবাই পার পেয়ে যায়। সময় এলে মানুষ জবাব দেবে।

- হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল/১

দুই তরুণী ও এক তরুণ। ছোটবেলার বন্ধু। একে-অপরকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেও পারেন না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁরা বিয়ে করলেন। কর্ণাটকের চিত্রদুর্গা জেলায় সেই বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াতেই নিমেষেই ভাইরাল। কেউ কেউ অভিনন্দন জানালেও বেশিরভাগই নিন্দায় মুখর। তিনজনের পরিবার অবশ্য গা করেনি।

ভাইরাল/২

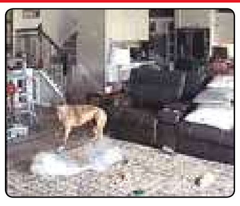

উত্তর ক্যারোলিনার চ্যাপেল হিলের একটি বাড়িতে পোষ্য কুকুর থাকে। বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, সেটি একটি পাওয়ার ডিভাইসের ওপরের সুরক্ষা কভারটি মুখ দিয়ে খুলে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি ফেটে আগুন লেগে যায়। কুকুরটি পালিয়ে যায়।

জনমত

দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি

সামনেই দীপাবলি। সবাই মেতে উঠবেন পুজোর আনন্দে। শহরে এখন ব্যস্ততা। দোকানে দোকানে কেনাকাটার হিড়িক। এরই মাঝে ঘটে গেল আরও এক মর্মান্তিক ঘটনা। ধূপগুড়ি থানা রোডে রাস্তার পাশেই একটি মিষ্টির দোকানের বাইরে ভাজা হচ্ছিল বেশ কিছু সামগ্রী। সেসময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। হঠাৎই তাঁদের একটি গোরু তাড়া করলে তাঁরা প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক দৌড়াতে গিয়ে দোকানের ওই ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে পড়ে হাত-পা পুড়িয়ে ফেলেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। অথচ এ বিষয়ে দোকান মালিকের ন্যূনতম ভুল স্বীকারোক্তি নেই। প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ, এভাবে দোকানের সামগ্রী রাস্তার পাশে যেন না ভাজা হয়। ধূপগুড়ি ছাড়াও গয়েরকাটা, বানারহাট, বিন্নাগুড়ি, চামুর্চি সহ আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় এভাবে রাস্তার ধারে সামগ্রী ভাজা হয়। কিন্তু দোকান মালিকরা এ ব্যাপারে নীরব। তাঁদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দশমীতেও ধূপগুড়ি শহরে পথ দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারান। অতএব দুর্ঘটনা রুখতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি প্রশাসনিক নজরদারিও প্রয়োজন। বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

সুনীতা দত্ত
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

সুষ্ঠু হোক স্বাস্থ্য পরিষেবা

শুধুই কি প্রতিশ্রুতি! দিন আসে দিন যায় কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন হয় না। যখন চারদিকে উন্নয়নের ছোঁয়া। প্রায় দু'বছর হতে চলল ধূপগুড়ি মহকুমার। ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মহকুমা হাসপাতাল হলেও পরিষেবা প্রায় আগের মতোই। এখনও কোনও রোগীর আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি হলে প্রাথমিক চিকিৎসা করেই তাঁকে জলপাইগুড়ি রেফার করে দেওয়া হয়। এমনকি পর্যাপ্ত নার্সিংহোমও নেই যেখানে সময়ের মধ্যে আশঙ্কাজনক রোগীকে নেওয়া যায়। এর ফলে কোনও রোগী মাঝরাস্তায় বা হাসপাতালে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রায় এভাবেই ধুঁকছে। এই অবস্থায় প্রশাসনের স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে আরও নজর দেওয়া উচিত। হাসপাতালের পরিষেবা যেন উন্নত করা হয় যাতে আর কাউকে সময়ের সংকুলানে প্রাণ না হারাতে হয়।

প্রতিমা কুণ্ডু, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উৎসব যায়, আবর্জনা ভাবায়

আমরা দেবীকে পুজো করি, কিন্তু তাঁর আশপাশের প্রকৃতিকে অপবিত্র রেখে চলি। ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই।

শমিত বিশ্বাস

কিছুদিন আগের কথা। দুর্গাপুজো কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে। পাড়ার মোড়ে তখনও দাঁড়িয়ে বাঁশের খুঁটি, আধভাঙা মণ্ডপ, শুকনো ফুলের গন্ধে ভারী হাওয়া। মহানন্দার ধারে পড়ে আছে কয়েকটি অর্ধগলিত প্রতিমা-- মায়ের মুখের পাশে এক টুকরো ভাঙা সিঁদুরদানির মতো নিঃশব্দ ব্যথা। দূরে কিছু শিশু সেই প্রতিমার চোখে লেগে থাকা রঙিন কাগজ টেনে হাসছে। দেবীর নয়নে এখন গভীর ক্লান্তি। এই শহরের পাশাপাশি চেনা-অচেনা নানা জায়গা যেমন উৎসবের দিনগুলিতে আলোর স্রোতে ভাসে, তেমনই উৎসব শেষে ডুবে যায় আবর্জনার অন্ধকারে। পাড়ার মন্দিরের পাশের নালা উপচে পড়ে প্লাস্টিকে, ক'দিনের ধূপ, ফুল, ভোগের থালায়। কেউ ময়লা তুলতে আসে না। যারা প্রচুর ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যাপশন লিখেছিল, 'দেবী মায়ের আশীর্বাদে শান্তি আসুক পৃথিবীতে।' তারাও নয়।

এককালে, আমার গ্রামের বিজয়ার পরদিন, সকলে মিলে মাঠ পরিষ্কার করত। বুড়ো ঠাকুরমশাই বলতেন, 'ভক্তির পরে দায়িত্বই ধর্ম।' ছেলেরা ফুল কুড়িয়ে নদীতে ফেলত না-- গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখত, যেন মা ধরায় ফিরে যান। মেয়েরা আঙিনায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে মাটি ধুয়ে দিত, যেন পবিত্রতার ছোঁয়া টিকে থাকে। আজ সে দিন নেই। আজ মানুষ শুধু উৎসব চেনে, ভক্তি নয়; আলো চেনে, পরিচ্ছন্নতা নয়; সামাজিকতা চেনে, দায়িত্ব নয়।

একদিন দেখেছিলাম, এক বৃদ্ধা নদীর ঘাটে কাগজের ফুল তুলে শুকোতে দিয়েছেন রোদে। জিজ্ঞেস করেছিলাম--

'দিদিমা, এইসব নোংরা ফুল নিয়ে কী করবেন?'

তিনি মৃদু হাসলেন, বললেন-'নোংরা নয় বাবা, এগুলোও মায়ের শরীরের অঙ্গ। ধুয়ে দিলে আবার সুন্দর হবে।' তাঁর সেই কথাটাই কেমন যেন কানে বাজে এখনও। হয়তো সমাজও তেমনই- আমরাই নোংরা করি, আমরাই আবার ধুয়ে দিতে পারি।

ধর্ম মনের পরিচ্ছন্নতা শেখায়। উৎসবের পরের দিনটা পরীক্ষা এলে একটা পরীক্ষা। আর আমরা সেই পরীক্ষায় বারবার ফেল করে আসছি। আজও করছি। আমাদের উৎসব এখন প্যান্ডেল, আলো, বাজি আর অনলাইন প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা দেবীকে পুজো করি, কিন্তু তাঁর আশপাশের প্রকৃতিকে অপবিত্র রেখে যাই। নদী, গাছ, মাটি-- সব আমাদের এহেন ভক্তির 'নিঃশব্দ শিকার'। একটা সমাজের মহত্ত্ব বোঝা যায় তার পরদিনের আচরণে-- যখন ঢাক থেমে যায়, আলো নিভে যায়, কিন্তু দায়িত্ব তখনও জ্বলে থাকে।

যদি সত্যিই দেবীকে পুজো করতে চাই, তবে সেই আলো ফিরিয়ে আনতে হবে নিজের ভিতরে-- যেখানে পরিচ্ছন্নতা, সহানুভূতি, আর দায়বদ্ধতা থাকবে ভক্তির মতোই পবিত্র। তাই প্রতিটি উৎসবের পরদিন সকালেই শুরু হোক আমাদের প্রকৃত পুজো-- সমাজের, প্রকৃতির আর নিজের প্রতি। তবেই আমরা এই সমাজকে আগামীর জন্য উপযুক্ত করে রেখে যেতে পারব। বরাবরের জন্য।

(লেখক শিক্ষাকর্মী ও সমাজসেবী)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। অপ্রয়োজনীয় বা বাজে জিনিসপত্র ৩। দুর্গ রক্ষার জন্য কাটা খাল ৫। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ ভাগ করেছে যে রেখা ৭। দেখতে এবড়ো খেবড়ো হলুদ রংয়ের ডেউয়া ফল ৯। একটি ফুলের নাম ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাশুর ১৪। অপরাধের জন্য আটক ব্যক্তি ১৫। যেখানে সভা হবে।

উপর-নীচ : ১। একেবারে সাম্প্রতিক বিষয় ২। চুল বাঁধার একটা বিশেষ ধরন ৩। সরাসরি নয়, ঘুরিয়ে ৪। বিনা প্রয়োজনে ৬। রেহাই বা শ্রদ্ধা ৮। যে পাখি বনেও থাকে, পোষও মানে ১০। ছড়ার তোতাপাখি যে ফলের গাছে থাকে ১১। উথলে ওঠা ১২। ঠাকুরমা ১৩। অভিজাত।

সমাধান ■ ৪২৬৮

পাশাপাশি : ১। ধনেশ ৩। মাছি ৫। রিঠা ৬। মামদো ৮। জীমূত ১০। পঞ্জর ১২। ধিক্কার ১৪। চাকু ১৫। নিষ্ক ১৬। লঙ্ঘন।

উপর-নীচ : ১। ধর্মধ্বজী ২। শরিয়ত ৪। ছিলিম ৭। দোলা ৯। ঢিবি ১০। পর্যাকুল ১১। রমজান ১৩। চাটনি।

বিন্দুবিসর্গ

শ্যামা মা কি আমার... কলকাতায়। শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

২৯ হাজার কোটি ঋণ নিচ্ছে রাজ্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা চরম খারাপ জায়গায় দাঁড়িয়েছে। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকার ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবে। ভোটের আগে রাজ্য সরকার নতুন জনমোহিনী প্রকল্প আনতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে ভাঁড়ার সামলাতে চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকার আবার ২৯ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে ঋণ নিতে চলেছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে অর্থ দপ্তর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। এর ফলে চলতি আর্থিক বছরে মোট ৭৮ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে রাজ্য সরকার ঋণ নিচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন মাসে ফের বাজার থেকে ঋণ নিলে তা ১ লক্ষ কোটি টাকাও ছুঁয়ে যেতে পারে।

চলতি আর্থিক বছরের (২০২৫-২০২৬) বাজেট পেশের সময় অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বাজার ঋণ ধার্য করেছিলেন ৮২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু শ্রমশ্রীর মতো নতুন প্রকল্প চালু করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ না আসায় রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্যয় বেড়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্য সরকার নিজস্ব আয় না বাড়িয়ে একের পর এক ভাতা চালু করেছে। তাই রাজ্য সরকারের আয়ের উৎস বলতে একমাত্র মদ বিক্রি। রাজ্যকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।' যদিও এই দাবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করছে না। রাজ্য সরকার নিজস্ব ক্ষমতার মধ্যে থেকে ঋণ নিচ্ছে।' বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, 'বিরোধী দলনেতা রাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রের কাছে টাকা ছাড়ার দাবি করুন। তিনি তো রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করছেন।'

শোভনকে দায়িত্ব

মমতা-সাক্ষাতের পর এনকেডিএ চেয়ারম্যান

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : মাঝে ৭ বছরের ব্যবধান। ২০১৮ সালে কলকাতা পুরসভার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি পুজোর আগে চতুর্থীর দিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। তখন থেকেই রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছিল। ৩ দিন আগেই পাহাড়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁর প্রিয় কানন। তিনি যে ফের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চলেছেন, তা তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এরপর শুক্রবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিবের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিউটাউন-কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান পদে বসানো হচ্ছে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এদিন দক্ষ সংগঠক শোভনের বক্তব্যে।

এদিন বিকালে শোভন বলেন, 'আমার চোখের সামনে নিউটাউন শহর গড়ে উঠেছে। দিদি আমাকে যখন যা দায়িত্ব দিয়েছেন, তখন তা পালন করেছি। আমাকে দিদি নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব সেটা সফলভাবে পালন করতে। নিউটাউন-রাজারহাটকে আরও সুন্দর করে কীভাবে সাজানো যায় আমার কাছে সেটাই প্রধান লক্ষ্য।'

দল ছাড়ার পর গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কয়েকদিনের জন্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পুরোনো কেন্দ্র বেহালা পূর্ব থেকে তিনি বিজেপির প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল শোভনের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু বিজেপি শোভনকে টিকিট দেয়নি। তাই ভোটের সময় থেকেই শোভন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। গত ৩ বছরে ফের মমতার কাছাকাছি আসতে শুরু করেন শোভন। গত দু'বছর ভাইফোঁটায় ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বৈশাখীকে নিয়ে দিদির কাছে ফোঁটাও নিতে যান তিনি। কিন্তু রাজনীতিতে ফেরার কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁর জবাব ছিল, সময়ই কথা বলবে।

চতুর্থীতে অভিষেকের সঙ্গে প্রায় ৩ ঘণ্টা বৈঠক করে জল্পনা উসকে দিয়েছিলেন শোভন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'অভিষেকের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আমি আগামীদিনে কী করব তা সময়মতো জানতে পারবেন।' পুজোর পর বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হঠাৎ মমতার সঙ্গে দেখা যায় শোভন ও বৈশাখীকে। তখন জল্পনা আরও গভীর হয়। কিন্তু তিনি সেদিন কিছু জানাননি। শুক্রবারই উত্তরবঙ্গ সফর সেরে কলকাতায় ফিরেছেন মমতা। তারপরই শোভনকে এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ফলে উত্তরবঙ্গের বৈঠকেই যে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল তা নিশ্চিত। দীর্ঘদিন পরে প্রশাসনিক পদে ফিরলেন শোভন।

হস্টেলে ফিরলেন নির্যাতিতা

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : এক সপ্তাহের মাথায় শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন দুর্গাপুর কাণ্ডের নির্যাতিতা ডাক্তারি পড়ুয়া। মায়ের সঙ্গে ফিরলেন হস্টেলে। হাসপাতালের স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলা হয়েছে, মাল্টিস্পেশালিটি মেডিকেল বোর্ড ওই পড়ুয়ার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অতি যত্নসহকারে দেখভাল করছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করার পরই তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

এদিন সকালে পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির সঙ্গে দেখা করতে ইতিমধ্যেই রাজ্যে ফিরেছেন নির্যাতিতার বাবা।

এদিন আসানসোল-দুর্গাপুরের ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানিয়েছেন, ধৃত ৬ জনকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার পর জেরা করে যে বাড়তি তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতেই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। অভিযুক্তদের বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। হাসপাতালের তরফে জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের কাছে এই সময়ে পড়ুয়া ও তাঁর পরিবারের গোপনীয়তা এবং মর্যাদা বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। নির্যাতিতার দেখভালের জন্য হাসপাতাল থেকে প্রতিনিধিও পাঠানো হয়েছে। এদিকে বাংলায় কন্যা শিশুরা নিরাপদ নয় বলে এদিন ফের মন্তব্য করলেন রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার রাজভবনে একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান শেষে তিনি বলেন, 'আমার নিজের পর্যবেক্ষণ ও ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি, বাংলার সমাজ এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে কন্যা শিশুরা নিরাপদ নয়।'

e-Tender Notice

The Chairman, Mal Municipality invites Quotation for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT No.** MM/C/APAS/03/2025-26 (Sl 01 to 51) **Memo No.** MM/C/1088/2025-26 Dt. 17.10.2025. **Last date of receiving application:** 10.11.2025 up to 17:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at our office website **www.malmunicipality.org** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.-16 (2025-26) Memo No-516/PS, eNIT No.-17 (2025-26) Memo No-525/PS, eNIT No.-18 (2025-26) Memo No-526/PS, eNIT No.-19 (2025-26) Memo No-531/PS, eNIT No.- 20 (2025-26) Memo No-3771/BDO, of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 31/10/2025, 03/11/2025, 03/11/2025, 06/11/2025 and 06/11/2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/- BDO & E.O.
Blg. P.S.

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/০২/২৫-২৬ আরটি, তারিখ: ১৪-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/০২/২৫-২৬ আরটি, **কাজের নাম :** আলিপুরদুয়ার জং ডিভিশনে - আইআর-এনআইওয়াইএএনটিআরএসি -তে ০৮ (আট) বছরের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ সম্পদের পর্যবেক্ষণের জন্য আইআর-এনআইওয়াইএএনটিআরএসি এবং আইওটি ডিভাইসের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি) -এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য আইওটি ডিভাইসের সরবরাহ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৪,৫৮,৭৬,৯৩২.৮০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,৭৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময়: ১২-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ফের বেসুরো হুমায়ুন

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : এর আগেও বার বার বেফাঁস মন্তব্য করে দলের কাছে ভর্ৎসিত হয়েছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন তিনি। উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাজির হয়ে গেলেও মুর্শিদাবাদের লালগোলায় গঙ্গা ভাঙনের এলাকায় কেউ পৌঁছোননি বলে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন তিনি।

শুক্রবার এই ইস্যুতে হুমায়ুন বলেন, 'উত্তরবঙ্গে যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে, মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তখন সেখানে মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে বসে আছেন। আবার বিরোধী দলনেতাও তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে গিয়েছেন। অথচ তিন মাস ধরে লালগোলার তারানগর অবহেলিত। এখানে কি কারোর দৃষ্টি আছে? মুর্শিদাবাদের মানুষ যদি সোচ্চার হয়, তখন দেখবেন সবাই ছুটবেন।'

হুমায়ুন বলেন, 'আমরা তো নিবেদি। নিজেরা কামাকামি করি। এর বিরুদ্ধে ও আর ওর বিরুদ্ধে এ ল্যাং মারতে ব্যস্ত। তাই মুর্শিদাবাদ নিয়ে কারোর চিন্তা নেই। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পার পেয়ে যাচ্ছে।' যদিও এই বিষয়টি নিয়ে হুমায়ুনের মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'হুমায়ুনের হয়তো জানা নেই, গঙ্গা ভাঙন নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম থেকে শুরু করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে সরব হয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন। রাজ্য সরকারের একার পক্ষে ভাঙন রোধ করা সম্ভব নয়। উনি এই ধরনের মন্তব্য কেন করেছেন, তা তিনিই বলতে পারবেন। এটা দলের বক্তব্য নয়।'

টোটোয় লাইসেন্স

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধনের পর টোটো চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সও দেবে রাজ্য সরকার। যাত্রী নিরাপত্তায় স্বার্থেই এই পদক্ষেপ করা হবে। রাজ্যজুড়ে প্রায় সব জেলায় টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে ইতিমধ্যেই সেগুলি নিবন্ধনের কাজ শুরু করেছে পরিবহণ দপ্তর।

e-Tender Notice

The Chairman, Mal Municipality invites e-Tender for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT No.** MM/C/APAS/04/2025-26) (Sl 01 to 8) **Tender ID** 2025_MAD_928570_1 to 8 **Last date of bidding (online):** 10.11.2025 up to 16:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

মিস-স্ট্যাটিক ই-অকশন

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে রিল্যাক্সেশন চেয়ার, হেল্থ কিয়স্ক, মেডিক্যাল স্টোর, সেলুন কিয়স্ক এবং মোবাইল উপকরণের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং : মিস-স্ট্যাটিক-১২। অকশন শুরু :** ৩১.১০.২০২৫, সকাল ১১.৪৫ মিনিট। **সিকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো: **এএ/ ১,** এমএসস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমএসিএইচআর-৫১-২৫-১, বারহারওয়া। **এএ/ ২,** এমএসস-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএসিএইচআর-৪০-২৫-২, সাহেবগঞ্জ। **এবি/ ১,** এমএসস-এমএলডিটি-এসবিজি-এইচএলটিএইচকে-৫০-২৫-১, সাহেবগঞ্জ। **এসি/ ১,** এমএসস-এমএলডিটি-এসবিজি-এমইডিএসটিএন-৩৮-২৫-১, সাহেবগঞ্জ। **এসি/ ২,** এমএসস-এমএলডিটি-এমজিআর-এমইডিএসটিএন-৩৭-২৫-২, মুঙ্গের। **এডি/ ১,** এমএসস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএস-৫৩-২৫-২, বারহারওয়া। **এই/ ১,** এমএসস-এমএলডিটি-জেএমপি-মবস্টোর-৪৪-২৫-১, জামালপুর। **এই/ ২,** এমএসস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-মবস্টোর-৫২-২৫-১, বারহারওয়া। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-199/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 58 of 2025-26 SL No-2, 3 & 5

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT- 58 of 2025-26 SL No - 2, 3 & 5 Closing date extended upto 23/10/2025 12.00 Hours.

Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ABRIDGE NOTICE

Application for NIT No. 05/ APAS /2025 vide Memo No. 2007/KCK-II, Sl. No. 1-75 dated 13.10.2025 is invited by the B. D. O. Kaliachak - II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission is 06.11.2025 upto 12:00 Hrs. respectively. Details are available in the www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak - II Dev. Block
Mothabari, Malda

মোটেরঝাড় হাল্ট স্টেশনে হাল্ট চুক্তি

নং. সি/৪০৭/এপি/হল্ট/এমটিজেআর তারিখ: ১৪-১০-২০২৫।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন: ৭৩৬১২৩, ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে, ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মোটেরঝাড় হল্ট (এমটিজেআর) স্টেশনে কমিশন ভিত্তিতে টিকিট বিক্রির চুক্তি প্রদানের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে সিল করা দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। যেকোনো যোগ্য আগ্রহী ব্যক্তি কর্ম সময়ের মধ্যে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (বাণিজ্যিক), আলিপুরদুয়ার জংশন -এর কার্যালয় থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। টেন্ডার আবেদনপত্র সংগ্রহের তারিখ এবং সময় ২১-১০-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টা থেকে ১২-১১-২০২৫ তারিখে ১৭:৩০ টা পর্যন্ত।

আবেদনপত্র **ফেলা/জমা দেওয়ার** শেষ তারিখ এবং সময় ২৪-১০-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত এবং এরপর আর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। সিল করা আবেদনপত্র/বাক্সগুলি ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৬:০০ টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চেম্বারে খোলা হবে।

যোগ্যতার মানদণ্ড, অন্যান্য শর্তাবলী এবং নির্দেশাবলী, আবেদনের ফর্ম্যাট ইত্যাদি **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য, আবেদনকারীরা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (বাণিজ্যিক), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন: ৭৩৬১২৩ -এর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বহিরাগত নিয়ে ব্যাখ্যা

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : 'বহিরাগত' নিয়ে তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কলকাতায় একাধিক কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে এই নিয়ে তিনি তাঁর ব্যাখ্যাও দেন। বহিরাগত বলতে মুখ্যমন্ত্রী যে মূলত বিজেপিকে বুঝিয়েছেন, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন এদিন। মমতা বলেন, 'আমি বহিরাগত বলতে রাজনৈতিক দলগুলিকে বলেছি। যাঁরা এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন তাঁদের বলিনি। আমি তাঁদের সঙ্গে এখনও আছি।' এরপরই বিজেপি নেতাদের নিশানা করে মমতা বলেন, 'নির্বাচনের সময় বাইরে থেকে অনেকে এখানে আসেন। অনেকে এখানে ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছেন। আবার বিভিন্ন অতিথিশালায় ভোটের সময় তাঁরা থাকেন। আমি সেই নিয়ে সতর্ক থাকতে আমাদের দলের কাউন্সিলারদের বলেছি। কিন্তু আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।'

মঙ্গলবার ভবানীপুরের বিজয়া সম্মিলনিতে টেলিফোনে বার্তা দিয়েছিলেন মমতা। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'ভবানীপুরে বহিরাগতদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান হচ্ছে। বস্তি ভেঙে বড় বড় বাড়ি করা হচ্ছে। এটা আমি সমর্থন করি না। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে।' এরপরই বিজেপি দাবি করেছিল, মুখ্যমন্ত্রী ভবানীপুরে বসবাস করা বহিরাগতদের নিশানা করেছেন। কিন্তু এদিন মমতা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছে সংবাদমাধ্যমের একাংশ। এদিন কলকাতার ইউথ ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্বোধনে গিয়ে কলকাতায় বিপর্যয়ে মৃত ১২ জনের পরিবারের সদস্যদের চাকরির নিয়োগপত্রও দেন মুখ্যমন্ত্রী।

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 59 of 2025-26 SL No-1, 2 & 4

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT-59 of 2025-26 SL No - 1, 2 & 4 Closing date extended upto 23/10/2025 12.00 Hours.

Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৩৪-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ১৩.১০.২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং ১৩৪-এমএলডিটি-২৫-২৬। **কাজের নাম :** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-১/মালদার অধিকারক্ষেত্রে এইএন/মালদা টাউনের অধীনে এসএসই/পিডব্লু/মালদা শাখায় ২৪.৫ টিকিমি ট্র্যাকের ডিপ স্ক্রিনিং, বিসিএম দ্বারা ২৪টি টি-আউট ও ০.৮ টিকিমি ম্যানুয়াল এবং ৪৪টি সুইচ নবীকরণ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,২৫,১১,২০৬.০১ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৬.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড :** www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/ এমএলডিটি। (MLD-203/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং স্ট্যান্ড চুক্তি

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-পার্কিং-পিআরএনএ-, ক্যাটাগরি:** দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট; **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন:** ১০৯৬; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৯-১০-২০২৫ তারিখে ১০:৩০ টা।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স-১৪০-২৫-২ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএক্স-১০৩-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-এমএক্স-১৪৩-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১১১-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএক্স-১৪১-২৫-৩ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৭	পার্কিং-কেআইআর-বিএনডিপি-এমএক্স-১৬২-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-পিসিসিভি-১৫১-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৯-১০-২০২৫ তারিখে ১২:২০ টা। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য :** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

খনির ছাড়পত্রই নেই

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : দেউচাপাঁচামি কয়লা খনি প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত প্রতিশ্রুতিই ভুয়ো। শুক্রবার এমনটাই দাবি করল সিটু, এআইটিইউসি, আইএফটিইউ, টিইউসিআই, ইউটিইউসি সহ ১০টি শ্রমিক সংগঠন। তাদের বক্তব্য, যে পণ্য পরিবহণ সংস্থাকে দরপত্র ডেকে ব্যাসল্ট তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদের কোনওরকম দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা নেই। এছাড়াও ১২ একর জমির ছাড়পত্র বেআইনিভাবে জোগাড় হয়েছে।

এরই মধ্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড' আদালতে জানিয়েছে, কয়লা খনির কাজের জন্য ন্যূনতম ছাড়পত্র নেওয়ার কাজটুকুও শুরু হয়নি। এমনকি তাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হলেও তাদের ব্যাসল্ট খননের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। পরীক্ষামূলকভাবে ক্যাটিগোরি বি-২ ছাড়পত্র নিয়ে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করেছে মাত্র। এই তথ্য তুলে ধরে শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, 'অদূর ভবিষ্যতেও এই প্রকল্প হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ নিগমের স্বীকারোক্তি অন্য কথা বলছে। তাহলে প্রতিশ্রুতির সত্যতা কোথায়?' সিটুর প্রতিনিধি আসাদুল্লাহ গায়েনের কথায়, 'একটা কয়লাখনি তৈরিতে যে আইনি প্রক্রিয়া মানতে হয়, তা সরকার মানছে না। পরিবেশগত দিক, জন শুনানি সহ সমস্ত পদ্ধতি অমান্য করেই তারা এই পদক্ষেপ করছে। সাধারণ মানুষের জমি জোর করে ভয় দেখিয়ে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।'

এদিন সংগঠনগুলি প্রশাসনের কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে ধরেছে। প্রথমত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে ছাড়পত্র জোগাড় না করেই কীভাবে ২১ হাজার উচ্ছেদ হতে বসা পরিবারের মাত্র ১০ শতাংশ মানুষকে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়েছে সরকার? দ্বিতীয়ত, ক্যাবিনেট ৪৩১.৪৭ একর জমির অনুমতি দিয়ে দিলেও ১২ একরের পাইলট প্রজেক্ট দেখানো কি বিভ্রান্তিকর নয়? তৃতীয়ত, এই প্রকল্প পূরণ করতে গেলে যে সিলোকোসিস রোগের সমস্যা হতে পারে সেব্যাপারে ডিরেক্টর জেনারেল অফ মাইন সেফটিকে সম্পূর্ণভাবে অবগত করা হল না কেন? এই প্রশ্নগুলি তুলে ধরেই এদিন আন্দোলন জোরদার করার হুঁশিয়ারি দিল সংগঠনগুলি।

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para
Siliguri-734001

NIeT No.-14-DE/SMP/2025-26 (2nd Call)
&
NIeT No.-23-DE/SMP/2025-26 (2nd Call)

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid: 18.10.2025 (server clock)
Last date of submission of bid: 29.10.2025 (server clock)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE,SMP

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৩১-১৩২-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৬.১০.২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **ক্রমিক নং ১, টেন্ডার নং ১৩১-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে বাঁকা স্টেশনে দ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা স্থাপন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,৬৭,৪৫,৬৪০.৪৮ টাকা। **ক্রমিক নং ২, টেন্ডার নং ১৩২-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/৩/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর শাখায় মুখ্য ব্রিজগুলির ব্রিজ অ্যাপ্রোচগুলির শক্তিশালীকরণ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার (ব্রিজ নং ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৫, ২০৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৭৫)। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,৮৩,৫৭,১৯১.১৯ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৯.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড :** www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/ এমএলডিটি। (MLD-201/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DHUPGURI MUNICIPALITY

SORASORI MUKSHYA MANTRI (CMRO)
ENIT No. & ID
WBUDMA/DHUPGURI/27/2025-26
2025_MAD_925854_1
2025_MAD_925854_2
2025_MAD_925854_3
2025_MAD_925854_4
2025_MAD_925854_5
WBMAD/DHUPGURI/28/2025-26
2025_MAD_928621_1

Last date of application- 14/11/25 at 5 PM.

Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

আজ টিভিতে

গামী বিকেল ৩.৪৬ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১২.৪৫ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৩.৩০ নাচ নাগিনী নাচ রে, সন্ধে ৭.০০ সেজবউ, রাত ১০.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ হাবজি গাবজি, দুপুর ১.০০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.০০ অন্ধবিচার, সন্ধে ৭.০০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১০.৩০ রাজমহল

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সংঘর্ষ, দুপুর ১২.০০ দেবীবরণ, ২.৩০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৫.০০ বরকনে, রাত ১১.০০ তিনমূর্তি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভয়, সন্ধে ৭.৩০ রাখাল রাজা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজু আঙ্কল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৭ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ২.১২ লকডাউন ওয়েডিং, বিকেল ৪.২৮ আই, সন্ধে ৭.৩০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, রাত ৯.৫৪ ভৈরভাকোনা

জি বলিউড : বেলা ১১.১০ পরদেশী, দুপুর ১.৫১ বিবি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৩৮ তুফান, রাত ৮.০০ ক্রান্তিবীর, ১০.৪৫ রান

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ১০.৫৫ উড়তা পঞ্জাব, দুপুর ১.২৩ সাম বাহাদুর, বিকেল ৩.৪৬ গামী, সন্ধে ৬.১৫ তুফান, রাত ৯.০০ ফ্লাইট

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.২৪ স্ট্রিট ডান্স-টু, বিকেল ৫.৪৪ লে দ্য ফেভারিট, সন্ধে ৭.১৫ দ্য থমাস ক্রাউন অ্যাফেয়ার, রাত ৯.০০ পিএম আই লভ ইউ, ১১.০১ মি বিফোর ইউ

রাখাল রাজা
সন্ধে ৭.৩০ ডিডি বাংলা

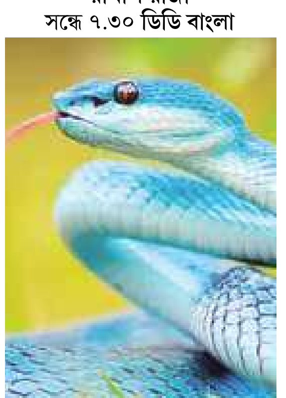
সুপার স্নেকস সন্ধে ৭.১১
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

মরিচ মালাই পনির রান্না শেখাবেন গুরুপ্রসাদ ও সঞ্চিতা কর্মকার।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্র থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। স্ত্রীর শরীর নিয়ে সমস্যা চলবে। ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা কেটে যাবে। বৃষ : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে চলেছেন। বাইরের খাবারের থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা। আর্থিক দিক থেকে শুভ। মিথুন : শিক্ষার্থীদের নিজের উদাসীনতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমানো টাকায় হাত দিতে হবে। কর্কট : বেহিসেবি জীবনযাত্রায় প্রচুর অর্থব্যয়, পরে মানসিক চিন্তা। বিদ্যুৎ, অগুন ব্যবহারে খুব সাবধান। প্রেমে দোলাচল চলবে। সিংহ : মানসিক শান্তির জন্য আধ্যাত্মিক কাজে মন দিতে পারেন। খরচ বাড়লেও নানা উপায়ে হাতে টাকা আসবে। কন্যা : নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাওয়ার যোগ। তুলা : আপনার খারাপ ব্যবহারের কারণে পরিবারের সদস্যের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। ব্যবসায় একটু বাড়তি নজর দিন। সমাজে সুবক্তা হিসেবে সুনাম পাবেন। ধনু : রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। ফাটকায় অতিরিক্ত বিনিয়োগে ঝুঁকি হতে পারে। মকর : আত্মীয়স্বজন থেকে খুব সাবধান। যে কোনও সময়ে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কুম্ভ : খোলাধুলোর সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা হতে পারে। বিদ্যায় শুভ। মীন : কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকলে বুদ্ধিবলে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমনে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ আশ্বিন, ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ৩১ আহিন, সংবৎ ১২ কার্ত্তিক বদি, ২৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৯, অঃ ৫।৭। শনিবার, দ্বাদশী দিবা ১।২১। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।৩৬। ব্রহ্মযোগ শেষরাত্রি ৪।১৩। তৈতিলকরণ দিবা ১।২১ গতে গরকরণ রাত্রি ১।৩৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১১।৫৪ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।২১ গতে একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্‌ঋতে, দিবা ১।২১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৭।৫ মধ্যে ও ১২।৪৯ গতে ২।১৫ মধ্যে ও ৩।৪১ গতে ৫।৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৪১ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।৩৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।১৫ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।২৩ মধ্যে দীক্ষা(অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৬।৪১ গতে ১।১৩ মধ্যে মেষ বৃষ মিথুন ও কর্কটলগ্নে পুনঃ রাত্রি ৩।২৪ গতে শেষরাত্রি ৪।৫ মধ্যে কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট এবং ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। ধনতেরাস(ধনত্রয়োদশী)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৯ গতে ২।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।২৩ গতে ৩।১৫ মধ্যে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

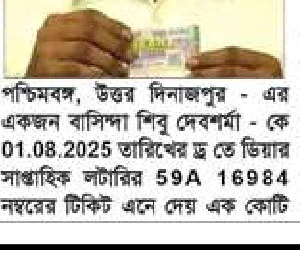

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা শিবু দেবশর্মা - কে 01.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59A 16984 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে এই স্বল্প পরিমাণ স্বপ্ন নিয়ে আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি এমন একটি সুন্দর দিন দেখতে পাবো। কিন্তু ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মধ্য দিয়ে আমাদের আর্থিক স্থিতি পরিবর্তনের জন্য। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আনন্দপূর্ণ জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগের জন্য।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জমজমাট নাট্যমেলা

নাটক নিয়ে শিলিগুড়ি নাট্যমেলা বরাবরই পথিকৃৎ। এবারও তার অন্যথা হল না। চারদিনে নয়টি ছোট নাটক মঞ্চস্থ হল। সেগুলি দর্শকদের বেশ ভাবাল। সাক্ষী থাকলেন ছন্দা দে মাহাতো।

মানুষের আবেগ, মূল্যবোধ, অধিকার চেতনা ও লক্ষ্য অর্জনের অবিচল মনোভাবের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। নাট্যকার তথা নির্দেশক সুদীপ রাহা মনে করেন এগুলোর পুনরুদ্ধার দরকার। এ নিয়ে লোকশিক্ষা দিতে তিনি লিখে ফেলেছেন নাটক 'শ্যামের সাইকেল'। এই নাটক দেখিয়েছে, লক্ষ্য অর্জনে অবিচলভাবে এগিয়ে গেলে একদিন সাফল্য আসবেই। একটা সাধারণ সাইকেল চুরি ও তা উদ্ধারের ঘটনাকে সামনে রেখে নতুন প্রজন্মের জন্য এই বার্তা খুবই ইতিবাচক। সম্প্রতি শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর প্রযোজনায় এই নাটকটি সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে শিলিগুড়ি নাট্যমেলায়। সামগ্রিক প্রযোজনার মান এবং দলগত অভিনয় খুব ভালো। মঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন কনিষ্ক মৈত্র, প্রলয় সরকার, সোমা রায়চৌধুরী, তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস, বেলি ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সম্রাট রায়, অরূপরতন রায়, প্রণব হোড় রায়, বিক্রম ছেত্রী, নিখিলেশ দে, রমেন রায় ও সুদীপ রাহা।

শিলিগুড়ি নাট্যমেলায় এবার চারদিনে নয়টি ছোট নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য অভিনেতা সুমন পাল। শ্যামের সাইকেল ছাড়া অন্য নাটকগুলি হল পল্লব বসুর পরিচালনায় শিলিগুড়ি বাজার ওপেন সিক্রেটের প্রযোজনা 'এক আহাম্মকের গল্প', ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় শিলিগুড়ি রঙ্গ মালঞ্চের প্রযোজনা 'আমি কিছুতেই উল্লুক হব না', অপুরানি উকিলের নির্দেশনায় শিলিগুড়ি শিল্পীতীর্থের প্রযোজনা 'নটী বিনোদিনী', সুজিত কুণ্ডুর নির্দেশনায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উত্তরধ্বনি শাখার প্রযোজনা 'আজকে আমার ছুটি', কমলেশ রায়ের পরিচালনায় দর্পণ নাট্য সংস্থার প্রযোজনা 'সুন্দর', নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গের প্রযোজনা 'রৌদ্র দিনের লাবণ্য', কৃষ্ণ বাসনেটের পরিচালনায় কানেখুশির প্রযোজনা 'ভাংকুচি ভাংকুচি ডাং ডাং ডাং' এবং শংকর ঘোষের নির্দেশনায় থটস এরিনার প্রযোজনা 'কাক চরিত্র'।

আবেগঘন।। শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর প্রযোজনা 'শ্যামের সাইকেল' নাটকের একটি দৃশ্য।

এক আহাম্মকের গল্প দেখিয়েছে, একজন ঘুষখোর ভিজিলেন্স অফিসার চাইলেই সব অপকর্ম বন্ধ করে ভালো হয়ে যেতে পারেন না। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাঁকে ভালো হতে দেয় না। শিবংকর চক্রবর্তীর লেখা এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন পরিমল শিকদার, চন্দনা রায়, শুভম চক্রবর্তী, মৌমিতা বসু এবং পল্লব বসু। মনোজ মিত্রের বিখ্যাত নাটক কাক চরিত্রকে অনেকদিন পর ফের মঞ্চে আনল থটস এরিনা নাট্য সংস্থা। এটি একটি 'ট্র্যাজিক কমেডি' নাটক। এই নাটকে একজন নাট্যকারের সঙ্গে একটি ক্ষুধার্ত কাকের কথোপকথনে উন্মোচিত হয় বিভিন্ন পেশার মানুষের চরিত্রের মুখোশ। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন সুস্মিতা বিশ্বাস, মিঠু লাহিড়ি, সুজিত বক্সী, প্রশান্ত পাল, দয়াল ভক্ত, তারাশঙ্কর দেবনাথ এবং শংকর ঘোষ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, উত্তরধ্বনি শাখার প্রযোজনা ছিল উৎপল দত্তের নাটক 'আজকে আমার ছুটি'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনার ভূমিকা নিয়ে এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইয়াশ সাহা, সুজিত কুণ্ডু, কনিষ্ক মিত্র, অমিতজ্যোতি কুণ্ডু, পীযূষ ঘোষ, সন্দীপ পাল, রাজদ্বীপ দাস, অয়ন দাস এবং দেব সাহা।

নাট্যরঙ্গের নিবেদন ছিল 'রৌদ্র দিনের লাবণ্য'। এক মানবিক মূল্যবোধের এই নাটক উপস্থিত দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। রচনা : প্রদ্যোত চক্রবর্তী। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন অমিতা সাহা ঘটক, কৃষ্ণা রায়চৌধুরী, শ্রাবণী মণ্ডল মিত্র ও কাবেরী রায়।

এবার নাট্যমেলায় নজর কেড়েছে দর্পণ নাট্য সংস্থার 'সুন্দর'। মানুষের সৌন্দর্য চেতনাকে বিষয় করে অসাধারণ নাটক। সকলের অভিনয়ও নাটকের চাহিদা অনুযায়ী। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন অলকা চক্রবর্তী, কমলেশ রায়, প্রণব বড়ুয়া, রঞ্জিত ভৌমিক, উদয়শংকর ভট্টাচার্য, সঞ্জীব ঘোষ, শম্পা ঘোষ, দেবপ্রিয়া বড়ুয়া ও গঙ্গাসাগর পাল।

শিলিগুড়ি রঙ্গম মালঞ্চের প্রযোজনাটিও সকলের নজর কেড়েছে। এই প্রযোজনায় নাটকের মানবিক মূল্যবোধের ট্রিটমেন্ট যথেষ্ট ভালো। নাট্যকার তমোজিৎ রায়ের এই নাটকে নৃত্য এবং গানের প্রয়োগও ছিল সুপ্রযুক্ত। মঞ্চে কুশীলবদের মধ্যে ছিলেন সাভারনা সজ্জন, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, বর্ষা চক্রবর্তী, সুস্মিতা সরকার, জয়ন্ত কর, কৃষ্ণা কর, সুচেতা চট্টোপাধ্যায়, সায়ন চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রা দাস, দয়াল ভক্ত, দেবর্ষি সাহা, অভীক মুখোপাধ্যায় ও সুখেন্দু সেন। সব মিলিয়ে এবার জমজমাট ছিল শিলিগুড়ি নাট্যমেলার ছোট নাটকের উৎসব।

বৈচিত্র্য ও বহু লেখকের মেলবন্ধন

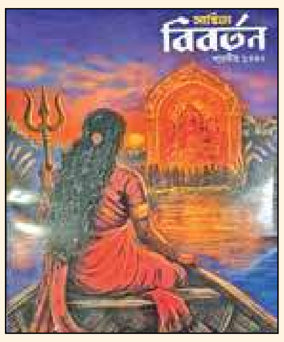

সাহিত্য বিবর্তনের শারদীয় সংখ্যা-২০২৫ এর পাতায় পাতায় পেশাদারিত্বের ছাপ রয়েছে। দিনহাটার মতো সীমান্তঘেরা প্রান্তিক শহর থেকে ৩৯৬ পাতার শারদীয় সংখ্যা যত্ন সহকারে প্রকাশ করাটাই একটা বিস্ময়। বিবর্তন গোষ্ঠী সেই কাজ সফলভাবে করে দেখিয়েছে।

অণু উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, অণুগল্প, কবিতা, মুক্তগদ্য, নাটক, ছোটদের আঁকিবুঁকি, ভ্রমণ বৃত্তান্ত কোনও কিছুই বাদ নেই। সবমিলিয়ে দুই শতাধিক লেখকের সমাবেশ। সতেরোটি অণু উপন্যাস এই সংখ্যার স্পর্ধার কেন্দ্রবিন্দু। ছোটগল্প লিখেছেন বিপুল দাস, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ নাগের মতো প্রতিষ্ঠিত লেখকরা। সুবোধ সরকার, শ্যামলকান্তি দাস, সন্তোষ সিংহ, মন্দাক্রান্তা সেন, নিখিলেশ রায়ের পাশে বহু প্রতিষ্ঠিত ও নবপ্রজন্মের কবিদের কবিতা রয়েছে।

আইভি চট্টোপাধ্যায়ের অণু উপন্যাস 'আশাবরী'-তে নিঃশব্দে অনুরাধার জয় অন্যমাত্রা দিয়েছে। প্রবন্ধে নাটুয়া নিয়ে সাগর মাহাতোর লেখা পুরুলিয়ার লোকনৃত্য সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ায়। আনন্দগোপাল ঘোষের 'দুই রবীন্দ্রনাথ : ব্যক্তি বনাম লেখক' কবিগুরুকে অন্যভানে চিনতে শেখাবে। বিজ্ঞান ও ঈশ্বরের মেলবন্ধনের কথা সহজ ভাষায় বুঝিয়েছেন মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

একের পর এক অসাধারণ ছোটগল্প ভরপুর সংখ্যাটি। 'অপমানবোধের ভারতীয় প্লট আর সহনশীলতার এশীয় প্লট মিলিমিটারের ভগ্নাংশে পরস্পরের দিকে এগোচ্ছিল।' – 'ভূমিকম্প'-তে সম্পর্কের টানাপোড়েন বোঝাতে বিপুল দাসের এই বর্ণনা পাঠকদের মনে দীর্ঘস্থায়ী দাগ ফেলতে বাধ্য। অণুগল্পগুলিও মন ছুঁয়ে যায়। 'বিসর্জন'-এ মায়ের সঙ্গে রোশনের ব্যাগ গুছিয়ে বাড়ি ছাড়ার দৃশ্য এঁকে শান্তনু ত্রিপাঠী বৃদ্ধাশ্রম নামক সামাজিক ব্যাধি নিয়ে অন্য বার্তা দিয়েছেন। 'অক্সিজেন', 'দুধ', 'অবলার ভাষা' সমৃদ্ধ করেছে। কবিরাও নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছেন। সৌজন্য চক্রবর্তীর প্রচ্ছদ পত্রিকাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

দেখে বোঝার উপায় নেই এই পত্রিকার সম্পাদক উজ্জ্বল আচার্য পেশাগত জীবনে একজন ব্যস্ততম চিকিৎসক। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লেখায় তিনি পারদর্শী। তবে তাঁর লেখা অণু উপন্যাস 'স্ট্রেস ফ্যাক্টর'-এর প্রশংসা করতেই হবে। স্বপনের শরীরে অশরীরী আত্মার ভর করা এবং শেষে তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সবটা মিলিয়ে পাঠকের ক্লান্তি আসবে না।

বইপ্রকাশ ও সাহিত্যানুষ্ঠান

সম্প্রতি ইসলামপুরে এক অনাড়ম্বর ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অশীতিপর লেখিকা জয়ন্তী মণ্ডলের তৃতীয় গ্রন্থ 'স্মৃতির সোপান' প্রকাশিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে ইসলামপুরের মণ্ডলপাড়ার জয়ন্তীর গ্রন্থ প্রকাশ ও সাহিত্য অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সভাপতি নিশিকান্ত সিনহা। উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে শোনান স্বপ্না উপাধ্যায়। স্বাগত বক্তব্যে লেখিকা জানান, ডুয়ার্স ও অসমে বেড়ে ওঠা, তাঁর যাপন - এসবের মধ্যেই তিনি লেখার রসদ খুঁজে পেয়েছেন। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অদম্য ইচ্ছেশক্তি ও শ্বশুরের উৎসাহে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন ও তাঁর সারাজীবনের লেখাগুলি এই বয়সে পরপর গ্রন্থাকারে প্রকাশের কথা উল্লেখ করেন। এরপর একে একে সাহিত্য পাঠে অংশগ্রহণ করেন নিশিকান্ত সিনহা, আবীরা সেনগুপ্ত, মৌসুমি নন্দী, দ্বিজেন পোদ্দার, প্রসূন শিকদার প্রমুখ। আবৃত্তি শোনায় শিশুশিল্পী সৃজন্যা ভৌমিক। সংগীত পরিবেশনে অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ করেন নূপুর বসু ভৌমিক, জয়ন্তী মণ্ডল প্রমুখ। শিস ধ্বনিতে সংগীতের সুর শোনান সুদীপ্ত ভৌমিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন দ্বিজেন পোদ্দার।

–রুবাইয়া জুঁই

খুশির সংকলন

কিছুদিন আগে আলিপুরদুয়ারে 'তারারা' পত্রিকার বর্ষা, ২০২৫ (কবি উদয়ন ভট্টাচার্য ক্রোড়পত্র) সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর, উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কবি বেণু সরকার, উত্তম চৌধুরী, দেবাশিস ভট্টাচার্য, মিহির দে, সুব্রত সাহা, বিবেকানন্দ বসাক, প্রীতিলতা চাকি নন্দী, রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক, পার্থ সাহা, অম্বরীশ ঘোষ, অভ্রনীল দাশ প্রমুখ। পত্রিকার সম্পাদক ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস, সহ সম্পাদক স্বাগতা বিশ্বাস জানান এই সংখ্যায় একটি, দুটি, তিনটি এবং গুচ্ছ কবিতার পর্যায় মিলিয়ে মোট ১১৬ জন কবির কবিতা, চারটি ছোটগল্প, তিনটি প্রবন্ধ, বই পত্রিকা আলোচনা ছাড়াও 'উদয়ন ভট্টাচার্য' ক্রোড়পত্রে দশটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, কবির একগুচ্ছ অপ্রকাশিত কবিতা আর সাক্ষাৎকার রয়েছে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

– রাজু সাহা

শারদ সংখ্যা

কিছুদিন আগে তুফানগঞ্জ শহরে অমরেন্দ্র বসাক সম্পাদিত 'আড্ডার মুখ' পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪৩২-এর মোড়ক উন্মোচন এবং আড্ডার মুখ আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পরেশনাথ রায়। মোড়ক উন্মোচন করেন ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায়। উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রতিমা ভট্টাচার্য, নীলিমা ঈশোর, দীনেশ সান্যাল, রমেন্দ্রনাথ ধর, অমরেন্দ্রনাথ অধিকারী প্রমুখ। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ পরিবেশিত হয়। *-বিমান অধিকারী*

অণুনাটকের অঙ্গনে

আন্তঃবিদ্যালয় অণুনাটক প্রতিযোগিতায় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে সেরার শিরোপা পেল সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের নাটক- 'বীরপুরুষ'। কোচবিহার ইন্দ্রায়ুধের আয়োজনে কিছুদিন আগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার মঞ্চে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রযোজনার পুরস্কার পায় যথাক্রমে নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল (হাত বাড়াও) এবং মহিষবাথান আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয় (ঝরা কুসুম)। প্রথম তিন সেরা নির্দেশকের পুরস্কার পান ক্রমান্বয়ে অর্ণব মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ পাল ও ঋতচেতা দেব। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয় কুণাল রায় ও কমলিকা দাম। প্রথম দুই সেরা অভিনেত্রী যথাক্রমে ঋতচেতা দেব ও দৃষ্টি পণ্ডিত। শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিভাগে ক্রমান্বয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ঋদ্ধিমান দত্ত ও মীনাক্ষী দাস এবং দেবস্মিতা দাস ও সৃষ্টি দাস। শ্রেষ্ঠ আবহ এবং রূপসজ্জার পুরস্কার অধিকার করেছেন যথাক্রমে শৈলাজ ঘোষ এবং বিজয়েতা মহন্ত। শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন পম্পা সাহা ভৌমিক ও পাপিয়া ঘোষ। ওইদিন সন্ধেতে আয়োজক সংস্থা তাদের মঞ্চ সফল প্রযোজনা ঋত্বিক কুমার ঘটক রচিত ও অমিত ঘোষ নির্দেশিত- 'জ্বালা' পরিবেশন করে। এ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিউলি অধিকারী, দিকজয় ভৌমিক, প্রবীরকুমার পণ্ডিত, প্রজ্ঞাময় মজুমদার, দেবস্মিতা ঘোষ, গণেশ ঘোষ এবং অমিত ঘোষ। আবহ নির্মাণ ও প্রক্ষেপণে ছিলেন যথাক্রমে অনন্যা সরকার ও হিমানী অধিকারী। অপূর্ব সরকারের আলোর কাজ নাটকটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। রূপসজ্জায় অলোক রায়। মঞ্চসজ্জায় উল্লেখযোগ্য অলোক, প্রবীর, গণেশ এবং অর্ণব।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

এক সন্ধ্যায় শত রবিগান

ছন্দোবদ্ধ।। *ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট প্রেক্ষাগৃহে শত রবিগানের সন্ধ্যা। ছবি : সোহম কুলোভি*

সম্প্রতি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ শত রবিগানের সন্ধ্যা। আয়োজনে ছিল 'সুরঙ্গনা শিল্প ভারতী, বাকসাড়া হাওড়া'। ৩৯ জনের সম্মেলক দলটিকে পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সুমনা কুলোভি।

পূজা-ব্রহ্মসংগীত, প্রেম, ঋতুরঙ্গ, স্বদেশ, বিচিত্র, কাব্যগীতি, নাট্যগীতি, নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের সমন্বয়ে যে অর্ঘ্য গাঁথা হয়েছে তা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর এ এক অভিনব প্রয়াস ছিল। প্রতিটি পর্বে যাওয়ার পূর্বে ছ'জন সংগীতশিল্পী ভাষ্যপাঠে বুঝিয়ে দেন কোন পর্যায়ের গান গীত হতে চলেছে। পুজো পর্যায়ের 'প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী' কাফি রাগ ও ঝাঁপতালে নিবদ্ধ দিয়ে সূচনা হয়। ১১টা গানের পরে 'ঋতুরঙ্গশালা'র ৬টি স্বল্পশ্রুত ও নাতিদীর্ঘ গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। 'নমো নমো হে বৈরাগী' দিয়ে শুরু ও 'নমো নমো তুমি সুন্দরতম' দিয়ে শেষ হয়। প্রেম পর্যায়ের গান শুরু হয় 'বল গোলাপ মোরে বল'। ৩টি গান পরপর গাওয়া হয়। ঘনঘোর বর্ষার রূপ নামিয়ে আনা হয় 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' দিয়ে। শরৎকালকেও আনা হয় এখানে। 'শারদোৎসব' থেকে পাই 'নব কুন্দধবলদল সুশীতলা' ও 'শিউলি ফুল' গান দুটিকে। বসন্তকে পাই 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে'। ছোট করে কবির প্রিয় ঋতু তিনটিকে মঞ্চস্থ করা হয়।

নাট্যগীতি- কাব্যগীতি- নৃত্যনাট্য -গীতিনাট্য পর্বে শোনা যায় ৩৩টি গান। ছুঁয়ে যায় 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'পরিশোধ' (শ্যামা), 'নটরাজ', 'কালমৃগয়া', 'তাসের দেশ'। এখানে থেকে 'চলেছে হিয়া পলাতকা হিয়া', ও কেন ভালোবাসা, 'বড় থাকি কাছাকাছি', 'মলিন মুখে ফুটুক হাসি' গানগুলি মন ছুঁয়ে যায়। বিচিত্র পর্যায়ের ৫টি গান পাই নানা পর্বে। একইভাবে আসে স্বদেশ পর্যায়ের ৩টি গান উল্লেখযোগ্য। প্রেম ও পূজা পর্যায়ের মোট গীত গান ৪২টি। প্রকৃতির কাছে থেকে যে শিক্ষা পাঠ আমাদের প্রতিদিনের সেখান থেকে ১০টি গানকে আলাদাভাবে রাখা হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে 'ওই মহামানব আসে' গানটির সুরমাধুর্য যথাযথ ছিল। সংগীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশিত হয় বিশেষ কয়েকটি গানে। শিশুদের নৃত্য উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শকদের মনে খুবই আনন্দ দেয়।

দাদরা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল, ঝম্পক, ঝাঁপতাল, নবতাল, ষষ্ঠীতাল, তেওড়া, চৌতাল, সুরফাঁকতাল খেমটা, ধামার, আড়া চৌতাল ও বাউলাঙ্গের আধারে মোট ১০০টি রবিগান উপস্থাপিত করেন সংগীতশিল্পী সুমনা কুলোভির নেতৃত্বে শিল্পীবন্ধুরা। তালবাদ্যে সংগত করেন কাঞ্চন দে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কমল কর।

–পাপিয়া মিত্র

জলপরির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল

কৌতূহল ছিল জলপরির ডানা দেখার। কিন্তু দেখা হল না। 'ডাঙ্গায় জলপরিদের ডানা অদৃশ্য থাকে, দেখা যায় না।' সারা শরীরে হাসি ছড়িয়ে বললেন সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি সম্মানে ভূষিত কলকাতার বিশিষ্ট ওয়াটার ব্যালে এবং ওড়িশি নৃত্যশিল্পী বিদূষী সুতপা তালুকদার। ওড়িশি নৃত্যের প্রকরণ ও প্রেক্ষাপট নিয়ে ওয়ার্কশপের সূত্রে সম্প্রতি জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি ঘুরে গেলেন এই শিল্পী। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে শিলিগুড়ির বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রাবণী চক্রবর্তীর। সেই সূত্রে শ্রাবণীর নৃত্যমঞ্জিল অ্যাকাডেমিতেই বসেছিল শিলিগুড়ির ওয়ার্কশপের আসর। তিনদিন ধরে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশজনেরও বেশি শিল্পী এখানে প্রশিক্ষণ নেন। এদের মধ্যে যেমন ছিল শিক্ষার্থী শিশুশিল্পীরা তেমনি ছিলেন ওড়িশি নৃত্য বিশেষজ্ঞ ডঃ দৃপ্তা মুখার্জি চক্রবর্তীর মতো নৃত্যগুরুরাও।

সুতপা তালুকদার।

বাংলার এই মাটিতে ওয়াটার ব্যালে এবং ওড়িশি নৃত্যকলাকে যাঁরা জনপ্রিয় করেছেন তাঁদের মধ্যে সুতপা অবশ্যই প্রথম সারিতে থাকবেন। আর শুধু ওড়িশি নয়, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্য ও ছৌ সহ অন্যান্য নৃত্যকলা মিশিয়ে জলে, স্থলে তিনি যে মায়াজাল রচনা করতে পারেন তার তুলনা মেলা ভার।

গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের কাছে তালিমপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান এই শিল্পী বলছিলেন 'এখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৃত্য নিয়ে অসম্ভব খিদে রয়েছে। আর খিদে না থাকলে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এটা ভালো দিক।' বললেন, 'কলকাতা-মুম্বইয়ের ছেলেমেয়েরা এ নিয়ে শেখার অনেক সুযোগ পায়। এখানকার ছেলেমেয়েদের সে সুযোগ সীমিত। তবে আমি আবার এখানে আসতে চাই। ভালো শিষ্য পাওয়াও একজন গুরুর কাছে ভাগ্যের ব্যাপার।'

অনুষ্ঠান নিয়ে বিভিন্ন দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'জাপানে দেখেছি চর্চা এবং নিয়মানুবর্তিতা ছোটবেলা থেকে কীভাবে তাদের শিশুদের অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হয়।' তাঁর আক্ষেপ, 'আমরা নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে বড়ই শিথিল।' এই শিল্পী উত্তরবঙ্গে আবার শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে আসতে চান। তাঁর মতে, সরকারি উদ্যোগে এই চর্চা আরও প্রসারিত হওয়া দরকার। তিনি বলেন, 'আমি আমার প্রণম্য গুরুদের কাছ থেকে যা শিখেছি তার সবই এই প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে উজাড় করে দিয়ে যেতে চাই।'

– ছন্দা দে মাহাতো

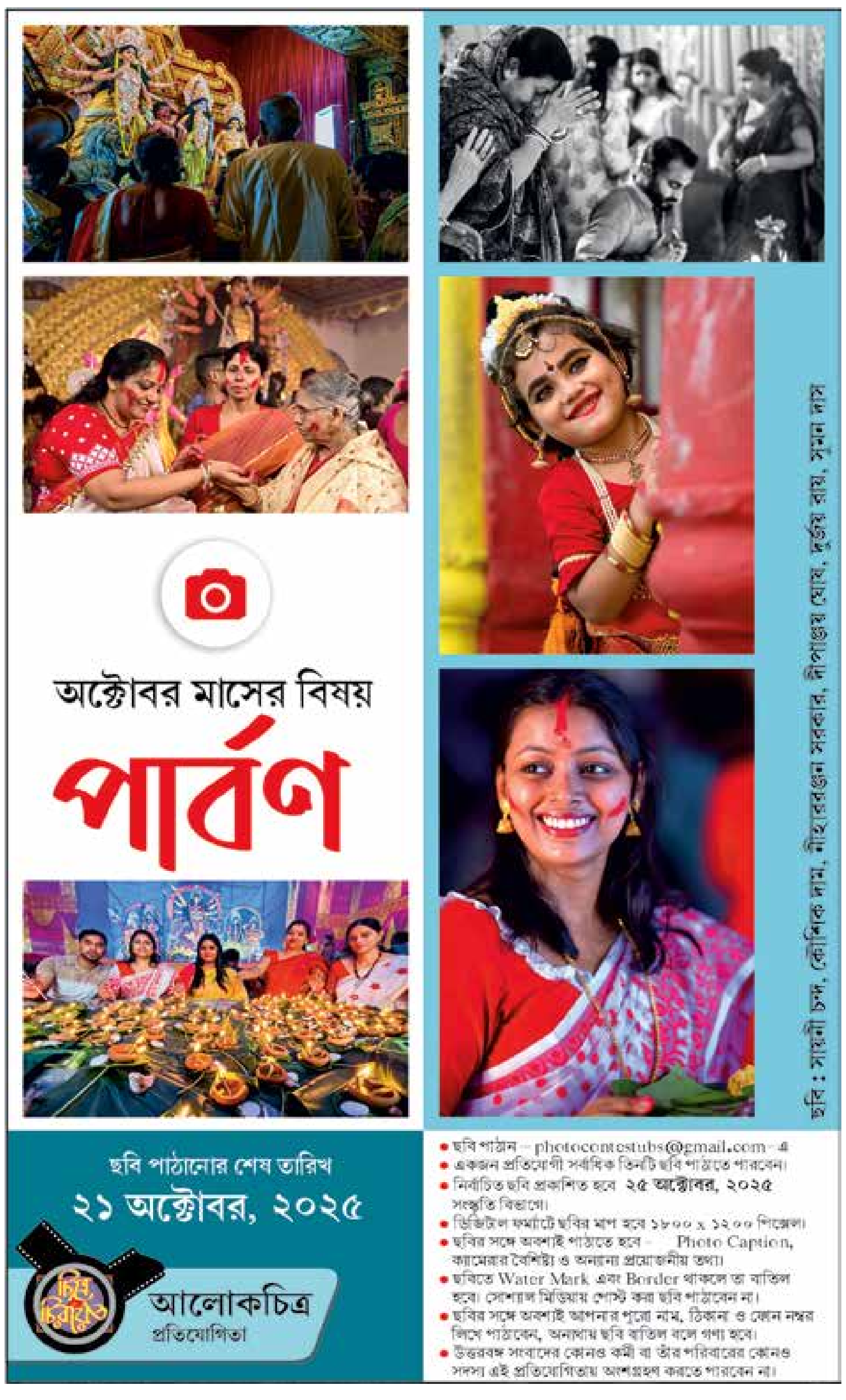

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

গুজরাটে নতুন মন্ত্রীসভা

গান্ধিনগর, ১৭ অক্টোবর : শুক্রবার ২৫ জনের নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হল গুজরাটে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভী এদিন রাজ্যের নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন। মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়েছেন ভারতের জাতীয় দলের ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবাও। তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এদিন রাজভবনে রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান। ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটে হর্ষ সাংভী এক লক্ষেরও বেশি ভোটে আপ প্রার্থীকে পরাজিত করেছিলেন। জাতপাতের অঙ্কে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়েছে। ৮ জন ওবিসি, ৬ জন পতিদার, ৪ জন আদিবাসী, ৩ জন তপশিলি জাতি, ২ জন ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ও জৈন (লঘুমতি) সম্প্রদায়ের একজন করে মন্ত্রী হয়েছেন এবার। ২০২৭ সালের বিধানসভা ভোটের আগে গুজরাট মন্ত্রীসভায় এহেন রদবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মূলস্রোতে ২১০ মাওবাদী

রায়পুর, ১৭ অক্টোবর : একসঙ্গে ২১০ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করলেন। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের আত্মসমর্পণ করলেন তাঁরা। এই নিয়ে পরপর তিনদিন প্রায় ৪৫০ জন মাওবাদী সমাজের মূলস্রোতে ফিরলেন। একের পর এক শীর্ষ কমান্ডারের মৃত্যু মাওবাদীদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। সরকারের প্রস্তাব মেনে আত্মসমর্পণের প্রবণতা বেড়েছে মাওবাদীদের মধ্যে।

স্বস্তিতে রাজীব কুমার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : সারদা চিটফান্ড মামলায় বড় স্বস্তি পেলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সিবিআইয়ের করা আবেদন খারিজ করে তাঁর আগাম জামিন বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা আট সপ্তাহ পর মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ একথা জানিয়েছে।

আলোয় ঢেকে যাক আঁধার... *দেওয়ালির আগে নয়াদিল্লির এক দোকানে ভিড় ক্রেতাদের।*

বিহার মহাজোটে ঘোঁটে বিড়ম্বনা

পাটনা, ১৭ অক্টোবর : আসনরফা চূড়ান্ত না হওয়ার মাশুল গুনছে বিরোধী মহাজোট। রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে একাধিক আসনে মহাজোটের এক শরিকের সঙ্গে অপর শরিকের সম্মুখসমর শুরু হয়েছে। কোথাও আরজেডি বনাম কংগ্রেস, আবার কোথাও কংগ্রেস বনাম বামেদের লড়াই হচ্ছে। যা নিয়ে মহাজোটের অন্দরেই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। বৈশালী আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব কুমারের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন আরজেডির অজয় কুশওয়াহা। লালগঞ্জ আসনে আরজেডির শিবানীর সঙ্গে লড়াই হচ্ছে কংগ্রেসের আদিত্যকুমার রাজার। গৌরা বাউরাম আসনে আরজেডির আফজল আলি খানের বিরুদ্ধে ভিআইপি সুপ্রিমো মুকেশ সাহনির ভাই সন্তোষ সাহনি প্রার্থী হয়েছেন। রোসেরা কেন্দ্রে সিপিআইয়ের লক্ষণ পাসোয়ানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ছেন ভিকে রবি। রাজাপাকারে কংগ্রেসের প্রতিমা দাসের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন লিবারেশনের মোহিত পাসোয়ান। বিহারশরিফেও কংগ্রেসের উমের খানের সঙ্গে সিপিআইয়ের সতীশ যাদবের লড়াই হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কংগ্রেস ৪৮ আসনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে। এদিন ছিল প্রথম দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন। এদিকে শুক্রবার থেকে নির্বাচনি প্রচার শুরু করেছে এনডিএ। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি একাধিক জনসভা করেন। অন্যদিকে বিহারে ভোটের সময় নগদ টাকা, মাদক, মদ দিয়ে যাতে ভোটারদের প্রলোভন দেখানো না যায় তার জন্য কোমর বেঁধেছে নির্বাচন কমিশন। এদিন সিইসি জ্ঞানেশ কুমার, ইসি সুখবীর সিং সান্ধু, বিবেক যোশি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন।

নিহত দলিতের বাড়িতে রাহুল : গণপিটুনিতে নিহত দলিত তরুণ হরিওম বাল্মীকির পরিবারের সঙ্গে শুক্রবার দেখা করলেন রাহুল গান্ধি। তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি যোগীরাজ্যে দলিত অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেও তোপ দেগেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। রায়বেরেলির কংগ্রেস সাংসদ হরিওম বাল্মীকির বাড়িতে প্রায় ২৫ মিনিট ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপ

ওয়াশিংটন, ১৭ অক্টোবর : রাশিয়ার সাঁড়াশি আক্রমণে চাপে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, শিল্পাঞ্চল, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হাতছাড়া ইউক্রেনের। সামরিক সহায়তার জন্য হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন জেলেনেস্কি। কিন্তু তার আগে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। আলোচনায় স্থির হয়েছে ইউক্রেন জট কাটাতে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে দুই শীর্ষনেতা মুখোমুখি আলোচনায় বসবেন। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'শীর্ষ বৈঠকের রূপরেখা স্থির করতে বিদেশসচিব মার্কো রুবিও রাশিয়ার শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।'

সর্বোচ্চ অঙ্কে

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর : টানা তিনদিনের উত্থানে এক বছরের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছল সেনসেক্স ও নিফটি। যথাক্রমে ৮৪১৭২ এবং ২৫৭৮১.৫০ পয়েন্টে পৌঁছে নয়া রেকর্ড হয়েছে। দিনের শেষে সামান্য নেমে সেনসেক্স ৮৩৯৫২.১৯ এবং নিফটি ২৫৭০৯.৮৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এদিন দুই সূচকের উত্থান যথাক্রমে ৪৮৫ এবং ১২৫ পয়েন্ট। টানা তিনদিন সেনসেক্স উঠল ১৯০০ পয়েন্ট। একইভাবে নিফটিও ২.২ শতাংশ উঠেছে।

সমীক্ষা নভেম্বরে

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : গোটা দেশে জনগণনা হবে ২০২৭-এ। সেই সমীক্ষার আগে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে সমীক্ষা চালানো হবে। এই সমীক্ষা চলবে ১০ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। নাগরিকরাও ইচ্ছা করলে এতে অংশ নিতে পারেন। ১ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁরা ডিজিটাল মাধ্যমে ফর্ম পূরণ করে ব্যক্তিগত তথ্য জমা করতে পারবেন।

হামলায় নিহত ৭ পাক সেনা

ইসলামাবাদ, ১৭ অক্টোবর : আফগানিস্তানের সঙ্গে ৪৮ ঘণ্টার অস্ত্রবিরতি চুক্তির দু'দিন কাটতে না কাটতেই আফগান সীমান্তবর্তী এলাকায় বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি সহ আত্মঘাতী হামলায় মৃত্যু হল কমপক্ষে সাতজন পাকিস্তানি সেনার। জখম আরও অন্তত জনা তেরো। শুক্রবার উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানের একটি সামরিক ঘাঁটিতে এই হামলা হয়। পাকিস্তানি গণমাধ্যম সূত্রে খবর, হামলার পিছনে রয়েছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিরা।

মূর্তিদের কটাক্ষ সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর : 'জাতি সমীক্ষা'য় অংশ না নেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিলেন ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তি এবং তাঁর স্ত্রী সুধা মূর্তি। সুধা জানিয়েছিলেন, তাঁরা কোনও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন। সেই কারণে এই ধরনের সমীক্ষায় তাঁরা অংশ নেবেন না।

এই প্রেক্ষিতে মূর্তি পরিবারের উদ্দেশে কড়া কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কোনও পশ্চাৎপদ শ্রেণির সমীক্ষা নয়, এটি গোটা জনগণের গণনা। আমরা বহুবার বলেছি। তাঁরা যদি না বোঝেন, আমি কী করব? ইনফোসিস বলেই কি সব জানেন?'

স্বাক্ষর ২৫ দলের, দূরে থাকল বামেরা

জুলাই সনদে সই নেই এনসিপি'রই

ঢাকা, ১৭ অক্টোবর : বহু টানাপোড়েনের পর শেষপর্যন্ত দিনের আলো দেখল জুলাই সনদ। বিএনপি, জামায়াতে সহ বাংলাদেশের ২৫টি রাজনৈতিক দল সনদে স্বাক্ষর করলেও মূলত যাদের দাবি মেনে জুলাই সনদ তৈরি হয়েছে সেই এনসিপিই এদিনের অনুষ্ঠান বর্জন করেছে। হাসিনা বিরোধী ছাত্র নেতাদের নিয়ে তৈরি দলটির অভিযোগ, তাদের দাবি-দাওয়াকে সনদে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বাসদ সহ বাংলাদেশের ৪টি কমিউনিস্ট দলও জুলাই সনদ বর্জন করেছে।

শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান চত্বরের আশপাশে বিক্ষোভ দেখিয়েছে ছাত্র-জনতা। জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। তবে লাঠি, জল কামান ও কাঁদানে গ্যাসের সাহায্যে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা আওয়ামি লিগকে সনদ সংক্রান্ত ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা থেকেই বাদ রাখা হয়েছিল। জুলাই সনদ থেকে এনসিপি ও ছাত্র-জনতার বড় অংশের দূরত্ব তৈরি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণের সূচনা করল কি না তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

কমিশনের সহ সভাপতি আলি রিয়াজ। তিনি বলেন, 'মতপার্থক্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি এই সনদের বাস্তবায়নের ব্যাপারে একমত হবে বলে আমরা আশাবাদী।' এনসিপি নেতাদের উদ্দেশে বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফকরুল ইসলাম আলমগিরের কটাক্ষ, 'আমি মনে করি যে এটা বিচক্ষণতার অভাব হয়েছে তাদের, নাহলে তারা অবশ্যই এটায় সই করত।' এই সনদ 'পুরো পৃথিবীর জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে' বলে মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

ক্যাম্পাসে ছাত্রীকে ধর্ষণে ধৃত সহপাঠী

বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর : বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাসে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এক জুনিয়ার সহপাঠীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন সেভেন্থ সিমেস্টারের এক ছাত্রী। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ছাত্র জীবন গৌড়া (২২)-কে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হলে তাকে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ১০ অক্টোবর কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরেই এই ঘটনা ঘটে। নির্যাতিতা ছাত্রীটি প্রথমে ঘটনার আকস্মিকতা ও লজ্জায় অভিযোগ জানাতে পারেননি। দিন পাঁচেক পরে বাবা-মা'কে সঙ্গে নিয়ে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় হনুমন্তনগর থানায়। অভিযোগ অনুযায়ী, কিছু জিনিস নেওয়ার জন্য ছাত্রীটি অভিযুক্তের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানেই অভিযুক্ত ছাত্রটি তাঁকে প্রথমে চুমু খেতে চায়। তিনি বাধা দিলে জীবন তখন তাঁকে জোর করে আর্কিটেকচার ব্লকের সাত তলায় ছেলেদের শৌচাগারে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। নির্যাতিতার সঙ্গে অভিযুক্তের পূর্বপরিচয় থাকলেও কোনওরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে দু'জনেরই ফরেন্সিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় তদন্তে কিছুটা জটিলতা তৈরি হয়েছে।

চোর সন্দেহে তিন বাংলাদেশি খুন ত্রিপুরায়

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর : চোরাকারবারি সন্দেহে ত্রিপুরার বিদ্যাবিল গ্রামে খুন করা হয়েছে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ১৫ অক্টোবর রাতে। ওইদিন সীমান্ত পেরিয়ে আসা কয়েকজন বাংলাদেশি গবাদি পশু চুরির চেষ্টা করেছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দিলে দা ও ছুরি নিয়ে তারা হামলা চালায়। এতে এক গ্রামবাসী নিহত হলে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। আত্মরক্ষায় পালটা হামলায় দুই বাংলাদেশি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও একজনের।

এই ঘটনাকে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' বলে উল্লেখ করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। একই সঙ্গে তারা নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে। উলটোদিকে ভারত জানিয়েছে, ঘটনাটি আগাগোড়া ভারতীয় ভূখণ্ডে ঘটেছে এবং মৃতদেহগুলি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হয়েছে। সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে যৌথ প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছে দিল্লি।

জুবিনের মৃত্যু স্বাভাবিক সিঙ্গাপুর পুলিশ

সিঙ্গাপুর ও গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর : অনুরাগী, ভক্তরা যে অভিযোগই তুলুন না কেন, জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় ক্লিনচিটই দিল সিঙ্গাপুর পুলিশ। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স জানিয়েছে, জুবিন মৃত্যুর ঘটনায় কোনও সন্দেহজনক কাজকর্ম ঘটেনি। তবে তদন্ত এখনও চলছে। প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট ভারতীয় হাইকমিশনের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কামরূপে গিয়ে জুবিনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'জুবিনদা কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো সৎ, দৃঢ় এবং সুন্দর। জুবিনদার পরিবার এবং অসমের মানুষ সত্য এবং ন্যায়বিচার ছাড়া আর কিছুই চান না। সরকারের উচিত দ্রুত ও স্বচ্ছ তদন্ত নিশ্চিত করা।'

ঘরোয়া টোটকায় শব্দ হবে জব্দ

পিঠে কুলো না বেঁধে কানে 'তুলো' দিন

শব্দ যখন ব্রহ্ম নয় আক্ষরিক অর্থে দৈত্য, তখন তো কানের সাড়ে বারোটা। শব্দবাজির হাত থেকে রক্ষা পেতে কী করবেন? কোন কোন ঘরোয়া টোটকা মেনে চলবেন? রইল যাবতীয় টিপস

শব্দ থাকুক পাতায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! কালীপুজোর সপ্তাহকাল জুড়ে শব্দদৈত্যের বরং উৎপাত। বাজির আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে ১৪০-১৫০ ডেসিবেলে। এতে কিন্তু বধির হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা তৈরি হয়।

বিজ্ঞান বলছে, সাধারণত আমাদের কথাবার্তার আওয়াজ ৬০ ডেসিবেলের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। শহুরে কোলাহল অবশ্য ৮৫-৯০ ডেসিবেলে চলে যায়। কিন্তু যে শব্দবাজির আওয়াজ হয় মারাত্মক। এতে কান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিশেষ করে যাঁদের একটু কানের সমস্যা রয়েছে, যাঁরা কানে কম শোনেন তাঁদের শব্দবাজি থেকে দূরে থাকাই ভালো। একইভাবে গর্ভবতী মহিলাদেরও বাজির শব্দ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ, অতিরিক্ত শব্দে ভ্রূণের ক্ষতি হয়। এতে গর্ভস্থ শিশুর মধ্যেও প্রভাব পড়ে। এছাড়া নবজাতক ও শিশু বা বাচ্চাদের শব্দবাজির থেকেও দূরে রাখা উচিত।

সত্যি বলতে, আমাদের কান, চোখ, ফুসফুস ভালো রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হল বাজি ফাটানো থেকে দূরে থাকা। বরং আলোর উৎসব হয়ে উঠুক আলোকময়। বাজি ফাটাতে গিয়ে জীবন বাজি রাখার কোনো মানে হয় না। আর এতেই পরিবেশ ভালো থাকে। আপনি-আমি রোগের প্রকোপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত থাকতে পারি। কোনও ধরনের শারীরিক অসুস্থতা থাকলে, কোনোভাবেই শব্দবাজি বা আতসবাজির ধারেকাছে ঘেঁষবেন না। আতসবাজির প্রদর্শন দেখতে হলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। এতে বাজির শব্দ ও ধোঁয়া আপনার উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে না। সেইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ কানের কোষগুলি উচ্চ শব্দে ক্ষতিগ্রস্তও হবে না।

শব্দবাজির হাত থেকে কানকে সুরক্ষিত রাখতে আপনি ঘরোয়া টোটকাও মেনে চলতে পারেন। নারকেল তেলে তুলো ভিজিয়ে নিন। তুলোটা ভালো করে নিংড়ে বল বানিয়ে ফেলুন। এবার ওই তুলো কানে আটকে দিন। খুব ছোট তুলোর বল ব্যবহার করবেন না। এতে কানের ভিতর তুলো আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুধু তুলো ব্যবহার করলে সবসময় সেটা এয়ার টাইট হয় না। তাই নারকেল তেল ব্যবহার করুন।

অনেক সময় অতিরিক্ত আওয়াজের কারণে কানে তালা ধরে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে অনেক সময় কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু একদিন মতো পরও যদি দেখেন কানে তালালাগা ঠিক হচ্ছে না, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ভাইফোঁটায় ইলিশ সস্তা!

পাতে পড়ুক ইলিশ রেজালা। একেবারে টাটকা খবর, ভাইফোঁটার বাজারে সস্তা হতে চলেছে ইলিশ। তাহলে ভাইয়ের পাত ইলিশ ছাড়া অসম্ভব।

যা যা লাগবে

ইলিশ মাছ ১টি (মাঝারি আকারের), পেঁয়াজ মিহি করে কাটা আধকাপ, আদাবাটা ১ চা চামচ, রসুনবাটা আধ চা চামচ, পোস্তবাটা আধ চা-চামচ, টক দই আধকাপ, গোটা এলাচ ও দারুচিনি ২টি করে, তেজপাতা ২টি, হলুদ ও লংকার গুঁড়ো ১ চা চামচ করে, ১০. কাঁচালংকা ৫-৬টি, আলু বোখারা ৩টি, বাদাম বাটা ১ চা চামচ, তেল পরিমাণমতো, লবণ পরিমাণমতো, চিনি স্বাদ অনুযায়ী।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে ইলিশ মাছের টুকরোগুলো ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে সোনালি ভেজে নিন। পেঁয়াজ ভাজা হলে আদা ও রসুন বাটা দিয়ে হলুদ গুঁড়ো, লংকাগুঁড়া, পোস্তবাটা, টক দই, এলাচ, দারুচিনি এবং লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে মশলা কষিয়ে নিন।

মশলা কষানো হলে ইলিশ মাছ দিয়ে তাতে চিনি, আলু বোখারা, বাদাম বাটা কাঁচালংকা ও প্রয়োজন হলে অল্প জল দিয়ে ১০ মিনিট ওভেনে দমে রাখুন। যাতে মশলার সুগন্ধ মাছের ভেতর ভালোভাবে মিশে যায়। হয়ে গেলে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু ইলিশ মাছের রেজালা।

পুরোনো গয়নায় আসুক নতুনের উজ্জ্বলতা

উৎসবের ছোঁয়া। আর সেই ছোঁয়া থেকেই উত্তর ভারতের উৎসব এখন বঙ্গজুড়ে। ধনতেরাস। উচিত কথায়, ধনত্রাস। কারণ, সোনা যেভাবে দিনে দিনে আকাশ ছুঁয়ে চলেছে, তাতে সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগাল পাওয়া বেশ মুশকিল। যতই হোক আজ ধনতেরাসের উৎসব আয়োজন। যদি নতুন সোনা কিনতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই, যদি কিনতে না পারেন তাহলেও ধনতেরাস পালনে খামতি থাকবে না। এক কাজ করুন, লকারে বা বাড়িতে গচ্ছিত থাকা মা-ঠাকুমাদের গয়নাগুলো বের করুন। যদি দেখেন, সেইসব গয়নার ঔজ্জ্বল্য কিছুটা ম্লান বলে মনে হচ্ছে, তাহলে জানবেন সেগুলো জমে থাকা ধুলো, ঘাম, কালচে দাগের কারণে।

কীভাবে ফিরে পাবেন পুরোনো গয়নার দীপ্তি। জেনে নিন টিপসগুলো।

টুথপেস্টে বাজিমাত: যে টুথপেস্টে দাঁত মাজেন, সেই টিউবের খুদে খুদে অক্ষরে একটু চোখ বোলান। দেখে নিন, সেটি হালকা নন জেল টুথপেস্ট কিনা! এরপর সেই টুথপেস্ট নরম ব্রাশে লাগান। গয়নার উপর আলতো ভাবে ঘষতে থাকুন। দেখবেন গয়নার মধ্যে জমে থাকা ধুলো-ময়লা নিমেষে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সোনার আসল চকচকে ভাব ফিরে আসবে।

সাবান ও হালকা গরম জল: একটি পাত্রে গরম জল নিন। এরপর তাতে হালকা তরল সাবান মানে যে কোন ডিস ওয়াশার বা বেবি শ্যাম্পু মিশিয়ে নিন। তারপর গয়নাটিকে কয়েক মিনিট সেই জলে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর নরম ব্রাশ দিয়ে আলতো করে ঘষলে ময়লা বেরিয়ে যাবে। সেই গয়না আপনি ধনতেরাস বা কালীপুজোর দিন অনায়াসে পরতে পারেন।

লেবু ও বেকিং সোডার ক্যারিশমা : এক চামচ বেকিং সোডার মধ্যে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। পেস্ট তৈরি করুন। এরপর সেটি নরম কাপড়ের মধ্যে নিয়ে ভালোভাবে গয়নার উপর ঘষুন। পাঁচমিনিট মতো রেখে দিন। তারপর উষ্ণ গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, ধনতেরাসে পুরোনো গয়নায় কেমন নতুনের জেল্লা এসেছে।

ধনতেরাসে ঝাড়ু কিনবেন?

আপনি কি জানেন, ধনতেরাসের দিন নতুন ঝাড়ু কিনতে হয়! ভুরু কুঁচকে বলবেন, কিন্তু কেন? সত্যিই তো, আপনার মতো বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর কাছে ঝাড়ু কেনার তাৎপর্য এবং মাহাত্ম্য ফলাও করে বলার কোনও মানে হয় না। এই প্রতিবেদন তাঁদের কথা ভেবেই তৈরি, যাঁরা প্রচলিত লোকবিশ্বাসে অনেক সময় ভরসা রাখেন।

হিন্দু ধর্মে ধনতেরাসের গুরুত্ব অপরিসীম। কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ধনতেরাস উৎসব পালিত হয়। এদিন সোনা-রুপো, বাসনপত্রের মতো ঝাড়ু কেনাও অনেকে শুভ বলে মনে করেন। বলা হয়, ত্রয়োদশী তিথিতে ঝাড়ু কিনলে মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হন। কিন্তু যে-সে ঝাড়ু কিনলে হবে না। মাথায় রাখতে হবে এইসব বিষয়।

কী ধরনের ঝাড়ু কিনবেন?

মনে করা হয়, ধনতেরাসের দিন ঝাড়ু কিনলে পকেট ভরে যায়। পরিবারে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তবে শুধুমাত্র ঝাড়ু কিনলেই হবে না। ফুলের সঙ্গে ঝাড়ু কিনবেন। কিচেন বা বেডরুমে নতুন ঝাড়ু রাখবেন না। খাটের নীচে বা আলমারির নীচে ঝাড়ু রাখতে নেই।

ঝাড়ু কেনার সময় খেয়াল রাখবেন, যেন সেটি পাতলা না হয় অথবা শুকিয়ে না যায়। এর কাঠিগুলো ভালো অবস্থায় থাকতে হবে। যত ঘন হবে তত ভালো। ভাঙা বা বাঁকা ঝাড়ু কেনা উচিত নয়।

ধনতেরাসের দিন প্লাস্টিকের ঝাড়ু কিনবেন না। এই শুভ দিনে প্লাস্টিকের জিনিস কেনা উচিত নয়। প্লাস্টিককে অপবিত্র হিসাবে ধরা হয়। যা ধনতেরাসে কেনা অনুচিত। অশুদ্ধ ধাতু কিনলে তাতে ফল পাওয়া যায় না।

এবার বলি, ঝাড়ু ঘরে আনার পর কী করবেন সে বিষয়ে। ধনতেরাসের দিন নতুন ঝাড়ু আনার পর সরাসরি ব্যবহার করবেন না। প্রথমে পুরোনো ঝাড়ুর পুজো করুন, তারপর নতুন ঝাড়ুর গায়ে কুমকুম লাগান। তারপর এটি ব্যবহার করুন।

ভাইফোঁটা ২২ না ২৩? তিথি-শুভক্ষণ!

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। বাঙালির ঘরে ঘরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা। তবে অনেক বাড়িতে রয়েছে কিছু নিয়মভেদ। শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিনও বহু জায়গায় উদযাপিত হয় এই ভাইফোঁটা। কিন্তু এবছর ভাইফোঁটা কবে ঠিক কবে?

দিনক্ষণ

ভাইফোঁটা বা ভাইদুজ ২৩ অক্টোবর। এ বছর, কার্তিক শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে রাত ৮টা ১৬ মিনিটে শুরু হবে এবং ২৩ অক্টোবর রাত ১০টা ৪৬ মিনিট পর্যন্ত চলবে। বলে রাখি, জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে, ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটা উদযাপনকে সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়।

ভাইফোঁটার দিনে সম্ভব হলে ব্রহ্মমুহূর্তে প্রথমে স্নান সেরে নিন। থালায় সাজিয়ে দিন প্রদীপ, ধূপ, শঙ্খ, ধান, দূর্বা, কাজল, চন্দন, দই ও ঘি। এরপর মিষ্টিমুখের পালা। ভাইফোঁটা দেওয়ার সময় সবসময় ভাইকে উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করে বসাবেন।

ভূতচতুর্দশীতে ১৪ শাক কেন খাবেন, কীভাবে খাবেন

বলা হয়, কার্তিক মাসের ভূতচতুর্দশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছিলেন নরকাসুরকে। মনে করা হয়, নরকাসুররূপী রাজা বলি প্রতিবছর ভূতচতুর্দশীর দিন অসংখ্য ভুতপ্রেত নিয়ে মর্ত্যে নেমে আসেন মায়ের পুজো দিতে। ঠিক এই কারণে ভূতচতুর্দশীর আরেক নাম নরক চতুর্দশী।

কেন খাবেন ১৪ শাক?

অনেকে মনে করেন, এই দিন প্রেতলোক থেকে সমস্ত ভূতপ্রেত নেমে আসেন মর্ত্যে। আবার অনেকে মনে করেন, এই দিন স্বর্গ এবং নরকের দরজা খুলে যায়। মনে করা হয়, এই দিন ১৪ শাক খেলে পূর্বপুরুষ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মাকে মুক্তি দেন যমরাজ, তাই ভূতচতুর্দশীর দিন পূর্বপুরুষদের আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই মূলত ১৪টি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং খাওয়া হয় ১৪ শাক।

ভূতচতুর্দশীর দিন ১৪ শাক খাওয়ার পেছনে অন্যতম একটি কারণ হল, এই দিন ১৪ শাক খেলে বাড়ি থেকে অশুভ শক্তি বিদায় হয় বলে বিশ্বাস অনেকের। তবে অনেকেই আবার মনে করেন ঋতু পরিবর্তনের সময় শরীরকে রোগ বালাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এই ১৪ শাক।

১৪ শাক কী কী

পলতা, সর্ষে, নিমপাতা, শুশনি, জয়ন্তী, ওল, ভাটপাতা, কেঁউ, বেতো, গুলঞ্চ শাক, শাঞ্চে প্রভৃতি।

রাঁধবেন যেভাবে

কালো জিরে, রসুন, শুকনো লংকা, পাঁচফোড়ন দিয়ে রান্না করতে পারেন ১৪ শাক। অনেকে আবার বেগুন দিয়েও রান্না করেন। আপনি যেভাবে খেতে ভালোবাসেন, সেভাবেই রান্না করতে পারেন।

বলে রাখি, দ্রৌপদীর কাছে একবার শ্রীকৃষ্ণ এসে বলেন, খিদে পেয়েছে। তখন পাণ্ডব গৃহিণীর ভাঁড়ারে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ছিল শুধু শাক আর ভাত। তাই খেয়েই পরম তৃপ্তিতে ঢেঁকুর তোলেন শ্রীকৃষ্ণ।

ক্যানসার কোষের গোপন শক্তির উৎস খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা

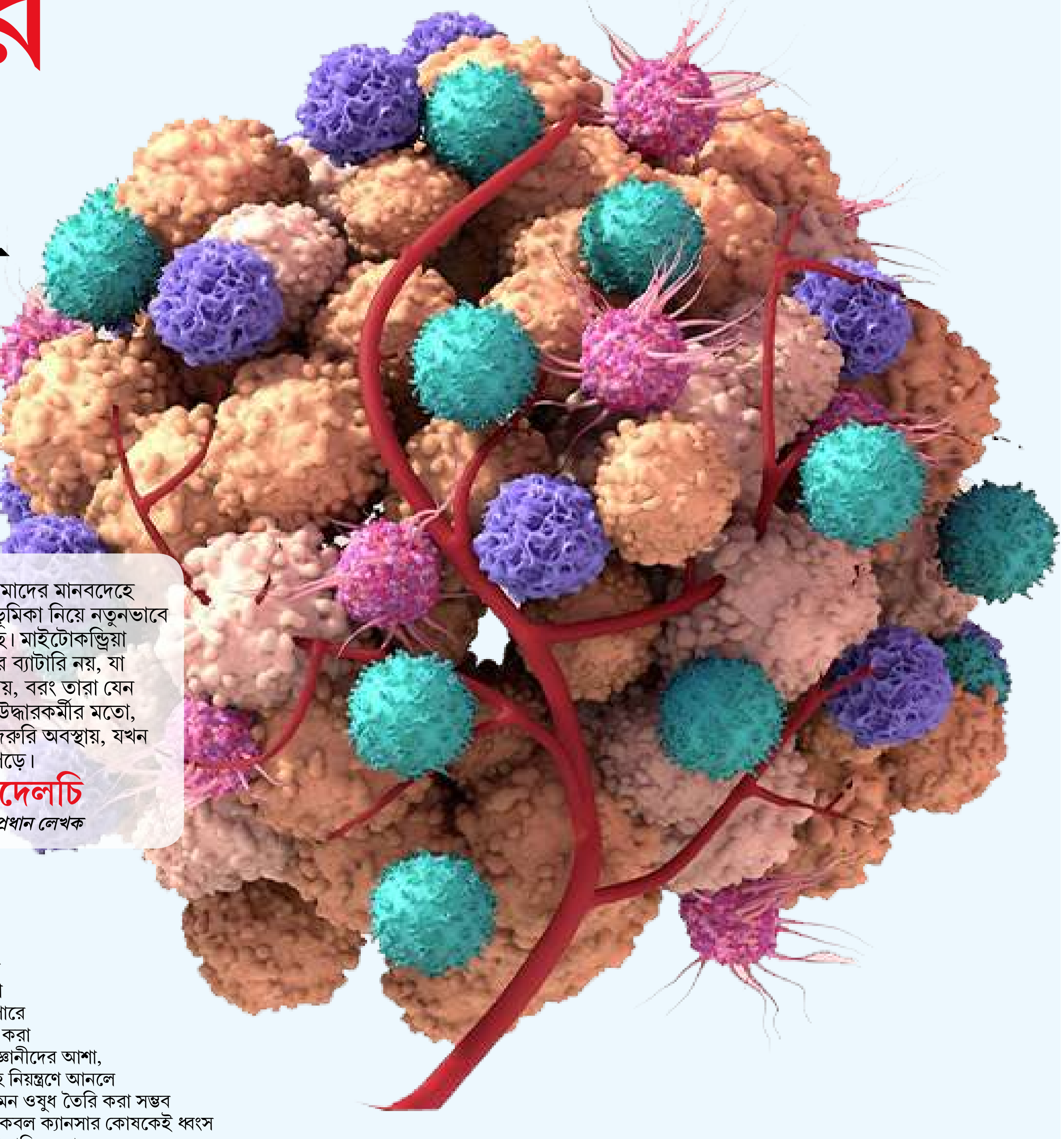

এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে ক্যানসারের চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাতে পারে। বিজ্ঞানীদের আশা, ক্যানসার কোষের শক্তির উৎস নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে ভবিষ্যতে হয়তো এমন ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হবে, যা কেবল ক্যানসার কোষকেই ধ্বংস করবে, স্বাভাবিক কোষকে নয়।

সুদীপ মৈত্র

ক্যানসার নিয়ে প্রচুর গবেষণা এবং আবিষ্কার হলেও, তা নিয়ে মাথাব্যথা মোটেই কমছে না। ক্যানসার কোষের বাড়বাড়ন্ত ঠেকিয়ে তাকে কবজা করতে নানা গবেষণা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ক্যানসার কোষের এমন এক নতুন কৌশল ধরে ফেলেছেন, যা কোষকে কঠিন সময়ে প্রয়োজনীয় শক্তি জুগিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। দেখা গিয়েছে, যখন ক্যানসার কোষ চাপের মধ্যে পড়ে বা সংকুচিত হয়, তখন তারা নিজেরাই নতুন শক্তির উৎস তৈরি করে নেয়। ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর 'বায়োপ্সি' খতিয়ে দেখে এই গবেষণা করেছে বার্সেলোনার 'সেন্টার ফর জিনোমিক রেগুলেশন' (সিআরজি) নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ওই গবেষণায় ক্যানসার কোষের গোপন শক্তির উৎসটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'নেচার কমিউনিকেশনস' জার্নালে।

বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পেয়েছেন, চাপের সময় মাইটোকন্ড্রিয়া ক্যানসার কোষের নিউক্লিয়াসের খুব কাছে চলে আসে এবং একটি বিশেষ কাঠামো তৈরি করে। এই কাঠামোটির নাম দেওয়া হয়েছে নিউক্লিয়ার-অ্যাসোসিয়েটেড মাইটোকন্ড্রিয়া বা ন্যাম। এই ন্যাম কাঠামোটি ঠিক যেন নিউক্লিয়াসের চারপাশে তৈরি হওয়া একটি আলোর বলয়। এই ন্যাম গঠনের মাধ্যমেই ক্যানসার কোষগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে জরুরি শক্তি (এটিপি) উৎপাদন করতে পারে। কঠিন সময়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কোষে শক্তি তৈরির হার বেড়ে যায় প্রায় ৬০ শতাংশ। এই অতিরিক্ত শক্তি ক্যানসার কোষগুলিকে প্রয়োজনীয় রসদ জুগিয়ে টিকে থাকতে সাহায্য করে।

এই অতিরিক্ত শক্তি ক্যানসার কোষকে নিজের ডিএনএ-র সক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সাধারণ কোষ সংকুচিত হলে ভেঙে পড়তে পারে, কিন্তু ক্যানসার কোষ এই বাড়তি শক্তির কারণে ক্ষতি মেরামত করে নিয়ে বেঁচে থাকে শুধু তা-ই নয়, ছড়িয়ে পড়তেও পারে!

“গবেষণার ফল আমাদের মানবদেহে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভূমিকা নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। মাইটোকন্ড্রিয়া আসলে কেবল স্থির ব্যাটারি নয়, যা কোষে শক্তি জোগায়, বরং তারা যেন দ্রুত সাড়া দেওয়া উদ্ধারকর্মীর মতো, যাদের ডাকা হয় জরুরি অবস্থায়, যখন কোষ চরম চাপে পড়ে।

ডঃ সারা সদেলচি
গবেষণাপত্রের সহ-প্রধান লেখক

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ক্যানসার টিউমারের সবচেয়ে আক্রমণাত্মক অংশে এই 'ন্যাম'গুচ্ছ বেশি দেখা যায়। যদি ন্যামগুচ্ছ তৈরি হওয়া বন্ধ করা যায়, তাহলে ক্যানসার কোষ দুর্বল হয়ে পড়বে। তারা এখন খুঁজছেন কীভাবে কোষের ভিতরের 'জালের মতো' গঠন ভেঙে দিয়ে এই শক্তির উৎসকে ঠেকানো যায়।

এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে ক্যানসারের চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের আশা, 'ন্যাম'গুচ্ছ নিয়ন্ত্রণে আনলে হয়তো এমন ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হবে, যা কেবল ক্যানসার কোষকেই ধ্বংস করবে, স্বাভাবিক কোষকে নয়।

বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, 'বাসযোগ্যতা' মানে এই নয় যে সেখানে সত্যিই প্রাণ রয়েছে। কিন্তু এই ফলাফল এনসেলাডাস ও বৃহস্পতির ইউরোপা চাঁদের মতো বরফাচ্ছন্ন জগৎগুলিকে ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানের প্রধান লক্ষ্য করে তুলেছে।

ঘরের কাছেই পড়শি নগর

শনির চাঁদে ইঙ্গিত প্রাণের

'ঘরের কাছে আরশিনগর সেথা পড়শি বসত করে।' লালনসাঁইয়ের গানের লাইনই মনে করিয়ে দিল সাম্প্রতিক একটি গবেষণা! মহাবিশ্বের কোনও কোণায় মানুষের কণামাত্র কোনও পড়শি আছে কি না, তা নিয়ে বহুকাল ধরেই গবেষণা চলছে।

নতুন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, শনির বরফে ঢাকা চাঁদ এনসেলাডাস হতে পারে ভিনগ্রহের প্রাণের উপযুক্ত আবাসস্থল। সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে নেচার অ্যাস্ট্রোনমি পত্রিকায়। তাতে এনসেলাডাসের বরফ কণায় জটিল জৈব যৌগের উপস্থিতি দেখিয়েছে।

জার্মানির স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল নাসার বহু পুরোনো ক্যাসিনি মহাকাশযানের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করেন। ক্যাসিনি ২০০৮ সালে এনসেলাডাসের দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি বরফগলিত ফাটলের মধ্য দিয়ে ছিটকে বেরোনো বরফ কণা সংগ্রহ করেছিল। সেই বরফ কণাগুলিতেই মিলেছে জীবনধারার মূল উপাদান — ইস্টার ও ইথার জাতীয় জৈব যৌগ।

গবেষক নোজায়ের খ্বাজা জানান, এই অণুগুলি পৃথিবীতে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর মতে, 'এনসেলাডাস এমন সব শর্ত পূরণ করছে, যা জীবনের উপস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয়।'

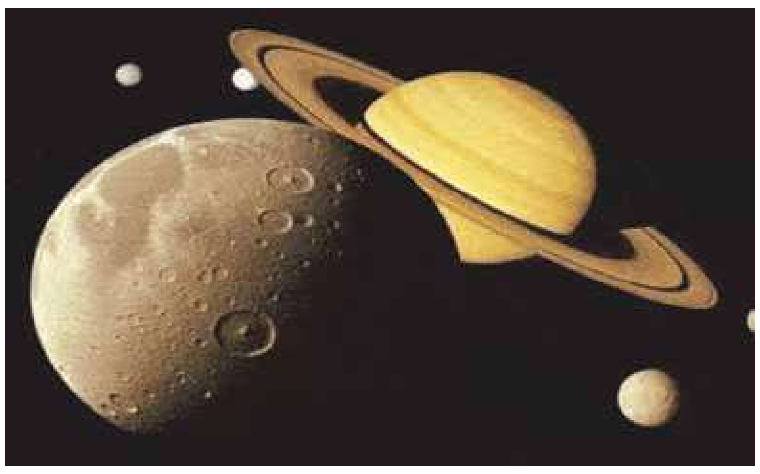

এনসেলাডাসের গড় তাপমাত্রা প্রায় -৩৩০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কিন্তু তার বরফের নীচে রয়েছে এক বিশাল উপসমুদ্র। দক্ষিণ মেরুর ফাটল থেকে জলের ধোঁয়া বা প্লুম নির্গত হয়, যা বলে দেয়—ভিতরে সম্ভবত হাইড্রোথার্মাল কার্যকলাপ চলছে, যেমন পৃথিবীর সমুদ্রতলীয় আগ্নেয় অঞ্চলগুলিতে দেখা যায়। এই তাপ ও খনিজ পদার্থ মিলে জীবনের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

ক্যাসিনির সংগৃহীত নতুনতর বরফ নমুনাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, এগুলি পুরোনো কণার তুলনায় অনেক বেশি পরিষ্কার এবং মহাজাগতিক বিকিরণে পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। তাই এগুলি থেকেই এনসেলাডাসের ভিতরের পরিবেশ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ধারণা করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা।

তবে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, 'বাসযোগ্যতা' মানে এই নয় যে সেখানে সত্যিই প্রাণ রয়েছে। কিন্তু এই ফলাফল এনসেলাডাস ও বৃহস্পতির ইউরোপা চাঁদের মতো বরফাচ্ছন্ন জগৎগুলিকে ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানের প্রধান লক্ষ্য করে তুলেছে।

ধরা পড়ল বিজ্ঞানীদের ক্যামেরায়

নবীন গ্রহের জন্মের প্রথম শুভক্ষণ

এতদিন যা ছিল নিছক তত্ত্বের গভীরে, এবার তা ধরা পড়ল বিজ্ঞানীদের ক্যামেরায়। এই প্রথম ঠিক জন্মের মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন এক নবীন গ্রহকে। নবজাতকের নাম ডব্লিউআইএসপিআইটি-২বি, যেটা তৈরি হচ্ছে এক তরুণ নক্ষত্রের চারপাশে থাকা গ্যাস ও ধুলোর চাকতি (প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক)- র ফাঁকা জায়গায়।

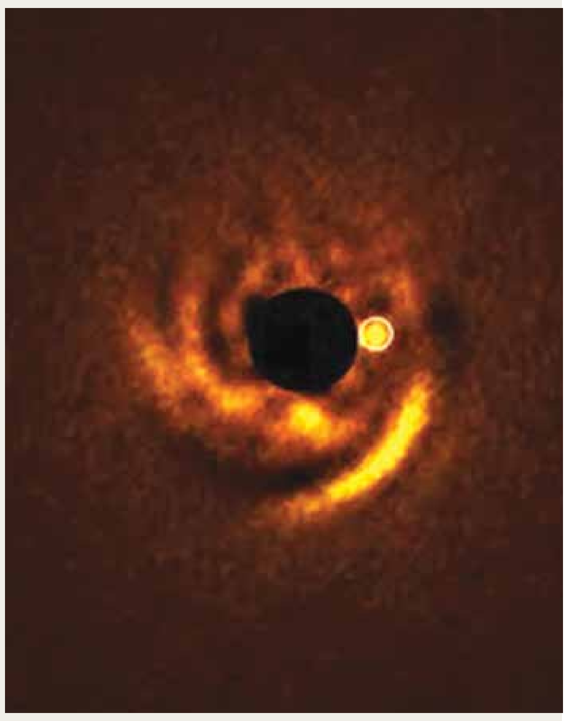

এতদিন জ্যোতির্বিদদের ধারণা ছিল, এই ফাঁকা স্থানগুলি নবগঠিত গ্রহের কারণেই তৈরি হয়। কিন্তু এবারই প্রথম সরাসরি ছবি পাওয়া গেল তার প্রমাণ হিসাবে।

নাসার তথ্য অনুযায়ী, ডব্লিউআইএসপিআইটি-২বি একটি বিশাল গ্যাসীয় গ্রহ, যা বৃহস্পতির চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ ভারী এবং বয়স মাত্র ৫০ লক্ষ বছর। অর্থাৎ পৃথিবীর হাঁটুর বয়সিও তাকে বলা যায় না!

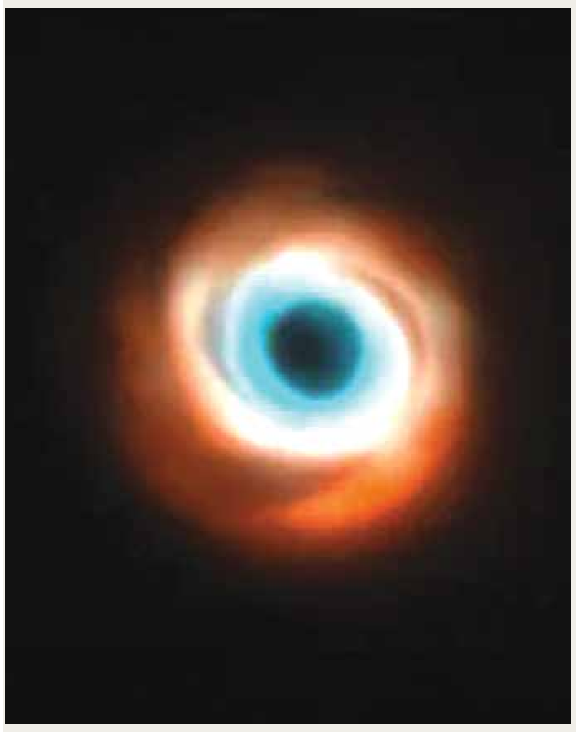

এই গ্রহটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৩৭ আলোকবর্ষ দূরের ডব্লিউআইএসপিআইটি-২ নামের এক তরুণ নক্ষত্রের চারপাশে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে।

গ্রহটি সম্প্রতি ধরা পড়েছে চিলির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ (ভিএলটি) এবং ম্যাগেলান ক্লে টেলিস্কোপের অত্যাধুনিক ম্যাগএও-এক্স ক্যামেরায়। বিশেষ হাইড্রোজেন-আলফা আলো ব্যবহার করে তোলা এই ছবিতে দেখা গিয়েছে, হাইড্রোজেন গ্যাস নবীন গ্রহের ওপর পড়ছে, বিজ্ঞানীদের মতে, যা কিনা একেবারে হাতেগরম প্রমাণ যে, গ্রহটি এখনও তৈরি হচ্ছে।

গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, ওই নক্ষত্রের চারপাশে আরেকটি সম্ভাব্য গ্রহও জন্ম নিচ্ছে। অর্থাৎ এই তরুণ সৌরজগতে একাধিক পৃথিবী-সদৃশ জগৎ গড়ে উঠছে একসঙ্গে।

শঙ্কার মুখেই উত্তর

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : হাই রিস্ক জোনের ওপর দাঁড়িয়ে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ। জলবায়ুর পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব পড়ছে ভঙ্গুর হিমালয়ে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগই শেষ নয়, ভবিষ্যতে আরও বিপদের মুখোমুখি হবে পাহাড়-সমতল, সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে এমনই বার্তা দিয়েছে দেরাদুনের একটি সংস্থা। পরিত্রাণের পথ হিসেবে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম, নির্মাণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ, আরও বেশি করে সেন্সর ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় মানুষের প্রাণ এবং পরিকাঠামো রক্ষা করা অসম্ভব, বলছেন বিশেষজ্ঞরাও। যদিও অতীতের অভিজ্ঞতায় বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় দূর হচ্ছে না।

উত্তরাখণ্ড থেকে কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ থেকে উত্তরবঙ্গ, একের পর এক দুর্যোগ ঘটছে। আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তাতে দুর্যোগের সংখ্যা এবং ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কাও করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেরাদুনের সংস্থাটির বক্তব্য, আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর থাকলে নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বিধিনিষেধ থাকলে ৪ অক্টোবরের বিপর্যয়ে এত মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটত না। ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া বা কী কী করতে হবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে সমীক্ষক সংস্থাটি। বজ্রপাত, প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনার পূর্বাভাস সাতদিন আগে থেকে দেয় আবহাওয়া দপ্তর। দুর্যোগের ক্ষেত্রে নাউকাস্ট দেওয়া হয় তিন ঘণ্টা আগে। সমস্ত কিছুই জানিয়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা দপ্তরটির। যে কারণে প্রায় সময় বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত সতর্কবার্তা পৌঁছায় মোবাইল ফোনে। এভাবে কাজ করার কথা জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। তাঁর বক্তব্য, 'যখনই বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তার পূর্বাভাস দেওয়ার পাশাপাশি কী কী করতে হবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয় স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটিকে।'

তাহলে কেন বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে? বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম থাকলেও তার সুফল পাচ্ছে না প্রত্যন্ত এলাকা। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ আগাম জানতেই পারেন না দুয়ারে দুর্যোগ। যেমন, দক্ষিণ ভুটান থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরের বানারহাটে জল পৌঁছোতে সময় লাগে প্রায় ২২ মিনিট। আগাম খবর না মেলায় এই অল্প সময়ে কারও পক্ষেই সম্ভব হয় না নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়া। পাহাড়ের ক্ষেত্রেও ঘটে একই ঘটনা। সর্বত্র সেন্সর সিস্টেম না থাকাতেই এই সমস্যা। দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে যে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি, স্বীকার করছেন আবহবিদরা। ভঙ্গুর হিমালয়ে কোন প্রযুক্তিতে এবং কী ধরনের বাড়ি তৈরি করা উচিত, তার কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। ধস ও ভূকম্পনপ্রবণ এলাকাতেও বহুতল নির্মাণ হচ্ছে। একই ঘটনা সমতলের নদীগুলির ক্ষেত্রেও। নদীর চর দখল, তাতে বাড়ি বা রেস্তোরাঁ তৈরি এখন নিয়মিত ঘটছে। হাত গুটিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। ডুয়ার্সের নদীগুলি নিয়ে কাজ করা বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলছেন, 'উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্সের যা পরিস্থিতি তাতে আরও বিপর্যয় ঘটবে। বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত কর্মকাণ্ড সুসংহতভাবে করা প্রয়োজন। এখনই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।'

সমস্যা যেখানে

- জলবায়ুর পরিবর্তনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে পাহাড় থেকে সমতলে
- আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম থাকলেও তার সুফল পাচ্ছে না প্রত্যন্ত এলাকা
- সেন্সর নির্ভরশীলতা, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা

বাজি নিয়ে মামলা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : শহরে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি এবং মজুতের অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে মাধব মোড় সংলগ্ন এলাকা এবং রেলগেট বড়বাজারে দুটি দোকান থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করা হয়েছে।'

চুইখিমে এবার প্যারাগ্লাইডিং

চুইখিম, ১৭ অক্টোবর : সারাক্ষণ না হলেও একটানা ১৫ থেকে ২০ মিনিট অবধি আকাশের বুকে পাখির মতো ভেসে বেড়ানোর রোমাঞ্চ এবার পাওয়া যেতে পারে চুইখিমে। এখন থেকে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পর্যটকের দল কালিম্পং জেলার ছবির মতো সুন্দর এই পাহাড়ি গ্রামে প্যারাগ্লাইডিং করার সুযোগ পাবেন। চুইখিম ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এলাকায় পর্যটনকেন্দ্রিক জীবন ও জীবিকাকে আরও উৎসাহিত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে ট্রায়াল রান সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছিল। তারপর এদিন প্রথম প্যারাগ্লাইডিং করলেন রূপক অধিকারী নামে এক প্রশিক্ষিত পাইলট। ট্যুরিস্টদের মধ্যে গরুবাথানের হায়দর আলিও এদিন প্যারাগ্লাইডিং করেছেন। জিটিএর পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া শেরপার কথায়, 'আশা করছি প্যারাগ্লাইডিংয়ের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পর্যটকদের দল চুইখিমে আসবেন।' চুইখিমে প্যারাগ্লাইডিং চালু করার মূল উদ্যোক্তা চুইখিম ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি হোম খাওয়াস। তিনি বলেন, 'চারজন প্রশিক্ষিত পাইলট আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এক-একটা ফ্লাইটের জন্য খরচও দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতোই রাখা হয়েছে। মাথাপিছু তিন হাজার টাকা দিতে হবে।'

ছবির মতো সুন্দর চুইখিমে চালু হল প্যারাগ্লাইডিং। শুক্রবার।

'আত্মঘাতী'

প্রথম পাতার পর

বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস ছিল শিল্পীর। তাই মাকে দেখতে না পেলেও মেয়ে যথারীতি স্কুলে চলে যায়। তবে ৮টা বাজার পরেও শিল্পী ঘুম থেকে না ওঠায় বাড়িতে থাকা সেই আত্মীয়ের সন্দেহ হয়। ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়েন। তখন দেখতে পান ঝুলন্ত দেহ।

এদিন ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পরিবারের লোকজন আত্মঘাতী হয়েছে বলে জানালেও পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতার শরীরে একাধিক জায়গাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পায়ে আঁচড়ের চিহ্নও রয়েছে। বিষয়টি চিকিৎসক ও পুলিশকে ভাবাচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'আমরা বধূর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।' ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে নারাজ পুলিশ।

২০১০ সাল নাগাদ বিয়ে হয়েছিল সজল-শিল্পীর। গত প্রায় এক বছর ধরে নর্থ পয়েন্ট এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার তাঁদের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। গানবাজনার শব্দ শুনেছেন স্থানীয়দের অনেকে। বিবাহবার্ষিকীর রাতে ওই বধূ তাঁর স্বামী ও নিজের মাকেও ফোন করেছিলেন। বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে স্বামী না আসায় তাঁর ক্ষোভের কথাও নাকি জানিয়েছিলেন বলে পরিবারের লোকজনের দাবি।

পৃথিবীর পাঠশালা

আলুর মাড়েই রং

নেদারল্যান্ডসে পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো তৈরির জন্য এক নতুন পথ দেখা যাচ্ছে— আলুর মাড় বা পটেটো স্টার্চ থেকে তৈরি হচ্ছে রাস্তার রং! খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের পর যে মাড়যুক্ত বর্জ্য ফেলে দেওয়া হয়, সেটাকেই কাজে লাগানো হচ্ছে। এই বর্জ্যকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মজবুত অথচ পরিবেশ-নিরাপদ যৌগতে পরিণত করা হয়। এই রঙের বিশেষত্ব হল, এটি জল-সহনশীল। অর্থাৎ এটি রাসায়নিক বর্জ্য বা মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরি করে না। বৃষ্টির সংস্পর্শে এলে রংটি ধীরে ধীরে ভেঙে যায় এবং নিরাপদে পরিবেশে মিশে যায়। ফলে শ্রমিকদের কঠোর রাসায়নিক দিয়ে পুরোনো রং তোলার কাজ করতে হয় না। পেট্রোলিয়ামভিত্তিক রঙের চেয়ে এটি অনেক বেশি নিরাপদ। এটি কৃষি বর্জ্যকে শহরের কাজে লাগানোর এক স্মার্ট উদাহরণ, যা স্থায়িত্বের পথে নেদারল্যান্ডসের এক নতুন পদক্ষেপ।

কলাপাতায় রান্না সেরা

উগান্ডায় রান্নাঘরে এক নতুন, অথচ পুরোনো কৌশল ফিরে এসেছে! সেখানকার মাটির হাঁড়ির রান্নার সঙ্গে যোগ হয়েছে কলাপাতার মোড়ক— যা একেবারে প্রাকৃতিক বাষ্প তৈরির যন্ত্রের মতো কাজ করে। এটি তাদের রান্নার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখে তো বটেই, খাবারের স্বাদ ও জ্বালানির দক্ষতাও বাড়িয়ে দিয়েছে। খাবার বা সবজি কলাপাতায় মুড়ে সরাসরি মাটির হাঁড়িতে বসানো হয়। হাঁড়ি গরম হলে পাতার আর্দ্রতা থেকেই খাবার আস্তে আস্তে বাষ্পের তাপে সেদ্ধ হয়। এতে খাবারের পুষ্টিগুণ অটুট থাকে, আর একটা দারুণ মিষ্টি গন্ধ হয়। এই পদ্ধতিতে রান্না করতে কম জ্বালানি লাগে। কলাপাতা সহজলভ্য, সহজে পচে যায়। আর এর জন্য কোনও প্লাস্টিকের স্টিমার লাগে না। ঐতিহ্য আর পরিবেশবান্ধবের এক সুন্দর মেলবন্ধন এই রান্না।

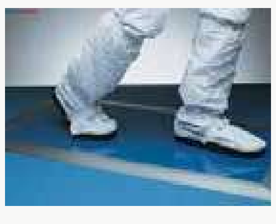

জুতো পরিষ্কার : হেঁটে যান

জাপানে এমন এক ফুটপাথের টাইলস তৈরি হয়েছে যা আপনি হাঁটার সময়ই আপনার জুতো পরিষ্কার করে দেয়! অদ্ভুত শোনালেও ব্যাপারটা সত্যি। এই বিশেষ টাইলসগুলিতে ছোট ছোট খাঁজ বা ব্রিসলস বসানো থাকে। আপনি এর ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেই, সেই নড়াচড়ার ফলেই জুতোর তলা থেকে ধুলো বা কাদা ঝরে যায়— আপনার গতি কমবে না, অথচ পরিষ্কার হয়ে যাবে! স্কুল, মন্দির বা ব্যস্ত রেলস্টেশনের প্রবেশপথে এই টাইলসগুলি দেখা যায়। এগুলিতে জল শোষণ করার উপাদানও ব্যবহার করা হয়, যাতে বর্ষার দিনে কাদা বা জল টেনে নিতে পারে। কোনও বিদ্যুৎ লাগে না, শুধুমাত্র আপনার পায়ের চাপই এদের কার্যক্ষম করে। এই উদ্ভাবন জাপানের পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগকেই তুলে ধরেছে।

আগ্নেয় ছাইয়ের উষ্ণতা

আইসল্যান্ডে লম্বা আর ঠান্ডা শীতের জন্য এক দারুণ ঘরোয়া সমাধান এসেছে— আগ্নেয় ছাইয়ের কার্পেট! স্থানীয় এই আবিষ্কারে আইসল্যান্ডের ভূপ্রকৃতির উপাদানকেই টেকসই নকশায় ব্যবহার করা হয়েছে। এই কার্পেট বোনা হয় আগ্নেয় ছাইয়ের সূক্ষ্ম তন্তু আর প্রাকৃতিক কাপড় মিশিয়ে। এর মধ্যে আবার ভূ-তাপীয় পাথর বসানো থাকে।

এই পাথরগুলি মাটির নীচের তাপ বা অন্য কোনও ভূ-তাপীয় উৎস থেকে তাপ শোষণ করে নেয়। একবার গরম হলে এরা সেই তাপ ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকে, যার ফলে কার্পেটটা বিনা বিদ্যুতে গরম থাকে। মনে হবে যেন গরম টাইলের উপর হাঁটছেন! এটি নন-স্লিপ ও জল-সহনশীল, যা বরফের দেশের জন্য একেবারে আদর্শ। প্রকৃতি থেকে পাওয়া কঠোর জিনিসও কীভাবে আরামদায়ক উষ্ণতা দিতে পারে, তার এক প্রমাণ এই কার্পেট।

'নষ্ট' চোখ সারবে বিনামূল্যে

নিউজ ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : দীপাবলির মরশুমে মানবিক সিদ্ধান্ত এএসজি চক্ষু হাসপাতালের। বাজি পোড়াতে গিয়ে যদি চোখে আঘাত লাগে, তবে সেক্ষেত্রে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করা যাবে ওই হাসপাতালের যে কোনও শাখায়। অফার কেবল ১৫ বছরের কমবয়সিদের জন্য, বহাল থাকবে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত। কালীপুজো মানেই ছোটদের কাছে বাজি পোড়ানোর উৎসব। কিন্তু বাজি পোড়ানোর সময় সতর্ক না থাকলে যখন-তখন ঘটে যেতে পারে বিপদ। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের দীপাবলিতে বাজি পোড়াতে গিয়ে ২ হাজারেরও বেশি মানুষ চোখে আঘাত পান, তার মধ্যে ৬০ শতাংশই নাবালক। সে কারণেই এই অফার দিয়েছে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম সুপারস্পেশালিটি চক্ষু হাসপাতাল এএসজি।

সোনার টুকরো

প্রথম পাতার পর

স্কুলজীবনেই বাবার কাছে যে কাজ শিখেছিলেন, আজ সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের উপার্জনের চাবিকাঠি। তাঁদের দাদা ও ভাইরাও এই কাজ জানেন ঠিকই, তবে বর্তমানে তাঁরা আর গয়না গড়ার কাজ করেন না। বাবার পেশা ধরে রেখেছেন দুই বোনই। শুধু দুই বোন ছাড়াও মা, দাদা, ভাই সকলেই ওই কাজ জানেন। বর্তমানে দাদা, ভাই নিজেদের বিকল্প কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তবে দুই বোন বাবার জীবিকাকে নিজেদের পেশা করে তুলেছেন। বারো বছর বয়সে পুনম বাবার কাছে কাজ শেখা শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে গয়না তৈরির কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। বিয়ের আগেই নিজের দোকান তৈরি করেন তিনি। সন্তান দেখভালের জন্য মাঝে বাড়িতেই দোকান দিয়েছিলেন। তবে এখন অবশ্য ধারেয়াহাটের প্রধান সড়কের পাশে গেলেই নজরে পড়বে বছর পঁয়ত্রিশের পুনমের গয়না তৈরির দৃশ্য। একহাতে অলংকার তৈরির পাশাপাশি আবার অর্ডার সামলাচ্ছেন। পুনম বলেন, 'বেশি পড়াশোনা করতে পারিনি। ভালোবেসে বাবার পেশাকে ধরে রেখেছি। কাজে কোনও নারী-পুরুষ ভেদাভেদ রয়েছে বলে মনে করি না।'

এদিকে, দশ বছর বয়স থেকে শান্তির কাজ শেখা শুরু। বাবাকে কাজে সহযোগিতা করতে করতে স্বর্ণশিল্পী হয়ে উঠেছেন তিনি। প্রায় কুড়ি বছর ধরে বাবার দোকান সামলাচ্ছেন। একসময় মাটির মেঝেতে বসেই কাজ করতেন। এখন অবশ্য দোকানের জৌলুস কিছুটা বেড়েছে। অলংকার সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়িতে ছেলেমেয়ে ও সংসার সামলে ব্যবসাও সামলানোটা যেন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে বছর সাঁইত্রিশের শান্তির। পুনমের মতো তিনিও কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদাভেদের কথা না মানলেও নারী-স্বর্ণকার হওয়ার সমস্যাটা বোঝেন। শান্তি বলছিলেন, 'মেয়ে দেখে অনেকে সোনার কাজের অর্ডার দেন না। তাই রুপোর অলংকার বেশি তৈরি করি। সারা বছর অর্ডার পাই।' তবে তাঁদের দোকান ছোট, মূলধনও কম। এছাড়া চলতি বছরে সোনা ও রুপোর দাম আকাশ ছুঁয়েছে, তাতে এবার ধনতেরাসে তেমন অর্ডার পাওয়া যায়নি, একযোগে জানালেন দুই বোন।

হাতির হানায় অতিষ্ঠ

শামুকতলা, ১৭ অক্টোবর : হাতির হানায় অতিষ্ঠ শামুকতলা থানার পারোকাটা সংলগ্ন ছিপরা গ্রামের বাসিন্দারা। হাতি ঢুকে বৃহস্পতিবার রাতে বাঁধাকপি এবং ফুলকপি চাষের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। রাতে হাতির দল ঢুকে জয়কৃষ্ণ দাস এবং পরিতোষ দাসের কপিখেত পায়ে মাড়িয়ে, খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। এর আগেও তাঁদের কপির চারা নষ্ট করে দিয়েছে হাতিরা। এবার অন্তত আড়াই বিঘা জমির ফসল নষ্ট করেছে। সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বললেন, 'হাতির হানা ঠেকাতে ওই গ্রামে রাতে টহল দেওয়া হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

তর্জা

বারবিশা, ১৭ অক্টোবর : কুমারগ্রাম ব্লকে দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ নিয়ে তর্জা চলছেই ঘাস ও পদ্ম শিবিরের মধ্যে। শুক্রবার বিষ্ণুনগর কলোনিতে ত্রাণ বিতরণের পর বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ কটাক্ষ করে বলেছেন, 'তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। তাই আতঙ্কে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে আমাদের বাধা দিয়েছিল।' অন্যদিকে, বিধায়ককে একহাত নিয়ে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুদয় নার্জিনারি জানিয়েছেন, এলাকার মানুষের যখন প্রয়োজন ছিল তখন বিধায়ককে পাওয়া যায়নি। এখন গ্রাম স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে। সেখানে গিয়ে বিধায়ক নাটক করছেন।

দার্জিলিং জমজমাট, হাউসফুল টয়ট্রেনও

দীপাবলিতে আশার আলো পাহাড়-পর্যটনে

রাহুল মজুমদার

দার্জিলিং, ১৭ অক্টোবর : গত কয়েকদিন ধরেই ঝলমলে রোদ উঠছে দার্জিলিংয়ে। কেউ গায়ে হালকা শীতের জামা চাপিয়ে ফুরফুরে মেজাজে ম্যালে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। কেউবা মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত। অনেকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে চারদিকে। ঘুমন্ত বুদ্ধের সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে শৈলশহরের অধিকাংশ হোটেলে ঠাঁই নাই পরিস্থিতি। অথচ এ মাসেরই শুরুতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পর্যটনশিল্পের শিয়রে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল। বুকিং বাতিলের হিড়িক পড়ে যায়। বর্তমান ছবি কিন্তু একেবারে অন্যরকম। আবহাওয়া বদলাতেই ফের পর্যটকদের ঢল নামতে শুরু করেছে পাহাড়ে। দার্জিলিং পুরসভাকে রাস্তা মেরামতির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো সংস্কার শুরু করেছে প্রশাসন।

দীপাবলির ছুটিতে হাউসফুল টয়ট্রেনও। এনজেপি-দার্জিলিং সহ সমস্ত রুটের জয়রাইডের টিকিট অনলাইনে প্রায় ৯৫ শতাংশ বিক্রি হয়ে গিয়েছে, জানা গেল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে। বেশ ভালো চাহিদা রয়েছে এনজেপি-রংটং জয়রাইডের। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর দাবি, 'দীপাবলির মরশুমে টয়ট্রেনের চাহিদা রয়েছে। প্রায় সব ট্রেনেরই টিকিট আগাম বুক হয়েছে। প্রয়োজনে আরও জয়রাইড চালু করা যেতে পারে।'

> দীপাবলির মরশুমে টয়ট্রেনের চাহিদা রয়েছে। প্রায় সব ট্রেনেরই টিকিট আগাম বুক হয়েছে। প্রয়োজনে আরও জয়রাইড চালু করা যেতে পারে।
>
> **ঋষভ চৌধুরী**
> ডিরেক্টর, ডিএইচআর

৪ অক্টোবর রাতে প্রবল বর্ষণের জেরে বিপর্যয় নেমে আসে উত্তরে। ধস নেমে একাধিক পাহাড়ি এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। দুধিয়ার সেতু ভেঙে মিরিকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মিরিকে ধসের জেরে পরপর বাড়ি ভেঙেছে। রোহিণী রোড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এখনও যান চলাচল বন্ধ। ১১০ (সাবেক ৫৫) নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশে ক্ষতির কারণে রাস্তাটি বন্ধ হয় পড়েছিল। আতঙ্কে পাহাড় থেকে দলে দলে নামতে শুরু করেন পর্যটকরা। একাধিক জায়গা থেকে পর্যটকদের উদ্ধার করে প্রশাসন। দিনদশেকের জন্য পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসায় বিরাট ধাক্কা লাগে।

তবে হাওয়া বদলাতেই তড়িঘড়ি পাঙ্খাবাড়ি রোড আর ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, দার্জিলিং যাওয়ার এই দুটি বিকল্প রাস্তা খুলে দেয় প্রশাসন। হিউমপাইপ বসিয়ে দুধিয়ায় অস্থায়ী সেতুর নির্মাণ শুরু হয়েছে। সেটা তৈরি হয়ে গেলে ছোট গাড়ি সরাসরি মিরিকের দিকে যেতে পারবে। কার্সিয়াং পার করে খানিকটা ওপরে উঠলে প্রায় রোজ শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন মিলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ফোটো, ভিডিও ভাইরাল। ম্যাল থেকে চিড়িয়াখানা, সর্বত্র কমবেশি ভিড়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য তো বটেই, বিদেশিরাও আসছেন। আমেরিকা থেকে সস্ত্রীক দার্জিলিংয়ে এসেছেন মাইকেল। সিঙ্গনীর হাত ধরে ঘুরছিলেন ম্যালে। তারপর টয়ট্রেনে জয়রাইড নেওয়ার কথা তাঁদের।

পর্যটনে পেটে টান

প্রথম পাতার পর

জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্যাণ গোপ জানালেন, গাইডদের তো বিকল্প রোজগারের পথ নেই। তাঁদের দুর্দশা চরমে। এছাড়া মাদারিহাট থেকে জলদাপাড়া ভ্রমণের ২৬টি জিপসি রয়েছে। সাফারির প্রতি ট্রিপে চালকরা ১৪৫০ টাকা করে নেন। অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে রোজগার হয় ৬০০-৭০০ টাকা। এই টাকায় তাদের সংসার চালাতে হয়। এখন সব বন্ধ। জানালেন, জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি গোপাল সন্ন্যাসী।

মাদারিহাট ট্যাক্সি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস জানালেন, ৭০-৮০টি ছোট গাড়ি সরাসরি পর্যটনের উপর নির্ভরশীল। প্রতিদিন প্রায় ১০০০ টাকা করে ক্ষতি হচ্ছে।

এমন ক্ষতির কথা ঘরে ঘরে। মাদারিহাটের মুরগির মাংস বিক্রেতা তাপস সাহা বলছিলেন, প্রতিদিন মাদারিহাটের সব লজ মিলে প্রায় ১০০ কিলোগ্রাম মাংস বিক্রি হত। প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার টাকার মাংস বিক্রি হত। এখন এই বিক্রি বন্ধ। একই সমস্যার কথা জানালেন মাছ বিক্রেতা রাজকুমার মাহাতো, পবন শা, বিপ্লব বর্মনরা। মাদারিহাটে ট্যুর অপারেটর রয়েছেন ৭ জন। তাঁদের মধ্যে অনিরুদ্ধ দাস, উত্তম শর্মা জানালেন, প্রতিটি লজে ৮০-৯০ শতাংশ বুকিং বাতিল হয়ে গিয়েছে। মাদারিহাটের রিসর্ট মালিক সঞ্জয় দাস, কৌশিক রায়দের দাবি, কর্মীদের বেতন দিতে পারছেন না তাঁরা।

পাহাড় সমস্যা

প্রথম পাতার পর

এনিয়ে পাহাড়ের রাজনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মতো দলগুলি কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে বিজেপির জয়ধ্বনি করছে। তবে, পাহাড়ের শাসকদল অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) বক্তব্য, বিজেপি এত বছর ধরে পাহাড় থেকে ভোট নিয়ে গিয়েছে। তবুও এখানকার মানুষের দাবি বুঝতে পারেনি। পাহাড়ের দাবি খতিয়ে দেখা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য এখন মধ্যস্থতাকারীকে নিয়ে এসেছে। বিধানসভা ভোট মাথায় রেখে পাহাড়ের মানুষকে ফের বোকা বানাতে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের ঘটনা বিজেপির 'ললিপপ' ছাড়া কিছুই নয়।

বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কেন্দ্র আন্তরিক। মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ কেন্দ্রের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।'

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে পাহাড়জুড়ে বহু আন্দোলন হয়েছে, আন্দোলন করতে গিয়ে বহু প্রাণ গিয়েছে। কেন্দ্র, রাজ্যের উপস্থিতিতে বহু ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। কিন্তু দাবি আদায়ের এক চুলও অগ্রগতি হয়নি। বরং অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান হিসাবে কখনও দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি), কখনও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) তৈরি করে পাহাড়ে কার্যত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে।

বিজেপিও ২০০৯ সাল থেকে বারবার লোকসভা ভোটের আগে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পাশাপাশি এখানকার ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবিপূরণের আশ্বাসও ২০১৯ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনও দাবিই বিজেপি এখনও পূরণ করতে পারেনি। সাংসদ রাজু বিস্ট পাহাড় সমস্যা মেটানোর দাবি নিয়ে মাঝেমধ্যেই কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রককে দরবার করলেও বাস্তবে কাজ কিছু না হওয়ায় সাংসদ এবং বিজেপি বিধায়কদের পাহাড়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে।

পাহাড়ে এদিন বিজ্ঞপ্তি জারির খবর পৌঁছাতেই জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং কৃতিত্ব নিতে ময়দানে নেমে পড়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা কেন্দ্রের কাছে বারবার পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছি। সেই দাবি মেনে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ হয়েছে। এটা পাহাড়বাসীর জন্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।' গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুংও কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আগামী কিছুদিন পাহাড়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সমস্ত রাজনৈতিক দলের হাতে হাত মিলিয়ে এক সুরে দাবি জানানো উচিত।' জিটিএ সদস্য বিনয় তামাংও এই পরিস্থিতিতে সব রাজনৈতিক দলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিজিপিএমের মুখপাত্র কেশবরাজ পোখরেল বলেছেন, 'বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়বাসীকে আরও একবার বোকা বানানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'বিজেপি ২০০৯ সাল থেকে পাহাড় সমস্যা সমাধানের কথা বলে ভোট নিচ্ছে। এত বছরেও এখানকার মানুষের দাবি, মানুষের সমস্যা বুঝতে পারেনি? প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে, গোর্খাদের স্বপ্ন-আমার স্বপ্ন। কোথায় গেল সেই স্বপ্ন? মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে পাহাড়ের মানুষকে আর বোকা বানানো যাবে না।' তিনি বিজেপির প্রলোভন থেকে পাহাড়বাসীকেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

এসআইআর, মন্দির চর্চায় লঘু উত্তরের বিপর্যয়

প্রথম পাতার পর

সমতলের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব হচ্ছে বলে ক'দিন আগে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

কথা অনেক, টাকা কম। ভরসা সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট বরাদ্দ। তা দিয়েই যা টুকটাক চলছে। তার মধ্যে আবার 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে শিবিরের খরচ জোগাতে হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকেই। ফলে তহবিলে টান পড়ছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ ৬৮১ কোটি টাকা রাজ্যকে দিয়েছে কেন্দ্র। সেই দিকে তাকিয়ে পঞ্চায়েতগুলো। এটুকুই ভরসা। বাকিটা এসআইআর-এর রাজনীতিকরণ। এসআইআর হতে দেবেন না বলে দুর্গত এলাকায় হুংকার দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরোধী দলনেতা বিধ্বস্ত গ্রামে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছেন, নো এসআইআর, নো ইলেকশন। সামনে ভোট যেন দুর্যোগ জনসংযোগের মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হওয়ার পরদিন যেই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর ঘোষণা হল, অমনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য উড়ে এলেন সাত তাড়াতাড়ি। কার্যত মমতার সফর শুরু হওয়ার আগে তিনি নাগরাকাটা ছুঁয়ে ফিরেও গেলেন।

মিরিক না গিয়ে একদিন পর মুখ্যমন্ত্রী ফিরে গেলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজেজু তিনদিন পড়ে থাকলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কয়েক ঘণ্টায় তাঁর শ্বশুরবাড়ির জেলা জলপাইগুড়ির দুর্গত এলাকা ছুঁয়ে চলে গেলেন। যত না দুর্গতি দেখলেন, তার চেয়ে বেশি আস্ফালন করলেন পুলিশকে পালটা দেবেন বলে। আগের বারের সংক্ষিপ্ত সফর নিয়ে সমালোচনার জেরে মমতা এলেন দ্বিতীয় সফরে। তার মাঝে হাজির হয়ে গেলেন শুভেন্দুও। সেই একদিনের ঝটিকা সফরে।

এমন ঝটিকা যে, গদেয়ারকুঠির বিধ্বস্ত এলাকায় যাওয়ার সময় হল না তাঁর। রাগে-দুঃখে সেখানকার দুর্গতরা তাঁর দেওয়া ত্রাণই প্রত্যাখ্যান করলেন। মমতাও যাননি জলঢাকা কিংবা ময়নাগুড়ির বিপর্যস্ত এলাকায়। এই ঝটিকা সফরে কার কী লাভ হয় কে জানে! তাঁরা না এলে কি প্রশাসন কিছু করত না? প্রকৃতি, মানুষের দুরবস্থা দেখতে আজকাল ভিড় জমছে। কেউ ছবি তুলছেন, কেউ রিল বানাচ্ছেন, কেউ ভিডিও। বেড়াতে বেড়াতে খিদে পায়। অতঃপর চা, ঘুগনি, টোস্ট, পরোটা, ফুচকার ব্যবসা জমজমাট। এই সুবাদে ফ্লাড ট্যুরিজম শব্দটি হঠাৎ উসকে উঠছে। দুর্গতি দেখার টানে পর্যটন। নেতা-মন্ত্রীদের ঝটিকা সফরগুলোকে ডিজাস্টার ট্যুরিজম ছাড়া কী-ই বা বলা যায়! দুর্দশা দেখতে এসে কেউ মন্দির তৈরির কথা বলছেন। কেউ এসআইআর হওয়ার আগেই বলে দিলেন, ২ কোটি ৪০ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। দুর্গত মানুষ এসব কথায় খেপে উঠলে দোষ দেওয়া যায়?

যাঁদের মাথার ওপর ছাদ নেই, ভবানীপুরে মমতাকে হারাবই বলে শুভেন্দুর আস্ফালন তাঁদের কাছে মশকরা মনে হতেই পারে। একইভাবে বুকে হাত দিয়ে বলুন তো পাঠক, শিলিগুড়িতে 'সবচেয়ে বড় শিব' তৈরির মুখ্যমন্ত্রীয় ঘোষণা কি দুর্গতদের কাছে প্রহসন ঠেকবে না! গৃহহীনরা মন্দির নিয়ে কী করবেন বলুন তো! শুনলাম, শুভেন্দু বলে গিয়েছেন, শিলিগুড়িতে বিরাট বালাজি মন্দির হচ্ছে। এই মন্দির বনাম মন্দির দ্বৈরথও কি না বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে!

খাদ্য, দৈনন্দিন প্রয়োজনের টুকিটাকি কিংবা পোশাক ইত্যাদি ত্রাণের আপাতত ঘাটতি নেই। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সহৃদয় মানুষ অনেক অনেক ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছেন দুর্গতদের কাছে। সেইসব সামগ্রীর প্রাচুর্য এতই যে, খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। এত নতুন পোশাক মিলেছে যে, পুরোনো জামাকাপড়ে রুচি নেই। ডাঁই করে ফেলে রাখা সেইসব পোশাক এখন প্রশাসনকে ডাম্পার দিয়ে সরাতে হচ্ছে।

কিন্তু স্থায়ী ব্যবস্থা? স্থায়ী পুনর্বাসন কিংবা টেকসই পুনর্গঠন? দুধিয়ায় অস্থায়ী সেতু গড়লেই সব সমস্যার শেষ? কিংবা টানাটানি নদীতে সিভিল ডিফেন্সের নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থাই কি প্রতিকার? মাথা কুটে মরলেও এসব প্রশ্নের জবাব মিলবে না। উলটে পাহাড় বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ চাষের মতো এমন কিছু পরামর্শ শুনে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর সন্দেহ জাগতে পারে। ডিজাস্টার ট্যুরিজম কিন্তু সহজে শেষ হচ্ছে নয়। শুভেন্দু জানিয়ে গিয়েছেন, ছটপুজো শেষ হলে আবার আসছেন।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক প্রমুখ ক'দিন ধরে বিপর্যস্ত এলাকা দেখলেন। তাতে খরচ কম নয়। সেই সফরের ছবি, ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলে লক্ষ টাকা দানের চেক দেখানোও এখন নতুন ট্রেন্ড। তাতে দুর্গতদের প্রাপ্তি হল, আপাতত দিন ফেরার আশায় থাকা! অনন্ত অপেক্ষা কি?

ছোট ব্যবসায়ীদের ধনতেরাস ফিকে

দামিনী সাহা

দীপাবলির আলোর উৎসবের আগে ধনতেরাসে সোনা কিনে সৌভাগ্য ঘরে আনে আপামর বাঙালি। একসময় সেই সৌভাগ্যের সঙ্গে জুড়ে থাকত এলাকার ছোট ছোট গয়না ব্যবসায়ীদের রুজিরুটি। সারাবছর কম বিক্রি হলেও এই সময়টার আশায় থাকতেন তাঁরা। এখন সময় বদলেছে। ছোট দোকানঘরগুলির সমস্ত আলো এখন মিশেছে বড় ব্র্যান্ডের নামের ঝলকানিতে। উৎসবের মরশুমে প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মতো দিন কাটাচ্ছেন ছোট ব্যবসায়ীরা।

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : বড় রাস্তার ধারে নামী ব্র্যান্ডের সোনার দোকানে ঝকমকে আলো। আর মাত্র কয়েক দিন পরেই দীপাবলি। তার আগে দোকানের ভিতর ও বাইরেটা ছেয়ে গিয়েছে নজরকাড়া গয়নার ছবি আর তাক লাগানো অফারের পোস্টারে। ধনতেরাস বলে কথা। সেখানেই ভিড় জমিয়েছেন প্রচুর মানুষ। হলমার্কের গয়না কিনে সৌভাগ্য ঘরে আনতে কে না চান। তবে এত আলোর মধ্যে খানিকটা যেন অন্ধকারে চাপা পড়ছে পাড়ার ছোট ছোট সোনার দোকানের মালিকরা। তাঁদের দোকানের রোশনাই অনেকাংশেই ফিকে। একটা সময় ছিল যখন বাড়ির মা, জেঠিমারা সারাবছর অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে রাখতেন। ধনতেরাসে কিনতেন সোনার দুল, কয়েকগাছা চুড়ি কিংবা অন্য কিছু। দোকানদাররা গ্রাহকদের নাম জানতেন। মানুষও নিজের চেনা গয়নার দোকানের ব্যবসায়ীদের প্রতিই ভরসা রাখতেন। তবে সেসব ছবি এখন যেন উধাও। তাই বাঙালি সোনা কিনে সৌভাগ্য ঘরে আনলেও ওইসব ছোট দোকানদারের ভাগ্য ফেরে না।

সময় বদলেছে। বর্তমানে আলোয় মোড়া ব্র্যান্ডের গয়নার দোকানের ওপরই ভরসা করছেন মানুষ। তাই ছোট দোকানগুলিতে ধনতেরাসের বিক্রির আনন্দ এখন অনেকটাই ফিকে। ধনতেরাসে গয়নার দোকানের মালিকদের রোজগার হওয়ার একটা বড় সময়। কিন্তু সেই সময়েও এমন পরিস্থিতিতে ঘুম উড়েছে ছোট ব্যবসায়ীদের। এনিয়ে আলিপুরদুয়ারের শোভাগঞ্জ এলাকার এক দোকানদার আনন্দ শীল বললেন, ‘একসময় পাড়ার লোকেরা আমার দোকান থেকেই সোনা কিনতেন। ছোট গয়না বানাতে আমাদের ওপর ভরসা করতেন। ভিড় সামলাতে দোকানের লোকেদের হিমসিম খেতে হত। আজ সেখানে শুধুই নিস্তব্ধতা। এখন সবাই ব্র্যান্ড দেখে গয়না কিনছেন। এই বছর অবস্থা আরও খারাপ। সোনার দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় অনেকে কিনতেও পারছেন না। আমাদের বিক্রি অর্ধেকেরও কম।’ বর্তমানে ১০ গ্রাম সোনার দাম লক্ষ ছাড়িয়েছে। আনন্দর কথায়, ‘ধনতেরাসে অন্তত ভালো বিক্রি হবে ভেবেছিলাম। এরকম চলতে থাকলে একসময় দোকান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।’

একই সুর অজয় সরকারের গলাতেও। শহরের পুরোনো বাজার এলাকায় তাঁর প্রায় ৩০ বছরের দোকান। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা বড় ব্র্যান্ডের তুলনায় অনেক কম মজুরিতে কাজ করি। বড় দোকানগুলি গয়নার মূল দামের ওপর ১৮ থেকে ২৪ শতাংশ পর্যন্ত মজুরি নেয়। আমরা সেখানে ৮ থেকে ১০ শতাংশে কাজ করি। তবে সকলে ব্র্যান্ডের চকচকে সাজের জন্যই ওদিকে আগ্রহী হচ্ছেন।’ অজয়বাবু আরও জানালেন, এই বছর সোনা কিনলেও কিনছেন খুবই ছোট জিনিস। যেমন ১০০ থেকে ২০০ মিলিগ্রামের মধ্যে পলা, আংটি বা নাকফুল। বড় গয়না কেউ কিনছেন না।

এদিকে, ক্রেতাদের কথায়ও উঠে আসছে বাজেটের কাটছাঁটের গল্প। কলেজপাড়ার এক বধূ মিতা দে বললেন, ‘আকাশছোঁয়া দামে সোনা কেনা সত্যিই কঠিন। ধনতেরাসে কিছু না কিছু কেনার ইচ্ছা তো থাকে। তাই একটা ছোট আংটি কিনব ভেবেছি।’ তপন বর্মন নামে অবসরপ্রাপ্ত আরেকজন শিক্ষক বললেন, ‘আমাদের সময়ে অল্প টাকাতেও সোনা কেনা যেত। এখন সোনা সাধারণ মানুষের কাছে স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে।’

থিমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের জীবনদর্শন

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : দীপাবলির আবহে ঝলমল করছে কামাখ্যাগুড়ি। আলো, ভক্তি ও উৎসবের মেজাজে সেজে উঠেছে গোটা শহর। এবং সেই আবহের কেন্দ্রে রয়েছে নবশ্রী ক্লাব। এ বছর তাদের পুজো ৬২তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। আয়োজনের একদিকে যেমন ঐতিহ্যের ছোঁয়া রয়েছে, তেমনি আধুনিকতাও থাকছে।

এবারের নবশ্রী ক্লাবের থিম ‘ভক্তি ও ঐক্য’। বাজেট প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের জীবনদর্শন থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই থিম করছে। পুজো কমিটির সদস্য সৌরভ সাহা বললেন, ‘আমাদের মূল লক্ষ্য আড়ম্বর নয়। বরং মানুষের কাছে ভক্তি ও মানবতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আমরা চাই, মানুষ এখানে এসে কিছুটা শান্তি ও ইতিবাচকতা লাভ করুক।’

পুজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নিঃসন্দেহে মা কালীর প্রতিমা। শামুকতলার বিশিষ্ট প্রতিমাশিল্পী বাবুয়া পালের হাতে গড়া এই প্রতিমার উচ্চতা ১৮ ফুট এবং প্রস্থ ১৯ ফুট। প্রতিমার গায়ের রং থেকে শুরু করে মুখের অভিব্যক্তি, শাড়ির কারুকাজ থেকে অলংকার— প্রতিটি অংশে শিল্পীর সূক্ষ্ম রুচি ও দক্ষতার ছাপ ফুটে উঠেছে। প্রতিমা তৈরির কাজ দেখতে এসে দর্শনার্থীরা জানাচ্ছেন, প্রতিমার চোখেই যেন জীবন্ত ভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। তবে, বাজেটের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়েছে আলোকসজ্জা, থিম নির্মাণ, প্রতিমা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে।

থিমের দিক থেকেও এবারের পুজো ব্যতিক্রমী। প্যান্ডেলের ভিতরে তৈরি হয়েছে এক ভক্তিময় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ। কাঠ, কাপড়, বেত ও পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি প্যান্ডেলের ভিতরের কাঠামোটি বানানো হয়েছে। ক্লাবের সভাপতি দিলীপ সাহা রায় বলেন, ‘প্রতিবছরই আমরা পুজোয় নতুনত্ব আনার চেষ্টা করি, তবে এবার ৬২তম বর্ষ। তাই আয়োজন কিছুটা বড় ও ভাবগম্ভীর করা হয়েছে।’ দিলীপ সাহার কথায় একমত স্থানীয় বাসিন্দা অমিত সাহাও। তাঁর কথায়, ‘নবশ্রী ক্লাবের কালীপুজো শুধু একটি পুজো নয়, এটি এখন কামাখ্যাগুড়ির সংস্কৃতির প্রতীক। প্রতিবারই এখানে কিছু নতুন দেখা যায়।’

পুজো উপলক্ষ্যে রাস্তাজুড়ে নানা রঙের আলো লাগানো হয়েছে। সন্ধ্যা নামলেই পুরো এলাকা ঝলমলে রূপ নিচ্ছে। ক্লাব ও পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। স্থানীয়রা প্যান্ডেল ও আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করছেন। পাশাপাশি তাঁরা পুজোর সময় ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ করবেন। ক্লাবের সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা বললেন, ‘এই পুজো শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং সমাজের ঐক্য, সৌহার্দ্য ও মানবতার প্রতীক। আমরা চাই যাতে মানুষ এখানে এসে শুধু মাতৃপ্রতিমাই দর্শন করবেন না, বরং শান্তিও অনুভব করবেন।’

দুই শহরে আরওবি নিয়ে প্রকাশের স্মারকলিপি

বীরপাড়া ও কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : বীরপাড়া ও কামাখ্যাগুড়ির লেভেল ক্রসিং দুটিতে আরওবি তৈরির দাবিতে শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-কে স্মারকলিপি দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। তিনি ওই দুটি জায়গায় আরওবি তৈরির দাবি আগে রাজ্যসভাতেও তুলেছিলেন। প্রতিটি নির্বাচনে বীরপাড়ায় আরওবি তৈরির বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যু হয়। প্রকাশ ও আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা দুজনেরই দাবি, তাঁরা আরওবি তৈরির দাবিতে বহুবার রেলমন্ত্রককে যোগাযোগ করেছেন। বীরপাড়ায় আরওবি তৈরি করতে হলে রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের জমিতে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করতে হবে রেলমন্ত্রককে। প্রকাশ জানান, দীর্ঘদিন আগেই পূর্ত দপ্তর জমি ব্যবহারে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিয়েছে রেলমন্ত্রককে। আবার মনোজ জানান, পূর্ত দপ্তরের জমি থেকে বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং দোকান উচ্ছেদ করতে হবে। কাদের দোকান এবং বাড়ি উচ্ছেদ করতে হবে, সেই তালিকা রাজ্য সরকারকে তৈরি করতে হবে।

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...

আলো ছড়াচ্ছে মাটির প্রদীপ

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৬ অক্টোবর : একটা সময় ছিল যখন কালীপুজোয় ঘরে ঘরে পোড়ামাটির প্রদীপ জ্বালানো হত। কিন্তু, আগের সেই ঐতিহ্য এখন আর নেই। আজকাল হাতেগোনা কিছু বাড়িতে পোড়ামাটির প্রদীপ জ্বলতে দেখা যায়। তাছাড়া, রয়েছে হরেকরকমের ছোট-বড় মোমবাতিও। তবে সেগুলোও কিন্তু এলইডি লাইটের বিক্রির কাছে অনেকটাই পিছিয়ে। মানুষ এখন ঝুঁকছেন ইলেক্ট্রিক প্রদীপ আর লাইটের দিকে।

সময়ের সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তনের ফলে প্রদীপ কেনার প্রতি অনীহা তৈরি হয়েছে। কারণ বাজারে রয়েছে ইলেক্ট্রিক প্রদীপের চেন। বড়বাজারে প্রদীপের দোকান শ্যামল পালের। তিনি বললেন, ‘বিগত চার-পাঁচ বছর ধরে মাটির প্রদীপ খুব বেশি বিক্রি হয় না। আজও যাঁরা নেন, তাঁরা শুধু ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতেই নেন। অন্যদিকে, লাইটের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মোমবাতিও চলে এসেছে। যার ফলে মাটির প্রদীপের বিক্রি কমেছে।’

তবে বাজারে এখনও এমন বিক্রেতারা আছেন, যাঁরা শুধু ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতেই মাটির প্রদীপ বিক্রি করেন। কালীপুজো আসলেই বিভিন্ন রাস্তার ধারে, সাপ্তাহিক হাট ও দশকর্মা সামগ্রীর দোকানগুলোতে তাঁরা সেগুলি বিক্রি করেন। এবারও তা রয়েছে। গত বছরের পাশাপাশি এবারও বাজারে খুঁজলে পাওয়া যাচ্ছে মাটির প্রদীপ। যার দাম আকৃতি ও সৌন্দর্য অনুযায়ী নির্ভর করছে। দাম এক টাকা থেকে শুরু করে তিরিশ টাকা পর্যন্ত।

বাজারে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে এক টাকা দামের প্রদীপগুলো। তবে, কোনও ক্রেতা যদি তা বেশি পরিমাণে কেনেন সেক্ষেত্রে এক টাকার নীচে বিক্রি করছেন বিক্রেতারা। এছাড়া, বাড়িঘর যাঁরা সাজাতে চান, তাঁদের জন্যে থাকছে বিভিন্ন রঙের বড় প্রদীপ, পঞ্চমুখী প্রদীপ, পদ্মকাটিং প্রদীপ ও টু ইন ওয়ান বাহারি প্রদীপ। যেগুলোর দাম ঘুরেফিরে পাঁচ থেকে তিরিশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সবচেয়ে বেশি বিক্রি পদ্মকাটিং রঙিন প্রদীপের। যার দাম ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা।

শোভাগঞ্জের এক প্রদীপ বিক্রেতা রাকেশ দেবনাথ বলছিলেন প্রদীপ ব্যবহারের কথা। তিনি জানালেন, প্রদীপ শুধু কিনলেই হয় না। প্রথমে তা ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরে, রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করতে হয়। তাতে সময় লাগে। তবে প্রদীপ থেকে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটার ভয়ে অনেকেই তা কিনতে চান না। তার বদলে এলইডি লাইট ও ইলেক্ট্রিক প্রদীপ, মোম ও স্ট্রিপ লাইট লাগান।

তবে আজও অনেকে বাড়িতে মাটির প্রদীপ জ্বালান। এমন অনেক ক্লাবও রয়েছে যারা পুরো মাঠজুড়ে মাটির প্রদীপ জ্বালায়। তাদের জন্যেই হয়তো এই ঐতিহ্য এখনও টিকে রয়েছে এবং টিকে রয়েছে প্রদীপ বিক্রেতাদের ব্যবসাও। শান্তিনগরের বাসিন্দা পেশায় সংগীতশিল্পী পামেলি বসাক বলেন, ‘বাড়িতে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের লাইট লাগিয়ে ঘর আলোকিত করি। তবে পাশাপাশি প্রদীপ ও মোমবাতিও কিনি। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে এর প্রয়োজন রয়েছে।’

বাজারে রয়েছে মোমবাতিও। ছোট মোমবাতি ১০ থেকে ১৫ টাকা প্রতি প্যাকেট। রঙিন মোমবাতি প্যাকেট ২৫ টাকা। রয়েছে সুগন্ধি মোমবাতিও। প্রতি পিস ১০-২৫ টাকার মধ্যে। অন্ধকার ঘুচিয়ে দীপাবলিতে আলোর বার্তা নিয়ে আসেন মা কালী। বিক্রেতারাও তাই আশা করছেন যাতে এই মরশুমে তাঁদের ভালো ব্যবসা হয়।

রঙিন মোমের ব্যাপক চাহিদা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : কালীপুজো মানেই আলোর বাহার। প্রদীপ হোক কিংবা এলইডি বিভিন্ন লাইটে সেজে ওঠে বাড়ি। তবে আগের মতো শুধু একঘেয়ে মাটির প্রদীপ বা টুনি লাইটে থেমে নেই কেউ। সকলের পছন্দের তালিকায় যোগ হয়েছে কিছু নতুনত্ব। এই যেমন কালীপুজো উপলক্ষ্যে মোম প্রদীপের চাহিদা তুঙ্গে। তবে এটা একেবারে সাধারণ মোম নয়। আলোকসজ্জার জন্য রঙিন মোম বাজারে এসেছে। বিশেষ করে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সোনালি ও রুপালি রঙের মোমের প্রদীপের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি থিমভিত্তিক ও সুগন্ধযুক্ত মোমও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বিক্রেতারা বলছেন, চলতি বছর রঙিন মোমের বিক্রি গত বছরের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

কামাখ্যাগুড়ির মোম ব্যবসায়ী সুজিত দেবনাথের কথায়, ‘মানুষ এখন শুধু আলোয় ঘর সাজাতে চান না, রঙে আর গন্ধেও উৎসবের আমেজ চান। তাই রঙিন ও সুগন্ধযুক্ত মোমের চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে।’ এদিকে, অনলাইন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মগুলিতেও রঙিন মোমের জোয়ার। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবে বাহারি মোম মন কাড়ছে সকলের। ব্যাস এরপর আর কী? নিজের পছন্দমতো মোম অর্ডার করছেন বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে।

দামের দিক থেকেও রয়েছে বৈচিত্র্য। সাধারণ ছোট রঙিন মোম প্রদীপ মিলছে ২০ থেকে ৫০ টাকায়, আবার কাস্টমাইজড মোম যার উপর বিভিন্ন কারুকার্য রয়েছে সেইসব মোমের দাম উঠছে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত। অনেকে আবার পছন্দ করছেন এক সেট প্যাক করা বিভিন্ন রঙের মোম। যা একসঙ্গে সাজালে ঘরকে করে তোলে আরও উজ্জ্বল।

রঙিন মোমের জনপ্রিয়তার পেছনে শুধু সৌন্দর্য নয়, রয়েছে পরিবেশ সচেতনতাও। অনেকেই এখন প্যারাফিনের বদলে অন্য মোম ব্যবহার করছেন। এতে ধোঁয়া কম হয় এবং বাতাসে ক্ষতিকর গ্যাস ছড়ায় না। ফলে এটি পরিবেশবান্ধবও। এক ক্রেতা অমিত সাহা বলেন, ‘এই কয়েক বছর ধরে রঙিন মোম দিয়ে সাজানো ঘরই আমাদের উৎসবের অংশ হয়ে উঠেছে। মোমের আলোয় আলাদা একটা শান্তি ও উষ্ণতা থাকে।’

Smiles and artistry filled in the air as **"Parashya Welfare Foundation, NGO"** hosted a Special Face-painting activity for Children. I, Amrita Pandit, 2nd year student of BSc. Agriculture Hons with Research, Amity University, Noida got oppotunity to work with the youth led non-profit Organization NGO initiatives focused basic amenities, Healthcare, education and women's Empowerment.

শিবপার্বতীর বিয়ের দৃশ্য মণ্ডপে

আলিপুরদুয়ার জংশনের সাউথ বয়েজ ক্লাবের মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : এবার কালীপুজোয় আলিপুরদুয়ার জংশনের সাউথ বয়েজ ক্লাবের মণ্ডপে এসে শিবপার্বতীর বিয়ের বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পারবেন দর্শনার্থীরা। ৩৯তম বর্ষে তারা ওই থিমের ওপর মণ্ডপ তৈরি করছে। পুজোর আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। তাই এখন রাতদিন এক করে কাজ করছেন মণ্ডপশিল্পীরা।

ওই ক্লাবের সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, ‘প্রতিবারই আমরা নতুন কিছু দর্শনার্থীকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি। এবারেও চমক থাকছে। কাজ অনেকদূর হয়ে গিয়েছে। বাকি কাজ জোরকদমে চলছে। সকলের খুব ভালো লাগবে বলে আশা করছি।’

আনুমানিক ৬.৫ লক্ষ টাকায় প্যান্ডেল তৈরি চলছে। মণ্ডপের উচ্চতা ৬০ ফিট করা হয়েছে। বাঁশ, কাঠ, প্লাই, সোলার বিভিন্ন ভাস্কর্য, টোপর, আলতা, সিঁদুর, ঘট, হাঁড়ি, কলসি সহ একাধিক সামগ্রী দিয়ে মণ্ডপসজ্জা চলছে। সেসব সামগ্রীর মাধ্যমে যেমন শিবপার্বতীর বিয়ের নানা চিত্র ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে তেমনি শিবের নানা রূপও দেখা যাবে। এছাড়া, নানা মূর্তি থাকবে মণ্ডপে। পালকিও থাকছে।

প্রতিমার ক্ষেত্রেও চমক থাকছে। বরাবরই সেখানে সাবেকি প্রতিমা বানানো হয়। এবার দক্ষিণাকালী বেশে কালী ঠাকুর মণ্ডপে থাকবে। প্রতিমার উচ্চতা ১৭ ফিট। সঙ্গে থাকছে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা। বিভিন্ন রকম এলইডি লাইট, টুনি লাইটে মণ্ডপে আসার রাস্তা সাজানো হচ্ছে। পুজো নিয়ে ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও উৎসাহী। নাওয়াখাওয়া ভুলে শেষমুহূর্তের কাজ সারতে ব্যস্ত এখন সকলে। আগামী ১৯ অক্টোবর মণ্ডপে প্রতিমা আনা হবে। পুজোর পর সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। পুজোকে ঘিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচিও করা হয়। ক্লাবের তরফে দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হবে। এরপর ২৪ অক্টোবর প্রতিমা বিসর্জন হবে।

মণ্ডপশিল্পী বিজন সরকার বলেন, ‘আমরা এবার যে মণ্ডপ তৈরি করছি আশা রাখছি দর্শনার্থীদের খুব ভালো লাগবে। একদম ভিন্ন ধারায় শিবপার্বতীর বিয়ের নানা চিত্র ফুটিয়ে তোলা হবে।’

নাবালিকা উদ্ধার

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় অসমের এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। শুক্রবার নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। ওই নাবালিকা অসমের এক তরুণের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। ওই তরুণ ও নাবালিকা কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় ওই তরুণেরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। এরপর স্থানীয়দের মধ্যেই বিষয়টি কেউ জানিয়ে দিলে বৃহস্পতিবার রাতে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ওই নাবালিকাকে কামাখ্যাগুড়ির এক হোমে রাখা হয়েছিল। অভিযুক্ত তরুণ পলাতক। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানিয়েছেন, বিষয়টি জানার পরই পুলিশ ব্যবস্থা নেয়।

উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় জ্যোতিষী ডঃ কল্লোল শাস্ত্রীর ধনতেরাস নিয়ে কিছু কথা

ধনতেরাস কী?
ধনতেরাস শব্দটি এসেছে ‘ধন’ + ‘তেরাস’ থেকে -
অর্থাৎ কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি (অমাবস্যার আগের তেরোতম দিন), যেদিন ধন বা সম্পদের পুজো করা হয়। এই দিন থেকেই দীপাবলি উৎসবের সূচনা হয়।

পুরাণ মতে ধনতেরাসের তাৎপর্য?
পুরাণে বলা আছে, এই তিথিতেই ধন্বন্তরি দেব (ঔষধ ও আয়ুর্বেদের দেবতা) সমুদ্র মন্থন থেকে উঠে এসেছিলেন অমৃতের কলস হাতে নিয়ে। তাই এই দিনকে স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধির প্রতীক দিবস হিসেবে মানা হয়। আর লক্ষ্মী দেবীও এই তিথিতে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হন বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই লক্ষ্মী ও ধন উভয়ের আশীর্বাদ লাভে দিন এটি।

সোনা কেনার প্রথা ও যুক্তি :
ধনতেরাসে সোনা, রুপা ও ধাতু কেনা একটি প্রাচীন বৈদিক প্রথা, এর পিছনে আছে ৩টি স্তরের যুক্তি।

ধর্মীয় ও জ্যোতিষ যুক্তি :
ধন ত্রয়োদশী তিথি হল বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের তিথি।
এই তিথিতে কেনা কোনও ধাতু (বিশেষত: সোনা-রুপা) লক্ষ্মীর শক্তিকে ধারণ করে বলে মনে করা হয়।
সোনা গ্রহতত্ত্বে সূর্য ও ব্রহ্ম শক্তির প্রতীক, যা অভিজ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধি করে।

মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি :
নতুন কিছু কেনা মানে ''সমৃদ্ধির সূচনা''।
মানুষ নিজের জীবনে শুভ শক্তি আহ্বান করে, ফলে মানসিক ইতিবাচকতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

অর্থনৈতিক যুক্তি :
প্রাচীন ভারতে ধাতুই ছিল সম্পদের প্রতীক ও মূল বিনিয়োগ মাধ্যম।
তাই ধনতেরাসে সোনা কেনা মানে ধন সঞ্চয় ও স্থিতিশীল অর্থনীতি গঠনের প্রতীক।
আজও এই দিনে বিনিয়োগ বা সঞ্চয়ের সূচনা অত্যন্ত শুভ বলে ধরা হয়।

শুধু সোনা নয়
ধনতেরাসে কেবল সোনা নয়-
অনেকে রুপা, পিতল, ব্রোঞ্জ, মাটির প্রদীপ, এমনকি ঝাড়ু পর্যন্ত কিনে থাকেন, কারণ প্রতিটি জিনিসই লক্ষ্মীর গৃহপ্রবেশের প্রতীক।

উপসংহার
ধনতেরাস শুধুমাত্র সোনা কেনার দিন নয়,
এটি হল স্বাস্থ্য, ধন ও শুভ শক্তি আহ্বানের দিন।
সোনা কেনা তার প্রতীকী রূপ-
যার মাধ্যমে আমরা বলি, ''আমার জীবনে আলো ও সমৃদ্ধি প্রবেশ করুক।''

জ্যোতিষী ডঃ কল্লোল শাস্ত্রী
6294334600

(Advt.)

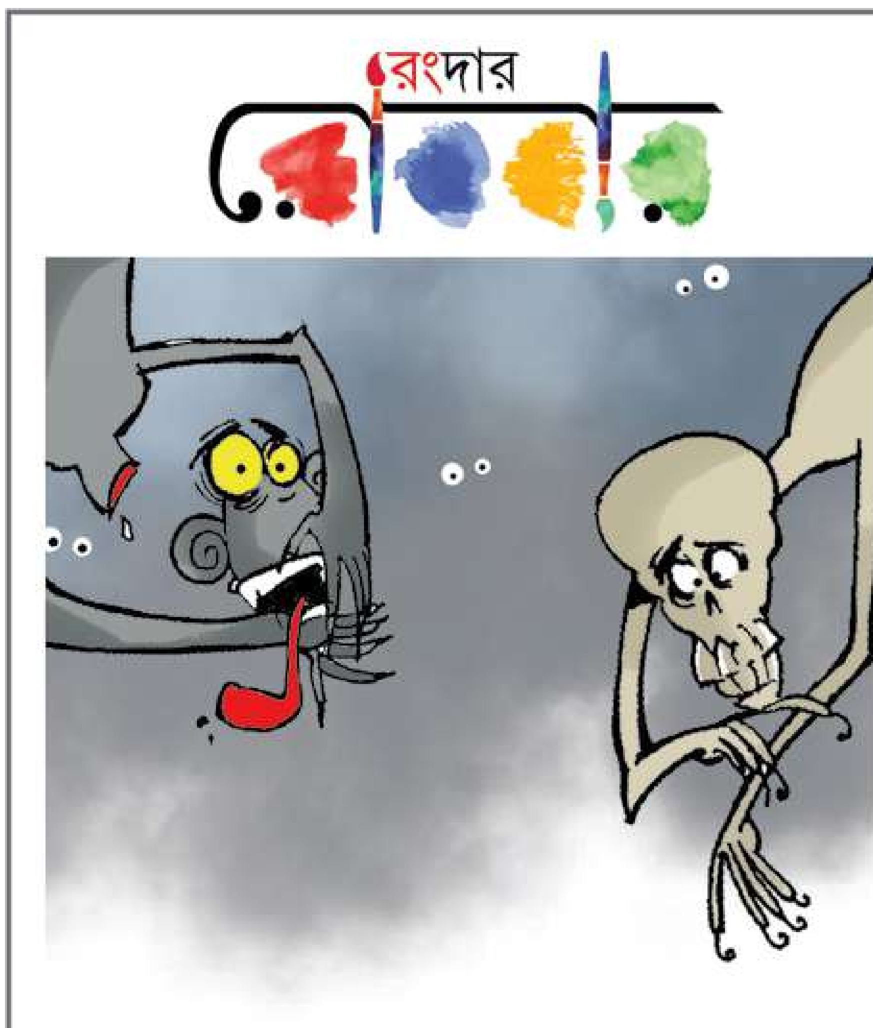

অদ্ভুতুড়ে

তেনাদের উপস্থিতি বিজ্ঞান মানে না। আমাদের অনেকের মন অবশ্য বেশ মানে। তাই তাঁদের তুষ্ট রাখতে আমাদের লোকাচারের নিয়ম। ভয় পেলেও একটিবারের জন্য তাঁদের দেখা পেতে আমাদের হাপিত্যেশ। সাহিত্যের পাশাপাশি তাঁদের ঘিরে সিনেমা, ওয়েব সিরিজের রমরমা।

প্রচ্ছদ কাহিনী শাশ্বতী চন্দ, কৌশিকরঞ্জন খাঁ ও শুভ্রদীপ রায়
ছোটগল্প সুপ্রিয় দেবরায়
ট্রাভেল ব্লগ খোকন সাহা
কবিতা নীলাদ্রি দেব, সৌম্যদীপ সরকার, স্বাগতা বিশ্বাস, পার্থসারথি চক্রবর্তী, শ্রেয়সী সরকার, স্বপন কুমার সরকার ও বীণা মোদক চৌধুরী

মহারণের আগে স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল

সমর্থকদের পাশে চাইছেন মোলিনা

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় পর আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মর্যাদার মহারণ।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে নিঃসন্দেহে চাপে থাকবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তুলনায় স্বস্তিতে লাল-হলুদ বাহিনী। অনেকদিন পর ডার্বিতে একটু হলেও যে এগিয়ে থেকে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। পরিস্থিতির বিচারে একথা বলাই যায়।

আইএফএ শিল্ডে আজ ফাইনাল

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস

সময় : সন্ধ্যা ৬টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

দ্রুত গোল তুলে সবুজ-মেরুনকে চাপে ফেলে দিতে শুরু থেকেই অচেনা হিরোশি ইবুসুকিকে খেলিয়ে চমক দিতে পারেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। প্রথম একাদশে আরও কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন তিনি। রক্ষণে হয়তো চার ভারতীয়র ওপরই আস্থা রাখবেন। সেক্ষেত্রে আনোয়ার আলির সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন লালচুংনুঙ্গা। শেষ মুহূর্তে ভাবনায় বড়সড়ো পরিবর্তন না হলে মাঝমাঠে তিন বিদেশি খেলানোর পরিকল্পনা থেকে সরছেন না ব্রুজোঁ। তবে পিভি বিষ্ণুকে বেঞ্চে রেখে দুই প্রান্তে বিপিন সিং ও এডমুন্ড লালরিনডিকাকে শুরু করানোর প্রবল সম্ভাবনা।

মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা অবশ্য প্রথম একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেই দিলেন। রক্ষণ আঁটোসাঁটো করতে দুই বিদেশি টম অ্যালড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজকেই হয়তো শুরু করাবেন। সেক্ষেত্রে দুই সাইডব্যাক হবেন শুভাশিস বসু ও মেহতাব সিং। ধোঁয়াশা রইল মাঝমাঠ নিয়ে। দীপক টাংরির সঙ্গে আপুইয়া নাকি অভিষেক সূর্যবংশী কে শুরু করবেন বড় প্রশ্ন। মনবীর সিং ৯০ মিনিট খেলার মতো জায়গায় না থাকলেও তাঁকে রেখেই ছক কষছেন মোলিনা। অপর প্রান্তে লিস্টন কোলাসো। সেক্ষেত্রে পরিবর্ত হিসাবে আসবেন সাহাল আব্দুল সামাদ। আক্রমণভাগ নিয়েও চলল মোলিনার পরীক্ষানিরীক্ষা। জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে রবসন রোবিনহোকে রেখে দল সাজানোর সম্ভাবনাই বেশি।

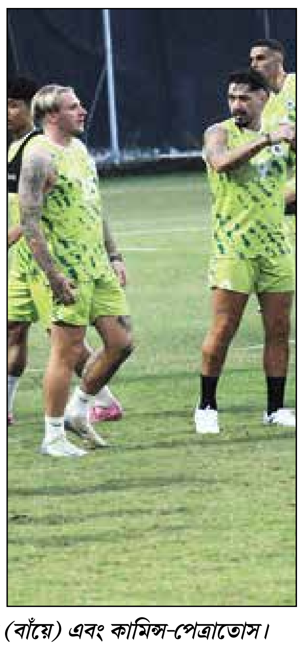

ডার্বির প্রস্তুতিতে হিরোশি ইবুসুকি (বাঁয়ে) এবং কামিন্স-পেত্রাতোস।

শিল্ডে গ্রুপ পর্বের বাধা টপকাতে সমস্যা হয়নি ঠিকই। তবে গ্যালারিকে পাশে পাননি রবসন, আপুইয়ারা। কাজেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা গ্যালারি ভরালেও শনিবার সবুজ-মেরুন জনতা কতটা মাঠমুখো হবেন তা বড় প্রশ্ন। তবে ম্যানেজমেন্টের প্রতি ক্ষোভ ভুলে শিল্ড ফাইনালে ৯০ মিনিটের জন্য সমর্থকদের পাশে চাইছেন খোদ বাগান কোচ মোলিনা। তিনি বলেছেন, 'সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা তাদের দলের পাশে থাকবে। মোহনবাগান সমর্থকদেরও বলব সব ভুলে এই ৯০ মিনিট আমাদের পাশে থাকুন।' বাগান অধিনায়ক শুভাশিস সেই রেশ ধরেই বললেন, 'এতদিন আমরা যে সাফল্য পেয়েছি, তার নেপথ্যে সমর্থকরাও রয়েছেন। ফুটবলার হিসেবে সবসময় সমর্থকদের পাশে চাই। ওঁরা উৎসাহ দিলে বাড়তি মনোবল পাই আমরা।' গ্যালারিতে সমর্থকদের বিক্ষোভ জেমি ম্যাকলারেন, লিস্টন কোলাসোদের পারফরমেন্সে বিশেষ প্রভাব ফেলবে না বলেই মনে করছেন লাল-হলুদের সহকারী কোচ বিনো জর্জ। তিনি বলেছেন, 'ম্যাচটার গুরুত্ব সবাই জানে। মাঠে ১১ জনের বিরুদ্ধে ১১ জন খেলবে। মোহনবাগান শক্তিশালী দল। কিছু সমস্যা রয়েছে ঠিকই। তবে আমার ধারণা ওরাও মাঠে নিজেদের প্রমাণ করতে সবটা উজার করে দেবে।'

শেষ পর্যন্ত সবুজ-মেরুন নাকি লাল-হলুদ দীপাবলির প্রাক্কালে কোন আলোর রোশনাইয়ে ভাসবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন? উত্তর মিলবে শনি-রাতে। *ছবি : ডি মণ্ডল*

রোকোকে 'বিশ্বকাপে' দেখছেন এবি

ফেরারির সঙ্গে বিরাটের তুলনা টানলেন হেডেন

পারথ, ১৭ অক্টোবর : কেরিয়ার ঘিরে অনিশ্চয়তা। একাধিক প্রশ্ন।

অস্ট্রেলিয়া সফর কি বিরাট কোহলির বিদায়ি মঞ্চ হতে চলেছে? নাকি ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপেও তাঁকে দেখা যাবে? ঊর্ধ্বমুখী জল্পনার মাঝে রবিবার ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে বিরাট নামবেন ক্রিকেটপ্রেমীদের ফের কোহলিয়ানায় মাতিয়ে দিতে। চলতি যে চাপানউতোরের মঝে বিরাটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ম্যাথু হেডেন।

অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ওপেনার কোহলিকে তুলনা করলেন বিখ্যাত 'ফেরারি' গাড়ির সঙ্গে। ভারতীয় মহাতারকার প্রাণশক্তি, ক্রিকেটে তাঁর প্রভাব এবং অভিজাত মানের কথা উল্লেখ করে হেডেনের দাবি, বিরাট হল ক্রিকেট বিশ্বের 'ফেরারি'। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের মহাযুদ্ধেও যে 'ফেরারি' সচল থাকবে বলে বিশ্বাস কিংবদন্তির।

হেডেনের কথায়, গতিশীল চরিত্র। ক্রিকেট মাঠে যার প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে নজর হাজারো চোখের। ওডিআই ফর্ম্যাটে বিরাটের সাফল্যের কথা তুলে ধরে হেডেন আরও বলেছেন, '৩০২ ম্যাচে ১৪ হাজারের ওপর রান, চোখ ধাঁধানো ব্যাটিং গড় (৫১ প্লাস)। অবিশ্বাস্য। ফিটনেস, প্রস্তুতি যে সাফল্যের নেপথ্যে। ২০২৭ বিশ্বকাপেও ওকে দেখছি। ও নিজেও মরিয়া।'

কিছুটা অবাক রোহিত শর্মাকে ওডিআই অধিনায়কত্ব থেকে সরানো নিয়েও। হেডেন বলেছেন, 'দুজনে শুধু ক্রিকেটার নয়, ওরা মেন্টরও। আশা করব, এটাই ওদের শেষ সফর হবে না। তবে এটাও ঠিক, বিরাটরা চিরকাল খেলবে না। হয়তো এটাই শেষ অজি সফর। রোহিতের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল ভারত। ওকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ায় কিছুটা অবাক হলেও আগামীর ভাবনায় শুভমান গিলকে তৈরি রাখারও যুক্তি রয়েছে।'

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে প্রথমবার আইপিএল ট্রফি জেতার পর লম্বা ছুটি। পরিবার নিয়ে লন্ডনেই ছিলেন গত মাস চারেক। অজি সফরের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন। বাকি দলের সঙ্গে ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে পা রাখা। ক্রিকেট দুনিয়া অপেক্ষায় আবারও কোহলিয়ানায় ডুব দিতে। হেডেনও। সাফ কথা, মাঠে বিরাট মানে, গোটা বিশ্বের চোখ সেদিকে।

টিম ইন্ডিয়ার প্র্যাকটিসে ফুরফুরে মেজাজে বিরাট কোহলি।

দীর্ঘদিনের আইপিএল সতীর্থ ও বন্ধু এবি ডিভিলিয়ার্স আবার কিংবদন্তি মার্কিন গলফার টাইগার উডসের সঙ্গে তুলনা টানলেন বিরাটের। বাদ দিলেন না রোহিতকেও। প্রত্যাবর্তন সিরিজে বিরাটকে দেখার জন্য মুখিয়ে থাকা এবি বলেছেন, 'টাইগার উডস যদি এখন প্রত্যাবর্তন করে, ওর কয়েকটা শটের সাক্ষী হওয়াও আমার কাছে বিশাল প্রাপ্তি। বিরাট, রোহিত দুজনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ওরা জানে, আর কী অর্জন করতে হবে। আমার ধারণা ২০২৭ বিশ্বকাপ মূল লক্ষ্য। চাইব, ওদের লক্ষ্য পূরণ হোক এবং শেষের মঞ্চটা সাফল্যের রঙে রঙিন হয়ে উঠুক।'

সাবধানি হলেও আগ্রাসী অস্কার

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : কখনও হাসিখুশি। আবার কখনও বেশ সিরিয়াস।

শুক্রবার ডার্বির আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে দুই অবতারেই দেখা গেল। কখনও ফুটবলারদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেন। আবার কখনও বেশ সিরিয়াস মুখ করে তাদের ভুলত্রুটি শুধরে দিলেন।

শনিবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে বাঙালির আবেগের মহারণ। চলতি মরশুমে পারফরমেন্সের নিরিখে ইস্টবেঙ্গল একটু হলেও এগিয়ে। এখনও পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সাতটা ম্যাচ খেলে ছয়টাতেই জয় পেয়েছে লাল-হলুদ শিবির। একমাত্র হার ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে। তবে ডার্বি ম্যাচে এই সব পরিসংখ্যান কোনও কাজে লাগে না তা ভালো করেই জানেন লাল-হলুদ কোচ। ফলে আত্মবিশ্বাসী কিন্তু সতর্ক অস্কার।

ফুটবলাররা অবশ্য বেশ ফুরফুরে মেজাজে। একদিকে সমর্থক বিক্ষোভের জেরে নাজেহাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, তখনই একপ্রকার চাপমুক্ত হয়েই মাঠে নামবেন সাউল ক্রেসপোরা। তবে চাপে থাকলেও এই মোহনবাগান শেষ দুইবারের আইএসএল লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন। দলে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সের মতো একাধিক ম্যাচ উইনার রয়েছে। ফলে তাদেরকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। সেটা সহকারী কোচ বিনো জর্জের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এদিন বিনো বলেছেন, 'মোহনবাগানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। ওরা ভারতের সেরা দল। প্রতি বিভাগে একাধিক খেলোয়াড় রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'তবে আমাদের নিজেদের ওপরে বিশ্বাস রয়েছে। এর আগে ২৯ বার আইএফএ শিল্ড জিতেছি। শনিবার ৩০তম খেতাব জয়ের জন্য নিজেদের সেরাটা দেব।'

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শুরুতে থেকেই আক্রমণাত্মক খেলার ইঙ্গিত অস্কারের। দ্রুত গোল তুলে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। আলবার্তো রডরিগেজ, টম অ্যালড্রেড, মেহতাব সিং সমন্বিত বাগান রক্ষণ ভাঙতে অস্কারের দাওয়াই উইং নির্ভর আক্রমণ।

সহকারীকে নিয়ে ডার্বির পরিকল্পনায় ব্রুজোঁ।

সেইসঙ্গে সেটপিস তুরুপের তাস হতে চলেছে লাল-হলুদ শিবিরের।

১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ের পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তিতে আরও একবার মায়াবি রাত সাউলদের থেকে উপহার চাইছে লাল-হলুদ জনতা।

শিল্ডই ভরসা মোহনবাগানের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : শুক্রবার বিকেল পাঁচটা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

স্টেডিয়ামের চত্বর পুরো ফাঁকা। কোনও ফুটবলপ্রেমীর দেখা নেই। কে বলবে এখানে আইএফএ শিল্ড ফাইনালের শেষ প্রস্তুতিতে মগ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। ডার্বির আগে এই দৃশ্য কলকাতা ফুটবলে নজিরবিহীন।

মাঠের খেলার ভালো পারফরমেন্স করলেও মাঠের বাইরের পরিস্থিতি চাপে রেখেছে মোহনবাগানকে। ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে সমর্থকদের মনে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। এতদিন পর এই বিষয়ে মুখ খুললেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। পরিষ্কার বলে দিলেন, 'আমি ইরান যেতে চেয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু ফুটবলাররাই যেতে চায়নি। সমর্থকদের দিকটা আমরা বুঝতে পারছি। তবে অতীত ভুলে শিল্ড ফাইনালে মনঃসংযোগ করতে চাই।'

ফাইনালের আগে বাগান শিবির যে চাপে রয়েছে তা ফুটবলারদের শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সদের চেনা হাসিমুখ উধাও। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রথমবার ডার্বিতে মোহনবাগান একটু হলেও পিছিয়ে শুরু করছে। সেটা মাথায় রেখেই ইস্টবেঙ্গল বধের 'নীল নকশা' তৈরি করছেন মোলিনা। এই একটা ম্যাচ জিততে পারলে দল হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে তো পাবেই, সমর্থকদেরও ক্ষোভে প্রলেপ পড়বে। কোচ মোলিনার কাছেও এই ম্যাচটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাই শনিবাসরীয় মহারণের আগে তিনি বলেছেন, 'এই ম্যাচটা আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। গত ডার্বিতে হেরেছিলাম। তারপর আড়াই মাস কেটে গিয়েছে। আইএফএ শিল্ড জয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জিতে ইতিহাস গড়েছিল মোহনবাগান। দলের খারাপ সময় কাটাতে সেই শিল্ডকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে সবুজ-মেরুন শিবির। ২০০৩ সালের পর এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়নি মোহনবাগান। এবার সেই খরা কাটানোর পালা। এর আগেও খারাপ পরিস্থিতি কাটিয়ে ট্রফি জিতেছেন দিমি, কামিন্সরা। শনিবার আরও একবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চান তাঁরা। ফাইনালে মোলিনা থেকে অধিনায়ক শুভাশিস বসু দুইজনেই শনিবার সমর্থকদের পাশে চাইছেন। কিন্তু সমর্থকরা সেই ডাকে সাড়া দেবেন কি? সেটাই এখন দেখার বিষয়।

অনুশীলনে জেমি ম্যাকলারেন।

ওডিআই সিরিজে গ্রিনহীন অজিরা

পারথ, ১৭ অক্টোবর : মাঝে ঠিক একদিন। রবিবার প্রতীক্ষিত ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বৈরথের আগে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে চোটের তালিকা আরও দীর্ঘ। অ্যাডাম জাম্পা, জোশ ইনগ্লিসদের রবিবারের প্রথম ম্যাচে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। তালিকায় নতুন সংযোজন ক্যামেরন গ্রিন। গোটা সিরিজেই নেই তারকা পেস-অলরাউন্ডার। নেটে বোলিং করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। ঝুঁকি এড়াতে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, হালকা চোট। তবে সামনেই অ্যাসেজ সিরিজ (২১ নভেম্বর শুরু) রয়েছে। সাবধানতার কারণে এই পদক্ষেপ। অ্যাসেজের প্রস্তুতি হিসেবে শেফিল্ড শিল্ডের তৃতীয় পর্বে (২৮-৩১ অক্টোবর) খেলতে অসুবিধা হবে না গ্রিনের। গ্রিন ছিটকে যাওয়ায় দীর্ঘদিন পর ওডিআই ফরম্যাটে ফিরছেন মার্নাস লাবুশেন।

পিঠের অস্ত্রোপচারের কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটাতে হয় গ্রিনকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ এবং শুরুর দিকে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ খেলতে পারেননি। ভারত সিরিজেও ফের চোট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল গ্রিনের পথে। নিশ্চিতভাবে সিরিজ শুরুর আগে যা অস্ট্রেলিয়া শিবিরের জন্য ধাক্কা, সুবিধা টিম ইন্ডিয়ার।

এদিকে, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে ঘিরে পারদ চড়ছে। প্রবাসী ভারতীয়দের পাশাপাশি অজি সমর্থকরাও মুখিয়ে দুই কিংবদন্তিকে শেষবারের মতো ঘরের মাঠে স্বাগত জানাতে। এর মধ্যে ভারতের অন্যতম 'কাঁটা' ট্রাভিস হেড 'রোকো' জুটিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে হেড বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অবদান অনস্বীকার্য। অত্যন্ত দক্ষ প্লেয়ার। সাদা বলের

পরিবর্ত লাবুশেন

ফরম্যাটে সেরা দুই তারকা। বিরাট সম্ভবত সেরা। রোহিত খুব পিছিয়ে থাকবে না।'

হেডের বিশ্বাস, সংশয় কাটিয়ে ২০২৭ বিশ্বকাপে দেখা যাবে দুই তারকাকেই। বিস্ফোরক অজি ব্যাটারের মতে, ওপেন করতে নেমে রোহিত যেভাবে খেলা নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি তাঁর ভক্ত। দুইজনেই কেরিয়ারের শেষলগ্নে। একদিন থামতে হবে। তবে বিদায়ের মঞ্চ ২০২৭ সালের আগে নয়। দুইজনেই মরিয়া বিশ্বকাপ খেলতে। আর সেটা যদি হয়, ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা বাগান কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের টিকিট বিক্রির হার একেবারেই আশানুরূপ ছিল না। শুক্রবার কিছুটা হলেও তা বেড়েছে।

এদিনই শুরু হয়েছে অফলাইন টিকিট বিক্রি। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব তাঁবু থেকে টিকিট সংগ্রহের লাইনেও ভিড় চোখে পড়ল। যদিও চেনা উত্তেজনার

শেষ দিনে বাড়ল টিকিট বিক্রি

ছবিটা উধাও। টিকিটের হাহাকার নেই বললেই চলে। দুইটি বাদে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের কোনও ব্লকের টিকিটই এদিন রাত পর্যন্ত পুরোপুরি শেষ হয়নি। সমর্থকদের কথা ভেবে শনিবারও অনলাইন, অফলাইন উভয় মাধ্যমেই টিকিট বণ্টন চলবে।

এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় মোহনবাগানের বিক্ষুব্ধ সমর্থক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত। বৈঠক শেষে বাগান সভাপতি বলেছেন, 'সমর্থকরা শনিবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে দলের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছে। আমরা ওদের দাবিগুলো নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব।'

হোম অ্যাডভান্টেজ না পেয়ে ফুঁসছে বাংলা

উত্তরাখণ্ড-২১৩ ও ১৬৫/২
বাংলা-৩২৩
(তৃতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : ক্রিকেটের নন্দনকাননে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ঘড়ির কাঁটায় প্রায় সাড়ে পাঁচটা। এমন সময় বাংলার সাজঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন বাংলার সহকারী কোচ অরূপ ভট্টাচার্য। নয়া সহ সভাপতি নীতীশরঞ্জন দত্ত তখন সবে ঢুকছেন সিএবি-তে। তাঁকে দেখেই এগিয়ে গেলেন বাংলার সহকারী কোচ। পিচ নিয়ে ফেটে পড়লেন ক্ষোভে। অভিযোগ করলেন, ঘরের মাঠে হোম অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে না বাংলা।

বাংলার সহকারী কোচের আগ্রাসন ছিল চমকে দেওয়ার মতোই। মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের মতো টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলাররা উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে খেলছেন ইডেন গার্ডেন্সে। অথচ, তাঁদের ডেলিভারি ভালো করে উইকেটকিপারের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। বল নীচু হচ্ছে। পিচ থেকে ধুলো উড়ছে। সঙ্গে গতি মন্থরতায় ভুগছে ইডেনের বাইশ গজ। উত্তরাখণ্ডের ব্যাটাররা সামি-আকাশদের সামনে পা বাড়িয়ে খেলছেন অনায়াসে। চার পেসারে প্রথম একাদশ গড়ার পর এমন পিচ কেউই চাইবে না। টিম বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে বাংলা বনাম উত্তরাখণ্ড রনজি ট্রফির ম্যাচের শুরু থেকেই চলতে থাকা পিচ বিতর্কে আজ লাভা উদ্গিরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। সিএবি-র শীর্ষ কর্তাদের কাছে পিচ

ড্রয়ের পথে ম্যাচ

নিয়ে জবাবদিহির মুখে পড়েছেন কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়ও। রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সুজন বলেছেন, 'বোলারদেরও সফল হওয়ার জন্য বলটা জায়গায় রাখতে হবে। সেটা সঠিকভাবে করেছে কি বাংলার বোলাররা?'

সোজাকথায়, উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলার চলতি ম্যাচ তৃতীয় দিনের শেষে নিষ্প্রাণ ড্রয়ের পথে। শনিবার বড় অঘটন না হলে এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্টের বেশি পাওয়া প্রায় অসম্ভব বাংলার। গতকালের ২৭৪/৬ থেকে শুরু করে আজ ৩২৩ রানে শেষ হয় বাংলার ইনিংস। ১১০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তিন নম্বর দিনের শেষে উত্তরাখণ্ডের সংগ্রহ ১৬৫/২। আপাতত ৫৫ রানে পিছিয়ে বাংলা। আগামীকাল খেলার শেষ দিনের প্রথম সেশনে বোলাররা অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখাতে না পারলে সরাসরি জয় ও ছয় পয়েন্টের কোনও সম্ভাবনাই নেই। রাতের দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'পিচ নিয়ে মন্তব্য করব না। সবাই দেখেছে কেমন খেলা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি কাল সকালের সেশনে ভালো বোলিং করতে পারলে এখনও জেতা সম্ভব।'

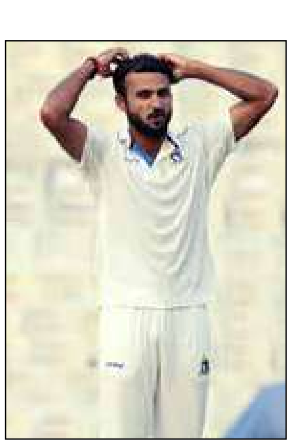

উইকেট আসছে না। হতাশ আকাশ দীপ। ছবি : ডি মণ্ডল

কোচ লক্ষ্মীরতন যতই পজিটিভ হওয়ার কথা ভাবুন না কেন, টিম বাংলাকে নিয়ে নয়া মরশুমের প্রথম ম্যাচে একেবারেই আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না। তৃতীয় দিনের প্রথম ডেলিভারিতে বোল্ড হয়ে শতরান হাতছাড়া করেন সুমন্ত গুপ্ত (৮২)। আকাশ (১৯), সামিরা (১০) মন্থর, নিষ্প্রাণ পিচে ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিতে পারেননি। জবাবে ১১০ রানে পিছিয়ে ব্যাট করতে নামার পর শুরুতেই আকাশ ধাক্কা দিয়েছিলেন উত্তরাখণ্ডকে। দিনের বাকি সময়টা প্রশান্ত চোপড়া, কুণাল চান্ডেলাদের এগিয়ে চলার ও ঘরের মাঠে বাংলা দলের প্রাপ্য সুবিধা না পাওয়ার হতাশার ছবি। হতশ্রী বোলিংয়ের দিনে বোলিং কোচ শিবশংকর পালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও ম্যাকো পিচ বিতর্কে ঢুকতে চাননি। করেননি কোনও মন্তব্যও। যদিও মরশুমের প্রথম ম্যাচেই সামিদের এমন ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারেন না কেউই।

ড্রেসিংরুমের বারান্দায় হনুমানকে কলা খাওয়াচ্ছেন লক্ষ্মীরতন। - ডি মণ্ডল

আগরকারকে ফের তোপ সামির

'উনে যো বোলনা হ্যায়, বোলনে দো'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : শরীরী ভাষায় হতাশা। মুখচোখে একরাশ বিরক্তি।

উত্তরাখণ্ড বনাম বাংলার চলতি রনজি ট্রফির ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে ইডেন গার্ডেন্স থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন মহম্মদ সামি, দেখে মনে হচ্ছিল মনের ভিতরটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে।

যার মূলে নিজের বোলিং তো রয়েইছে। সঙ্গে রয়েছে অজিত আগরকারদের জবাব দিতে না পারার জ্বালাও। দুইদিন আগেই সামি জানিয়েছিলেন, দল নির্বাচনের সময় জাতীয় নির্বাচকরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। নির্বাচক প্রধান আগরকারদের বিঁধেছিলেন। আজ দিল্লিতে সর্বভারতীয় এক চ্যানেলের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে আগরকার পালটা দিয়ে বলেছেন, 'সামি ফিট থাকলে জাতীয় দলে থাকতেন। রনজি খেলতে হত না।' বাংলা বনাম উত্তরাখণ্ড

ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে ১৫ ওভার বোলিংয়ের ক্লান্তি নিয়ে ইডেন ছাড়ার সময় আগরকারের জন্য ফের তোপ দাগলেন সামি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে দিলেন, 'উনকো যো বোলনা হ্যায়, বোলনে দো।' মানেটা স্পষ্ট, তাঁর কিছুই প্রমাণ করার নেই। যদিও জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনা ভিন্ন খাতে বইছে। সঙ্গে জাতীয় নির্বাচক প্রধানের সঙ্গে সামির দূরত্ব যে ক্রমশই বাড়ছে, তা-ও আজ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

রাজধানীর অনুষ্ঠানে আগরকার শুধু সামিকে নিয়ে নয়, রবিবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে মাঠে নামতে চলা রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নিয়েও মুখ খুলেছেন আজ। রোকো জুটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যত নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়িয়ে আগরকার বলেছেন, 'দুইজনই দুর্দান্ত ক্রিকেটার।

> সামি ফিট থাকলে জাতীয় দলে থাকতেন। রনজি খেলতে হত না।
>
> **অজিত আগরকার**

অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে ওরা। বারবার ওদের পরীক্ষায় ফেলে দেওয়া ঠিক নয়। দুই বছর পর পরিস্থিতি কেমন থাকবে, এখনই বলা কঠিন। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে ওদের জায়গা পাকা, এখনই বলার সময় আসেনি।'

KHOSLA ELECTRONICS
48 HRS. DHANTERAS DHAMAKA
Win GOLD & SILVER
ধনতেরাসের বিশেষ অফার
ডিসকাউন্ট UPTO 80%
ক্যাশব্যাক UPTO ₹45,000
এক্সচেঞ্জ UPTO ₹40,000
ফ্রি ডেলিভারি
STORES OPEN TILL MID NIGHT
শুধুমাত্র খোসলা ইলেকট্রনিক্স-এ
4 EMI OFF
@0 PAYMENT
@0% INTEREST
₹888 EMI STARTS
PLAY & GET SURE SHOT GIFT
INTERNATIONAL TRIP
NATIONAL TRIP
LED TV
REFRIGERATOR
MICROWAVE
B T SPEAKER
INDUCTION
MIXI
VIP or SAFARI TROLLEY BAG
CEILING FAN
CHOPPER
DRY IRON
UMBRELLA
Scan and Get Your Diwali Gift From Home UPTO ₹5,000
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC
AXIS BANK
SBI
HSBC
Standard Chartered
citibank
ICICI Bank
kotak
Bank of Baroda
Easy Finance by
HDB FINANCIAL SERVICES
kotak
iPhone
iPhone 17 (256GB)
EMI ₹3,454
CASHBACK ₹10,362
SAMSUNG
A36 (8/128GB)
EMI ₹1,580
CASHBACK ₹4,740
vivo
V60 E (8/256GB)
EMI ₹1,777
CASHBACK ₹5,331
1st TIME on MOBILES
3 EMI OFF as Cash Back
oppo
Reno 14 (8/256GB)
EMI ₹2,111
CASHBACK ₹6,333
mi
Redmi 15 (8/128GB)
EMI ₹1,333
CASHBACK ₹1,000
motorola
Edge 60 Fusion (8/256GB)
EMI ₹2,099
CASHBACK ₹2,000
ASUS
i3 13th Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, Win 11 + MSO 24
EMI ₹2,825
hp
i5 13th Gen, 16GB RAM, 4GB 3050A Graphics 512GB SSD, Win 11 + MSO 24
EMI ₹5,458
DELL Technologies
Core 3, 16GB RAM, 512GB SSD, Win 11 + MSO 24
EMI ₹3,241
3 YEARS WARRANTY
GST + KHOSLA DISCOUNT PRICE DROP
Crystal UHD
32" LED Starting price ₹8,990*
43" SMART LED ₹20,050 NEW PRICE ₹16,490
55" 4K QLED Google TV ₹38,990 NEW PRICE ₹35,990
65" 4K QLED Google TV ₹57,990 NEW PRICE ₹52,990
75" 4K LED ₹96,561 NEW PRICE ₹79,990
85" 4K LED ₹2,82,907 NEW PRICE ₹2,24,990
100" 4K LED ₹5,50,000 NEW PRICE ₹4,49,990
GST + KHOSLA DISCOUNT PRICE DROP
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY *
COPPER INVERTER AC
1.5 Ton 3* Inv ₹32,670 NEW PRICE ₹27,490
1.5 Ton 5* Inv ₹38,325 NEW PRICE ₹32,490
2 Ton 3* Inv ₹42,625 NEW PRICE ₹36,490
FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*
REFRIGERATOR
UPTO 40% DISCOUNT
600 Ltr. SBS EMI ₹2,525
325 Ltr. BMR EMI ₹1,994
240 Ltr. DD EMI ₹1,833
180 Ltr. SD EMI ₹1,208
WASHING MACHINE
UPTO 50% DISCOUNT
8 Kg. Front Load EMI ₹2,416
7 Kg. Top Load EMI ₹1,146
7.5 Kg. Semi Auto EMI ₹791
MICROWAVE OVEN
UPTO 35% DISCOUNT
20 Ltr. Starting price ₹5,490
25 Ltr. Starting price ₹6,990
CHIMNEY with COOKTOP
UPTO 57% DISCOUNT
1350 Suc Auto Clean
60 cm Chimney Motion Sensor
FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹5,199
EMI ₹1,124
WATER PURIFIER
UPTO 57% DISCOUNT
RO + UV 2X
EMI ₹1,116
PAY FOR 1 GET 3
BUY 233 L FF REF FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN + 500W MIXI worth ₹13,498
UPTO 42% DISCOUNT
₹26,490 EMI ₹2,208
550W 3 JAR MIXI + INDUCTION COOKTOP + POP UP TOASTER
UPTO 61% DISCOUNT
₹4,590
BUY 7.5 KG. TOP LOAD WM FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN + IRON worth ₹9,794
UPTO 50% DISCOUNT
₹20,990* EMI ₹1,749
Tougher than the rest
IFB
INDIA'S FIRST SUPER WARRANTY
10 Year Spares Support
4 Year Machine Warranty*
10 Year Compressor Warranty
ONLY ON IFB REFRIGERATORS
FIXED EMI STARTING AT ₹1922*
CASHBACK UPTO ₹3000*
0* DOWN PAYMENT REST IN EMIs
9 Trusted by Over MILLION Happy Customers
080 695 45678 | 080 458 45678
Whatsapp 91 9231004321
www.ifbappliances.com
KNOW MORE
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 10 Oct - 26 Oct 2025. T&C Apply.
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
87 SHOWROOMS
BUY 24X7@khoslaonline.com
*T & C Apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Any Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offers are not applicable with Samsung & Sony products.
Scan To Locate Your Nearest Khosla Store
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

বিরাট-স্পর্শে চনমনে টিম ইন্ডিয়া

পারথ, ১৭ অক্টোবর : মাঝে একটা দিন।

রবিবার ওডিআই সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচ। আর পাঁচটা অস্ট্রেলিয়া-ভারত দ্বৈরথের মতো আগ্রহ প্রত্যাশিত। পারদ আরও চড়িয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার প্রত্যাবর্তন। রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষবার খেলার আবেগও। দলগত সাফল্যের পাশে হাজারো, লাখো চোখ অপেক্ষায় 'রোকো' জুটি পারফরমেন্সের দিকে।

প্রস্তুতি, নেট সেশন ইঙ্গিত হলে ছন্দে থাকার বার্তা বিরাটের। বৃহস্পতিবার ঐচ্ছিক প্র্যাকটিস সেশন ছিল। আজ পুরোদস্তুর অনুশীলন। মধ্যমণি সেই কোহলি। গা ঘামানো থেকে শুরু। অপটাস স্টেডিয়ামের অনুশীলনে যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ প্রাণশক্তির চেনা বিরাটকে পাওয়া গেল। দেখে বোঝার উপায় নেই, সাত মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন। বিরাট স্পর্শে অজি সফরে প্রথম পুরোদস্তুর প্রস্তুতিতে চনমনে বাকি দলও।

প্র্যাকটিস দেখতে মাঠে হাজির অত্যুৎসাহী কিছু সমর্থক যার স্বাদ চেটেপুটে নিলেন। শুরুতে ফিল্ডিং প্র্যাকটিস। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বল মারা। লক্ষ্যভেদ করলেই সতীর্থদের সঙ্গে একেবারে সেলিব্রেশন মোডে বিরাট। বল ধরা এবং নিমেষে বল রিলিজে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, ছত্রিশেও বিশ্বের অন্যতম ফিট ক্রিকেটার।

ফিল্ডিং ড্রিলের মাঝে অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বললেন। এরপর যশস্বী জয়সওয়াল, অক্ষর প্যাটেলদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা। ব্যাটিং অনুশীলনে আজ বেশি খেললেন স্পিনারদের। গতকাল মূলত পেস এবং শর্ট পিচ ডেলিভারি সামলেছিলেন। ম্যাচ পরিস্থিতির মতো করে শ্রেয়স আইয়ার এবং বিরাট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাটিং করলেন এক নেটে। পাশে নেটে শুভমান। সব মিলিয়ে মিনিট পঁয়তাল্লিশের সেশন রবিবাসরীয় ম্যাচের জন্য শান দিয়ে নিয়ে মাঠ ছাড়েন বিরাট।

নজর কাড়লেন 'রোগাপাতলা' রোহিতও! গত কয়েক মাসে বাড়তি মেদ ঝরিয়েছেন। ফিটনেস নিয়ে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে পরিশ্রম করেছেন 'বন্ধু' তথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের তত্ত্বাবধানে। শুধু দশ কেজির মতো ওজন কমাননি, জোর দিয়েছেন ফিটনেসে। ফিল্ডিং প্র্যাকটিসে রোহিতের ছটফটানিতে তারই প্রতিফলন। গতি বেড়েছে দৌড়ে।

পারথের মাঠে একসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাভিস হেড (বাঁয়ে) ও অক্ষর প্যাটেল। শুক্রবার।

পিচ-ফ্যাক্টরকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না অক্ষর

এদিকে, প্র্যাকটিসের পর মাঠের ধারে ট্রাভিস হেডের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অক্ষর। আত্মবিশ্বাসী গলায় যেখানে বলেছেন, '২০১৫ সালের পর এখানে অনেক কিছুই বদলেছে। অতীতে অস্ট্রেলিয়া পা রাখলে পিচ, কন্ডিশন, বাউন্স নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হত। কিন্তু এখন সেই অনুভূতি নেই। আলাদা কিছু মনে হয় না। এখন আমাদের ভাবনাজুড়ে মূলত থাকে নিজেদের টিম কম্বিনেশন, স্ট্র্যাটেজি। পিচ, বাউন্স নিয়ে এখন সেভাবে কথা হয় না।'

প্রথমবার অধিনায়ক হিসেবে অস্ট্রেলিয়া সফর। অক্ষরের বিশ্বাস, রোহিত, বিরাটের উপস্থিতিতে শুভমান গিলকে সাহায্য করবে। বলেছেন, 'রোহিতভাই, বিরাটভাই রয়েছে। গিলের জন্য যা অ্যাডভান্টেজ। দুই প্রাক্তন অধিনায়কের থেকে প্রয়োজনীয় ইনপুট পাবে। অধিনায়ক শুভমানকে আরও পরিণত করবে। ইতিমধ্যেই অধিনায়ক হিসেবে ছাপ রেখেছে। সবচেয়ে ভালো দিক হল, কখনও চাপে পড়ে না। আর রোহিতভাই, বিরাটভাই বিশ্বসেরা প্লেয়ার। ওরা জানে, কোন পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয়। মাঝে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকলেও ওরা দুইজনেই পুরোদস্তুর প্রস্তুত, এই নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

প্রথম একাদশে অক্ষরের থাকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন কিন্তু থাকছে। অজি পিচে বাড়তি স্পিনারের পথে ভারত না হাঁটলে, অগ্রাধিকার পাবে রবীন্দ্র জাদেজা। যদিও স্পিন-অলরাউন্ডার অক্ষর এসব নিয়ে ভাবছেন না। জানিয়ে দিলেন, বছর তিনেক পর (২০২২ টি২০ বিশ্বকাপ) অস্ট্রেলিয়ায় খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন। প্রস্তুত যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে।

এশিয়ান কাপে ভারতের মেয়েরা

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : ২১ বছর পর অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেল ভারতের মহিলা দল। শুক্রবার বাছাই পর্বের ম্যাচে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে উজবেকিস্তানকে। ভারতের থান্ডামণি বাস্কে ও অনুষ্কা কুমারী গোল করেন। উজবেকিস্তানের গোলটি সাকজোদা আলিখোনোভার। এই বছর ভারতের সবকয়টি বয়সভিত্তিক মহিলা দল ও সিনিয়ার দল এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

ভারতে আসছেন ম্যাথাউজ

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে নভেম্বরে ভারতে আসছেন জার্মানির কিংবদন্তি ফুটবলার লোথার ম্যাথাউজ। শুক্রবার মিউনিখ থেকে বিএসএল-এর ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত থাকতে পারেন তিনি। এদিকে বেঙ্গল সুপার লিগে উত্তরবঙ্গের দুই প্রতিনিধি নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড ও গৌরবঙ্গ এফসি। এই দুই দলের মেন্টর হতে পারেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও সঞ্জয় সেন। এছাড়া অন্য দলগুলির মেন্টরের দায়িত্বে থাকবেন মেহতাব হোসেন, হোসে রামিরেজ ব্যারেটো, রঞ্জন ভট্টাচার্যরা।

প্রথম ডিভিশন ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি।

সেরা বালুরঘাট অ্যাকাডেমি

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি। শুক্রবার চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্যাচে বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি ৫-১ গোলে শিরোহি ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে ম্যাচের সেরা অজয় ওরাওঁ হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল করেন। বালুরঘাটের অন্য গোলটি ঋক ঘোষের। শিরোহির গোলস্কোরার কিশান মল্লিক। *ছবি : পঙ্কজ মহন্ত*

সেরা কোচবিহার

হলদিবাড়ি, ১৭ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল গেমসে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার। দলের খেলোয়াড়রা দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্রী। দলে ছিল মল্লিকা রায়, তনুশ্রী রায়, শিউলি রায় সরকার, পূজা রায়, অনামিকা বর্মন, প্রীতি রায়, জয়া রায়, রুমা রায় ও শুক্লা রায়। বৃহস্পতিবার ফাইনালে কোচবিহার ২৫-১৪, ২৫-১৫, ২৫-১৮ পয়েন্টে হুগলিকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা তনুশ্রী। রাজ্য প্রাথমিক দলে তনুশ্রী, মল্লিকা, শিউলি, পূজা সুযোগ পেয়েছে।

ফাইনালে পুলিশ

দিনহাটা, ১৭ অক্টোবর : এমএলএ কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল ক্যালকাটা পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩-০ গোলে যুব সংঘ বিএনআর-কে হারিয়েছে। গোল করেন আশিস বংশী, সুরজিৎ শীল ও আসিফ আলি।

স্মরণে

আমাদের পরম প্রিয় **প্রণয়কুমার দাশ**-এর দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। -**ভাগ্যহীনা স্ত্রী দীপালি দাশ এবং পরিবারবর্গ।**